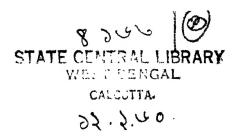
শ্রীচৈত্যুদেব তাঁহার পার্যদগণ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী



কলিকাতা বিশ্ববিভালয় ১৯৫৭ Printed in INDIA
Published by Sibendranath Kanjilal,
Superintendent, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48 Hazra Road, Ballygunge, CALCUTTA.



মূদ্রাকর খ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় খ্রীগৌরাঙ্গ প্রোস প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিস্তামণি দাস লেন, কলিকাডা-১

উৎসর্গ

"দাঁড়াও অভেদ আত্মা পরলোক বেলাভূমে, বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।"

—অক্ষয়কুমার বড়াল:

-পর্লোকগভা নলিনীবালা দাস স্মরণে—

-গ্রন্থকার

॥ গ্রন্থকারের অস্থান্য গ্রন্থ॥

- * বাঙলার রূপ
- স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলায় উনবিংশ শভাব্দী
- শ্রীঅরবিক্ষ ও বাঙলায় অদেশী যুগ
- * বাংলা চরিত-গ্রন্থে এটিচতগ্য
- ভগিনী নিবেদিভা ও বাঙলায় সম্ভাসবাদ (য়য়য়)
- * রাজা রামমোহন রায় (যন্ত্রস্থ)
- क्ट्राकि ग्रहाशूक्रायत्र कीवनकथा (यद्वष्ट)
- * পাঁচমিশালি প্রবন্ধ (যন্ত্রস্থ)

Á FRI

কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক আহুত হইয়া ১৯৫৬ সালে (২০শে আগষ্ট হইতে ২৫শে আগষ্ট) আমি বিশ্ববিভালয়-ভবনে ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করি। তাহাই বর্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

দীর্ঘকাল যাবং আমি এ-বিষয়ের উপর গবেষণা করিয়াছি, চিস্তা করিয়াছি। আমার সেই দীর্ঘকালের গবেষণালব্ধ জিনিস বিভিন্ন দিক দিয়া পরিমার্জিভ ও পরিবর্জিভ করিয়া কলিকাভা বিশ্ববিভালয়ের হাতে অর্পণ করিলাম।

এই বক্তৃতাগুলির জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিভালয় আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাইয়া যে-ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন, সেই জন্ম বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্মবাদ জানাইতেছি।

আমার বন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র (Mayor), কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ট্রেজারার (Treasurer) বর্তমানের এই বক্তৃতাগুলির ব্যাপারে সবদিক দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বন্ধুকে ধ্যাবাদ দিতেছি। শুধু ধ্যাবাদ নয়, আন্তরিক অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

'আচার্য্য শ্রীঅবৈত'-এর পাণ্ডলিপি আমার মেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী অনিলা দাশগুগু এম-এ আমার দেওঘর থাকাকালীন লিখিয়া দিয়াছে। 'শ্রীসনাতন গোস্বামী'-র পাণ্ড্লিপি আমার স্নেহভাজন শ্রীবিমল দত্ত (পালিত লেবরেটরী, সায়েন্স কলেজ) লিখিয়া দিয়াছে।—তজ্জ্যু উভয়কে ধ্যুবাদ দিতেছি।

আমার পরম স্নেহভাজন গ্রীমান্ স্থাংশু দে এই গ্রন্থের সমস্ত প্রুক্ত দেখিয়া দিয়া আমার বিশেষ ধক্তবাদের পাত্র হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের রামতকু লেকচারার, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমার ছয়টি বক্তৃতায় সভাপতিছ করিয়াছেন এবং বক্তৃতা সমাপনাস্তে শেষের দিন আমার বক্তৃতাগুলির যে-রূপ উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১১/১৩ কালীচরণ বোব রোড কলিকাভা-২ ১ং।৮াংণ

গ্রন্থ

সূচীপত্র

1 2 1

আচাৰ্য্য শ্ৰীঅবৈত

नः १--२३

জন্ম—শান্তিপুর আগমন—বিভাশিক্ষা, ১॥ মাধবেজ্রপুরীর সহিত
সাক্ষাৎ, ৪॥ শান্তিপুরে শ্রীতাহৈত ও মাধবেজ্রপুরী, ৫॥ যবন
হরিদাসের আগমন, ৬॥ পাবত্তিগণ কর্তৃক শ্রীতাহৈতকে সামাজিক
নির্যাতন, ৮॥ অহৈত ও যবন হরিদাসের ভক্তিতে শ্রীটেতক্ত
ক্রন্থের অবতার হইলেন, ৯॥ ক্রন্থ-অবতারের প্রয়োজন, ১১॥ নিমাইয়ের জন্ম, ১৪॥ শ্রীতাহৈত ও শিশু-নিমাই, ১৪॥ গ্রায়
হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অহৈতের সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ, ১৫॥ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমন, ১৭॥ অহৈতের
মাথায় নিমাইর চরণ, ১৯॥ শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাইয়ের
অভিবেক, ২১॥ চাদ কাজীর বাড়ী লুঠনে সর্বাত্যে শ্রীতাহৈত,
২০॥ নিমাইয়ের সন্মান গ্রহণ, ২৪॥ শ্রীতাহৈত সমর্থন করিলেন
না, ২৪॥ 'ক্রশ্রের বৈরাগ্য কেন করে', ২৪॥ শ্রীতাহৈত ও
রামানন্দ, ২৫॥ তরজা প্রহেলিকা, ২৬॥ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের
প্রচার, ২৭॥ মহাপ্রভুর তিরোভাব, ২৯॥

11 2 11

ঠাকুর হরিদাস

পৃঃ ৩১—৬০

জন্ম, ৩০ ॥ শান্তিপুরে অবৈতের সহিত মিলন, ৩৪ ॥ হরিদাসের মন্তক মৃগুন ও বৈঞ্চব-বেশ ধারণ, ৩৪ ॥ লক্ষ্টীরা বেখার উদ্ধার, ৩৬ ॥ সেই বেখা প্রসিদ্ধ বৈশ্ববী হৈলা পরম মোহান্তি', ৩৮ ॥ নাম-জপের ফল কী, ৩৯ ॥ অবৈত ও হরিদাসের ভজিতে শ্রীচৈতন্তের ক্রম্বং-অবতার হওয়া, ৪১ ॥ শ্রীঅবৈতের উপর পাষ্ঠি-গণের সামাজিক নির্যাতন, ৪১ ॥ অবৈতের নববীপে টোল, ৪২ ॥ জগনাথ মিশ্রের মৃত্যুর সময় হরিদাস নববীপে, ৪৩ ॥ বৈশ্বব-ধর্ম গ্রহণ করায় হরিদাসের বিচার, ৪৪ ॥ বাইশ-বাজারে হরিদাসের বেজদণ্ড, ৪৬ ॥ 'শ্রীমৃর্জির দেবা হইতে মোহান্ডের সেবা বড়',

৪৯ ॥ মহাপ্রভ্র আজ্ঞার বৈক্ষব-ধর্মের প্রথম-প্রচারক শ্রীপাদ
নিত্যানন্দ ও ববন হরিদাস, ৪৯ ॥ জগাই-মাধাই উদ্ধার, ৫০ ॥ চাঁদ
কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুঠন, ৫০ ॥ মহাপ্রভ্র কানাইরের
নাটশালার আগমন, ৫০ ॥ বহু প্রতিভার একত্ত সমাবেশে গৌড়ীয়
বৈষ্ণব-ধর্মের অভ্যুদয়, ৫১ ॥ বৈষ্ণব-ধর্ম একটা বিজ্ঞাহের
ধর্ম, ৫১ ॥ 'নীচ শুল্র দারা করে ধর্মের প্রকাশ' এবং 'হরিদাস
দারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ', ৫২ ॥ বহুমুখী বিভিন্ন বহু-প্রতিভার
সমন্বয়-ভূমি মহাপ্রভ্র ব্যক্তিত্ব, ৫৪ ॥ হরিদাসের নির্বাণ,
৫৭ ॥ হরিদাসের মহোৎসবের জন্ম মহাপ্রভূ নিজে আঁচল পাতিয়া
ভিক্ষা চাহিলেন, ৫১ ॥

1 0 1

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু

नः ७५-- ३०२

বোড়ণ শতাব্দীর প্রথমপ্রভাত, ৬০ ॥ গৌরচক্র প্রকাশ হইবার शृदर्भ वांडनारमण्यत्र विভिन्न ज्ञारन व्यत्नक व्यतिक विक्य हिरमन, ७৫ । निजानत्मत्र नवदील जानमन, ७१ । जन्म, ७৮ । वादा বংসর বয়সে গৃহত্যাগ—কুড়ি বংসর ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ, ৭০ ॥ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতক্ত চরিত্রের তুলনা, ৭০ ॥ তীর্থ ভ্রমণের নাম ও ক্রম নির্দেশ, ৭১॥ মাধবেন্দ্র পুরী, ৭০॥ নিভ্যানন্দের নবন্ধীপ আগমন, ৭৫ ॥ নন্দন আচার্য্যের ঘরে নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্মের মিলন, ৭৬ ॥ শ্রীচৈতন্মের সংগঠন-শক্তি, ৭৭ ॥ শ্রীবাসের বাডীতে শ্রীচৈতক্সের অভিষেক, ৭৭॥ নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রথম-व्यात्रक, १२ ॥ क्यारि-माधारे छेकात, १२ ॥ क्यारि-माधारे छेकादत নিত্যানন্দের স্বাতন্ত্র্য পরিষ্টুট হইল, ৮২ 🛭 চাঁদ কাজীর বাড়ী পুর্থন, ৮২ । ঐতিচতক্তের সন্মাস, ৮২ । মহাপ্রভুর রামকেলি কানাইয়ের নাটশালায় আগমন-রূপ-সনাতনের সহিত গোপনে মিশন, ৮৫ ৷ মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচারের ব্দম্য প্রেরণ করিলেন, ৮৬ । ব্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভূর মূর্তি পৃড়িয়া পূজা করিবার আদেশ দেন, ৮৭ । বৈক্ষব-সমাজে জাতিভেদ नाई, २० । निजानन गाँउ हाकात वोक क्रांफा-निकार नीका

দিয়া বৈক্ষব-স্থাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, ৯০ । পানিহাটিতে রাঘব পশুতের ভবনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিবেক, ৯১ । নিত্যানন্দ কর্তৃক সংকীর্জন ও মহোৎসব, ৯১ । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের চরিজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অভিবোগ, ৯৩ । মহাপ্রভুর উত্তর, ৯৪ । অকিঞ্চন সমরস, ৯৬ । যুগলরস ও অকিঞ্চন সমরসের সমন্বর, ৯৬ । মহাপ্রভুকে আচার্য্য অবৈতের তরজা প্রেরণ, ৯৭ । এই ভরজা নিত্যানন্দের প্রচারের বিক্ষকে কটাক্ষ কি-না, ৯৭ । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের কাল, ৯৮ । বোড়শ ও সগুদশ শতান্ধীর প্রচার, ৯৮ । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিবাহ, ৯৮ । 'চৈডেক্স বৈকুণ্ঠ গোলা জম্বুনীপ ছাড়ি', ১০১ । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের হিবাহ, ১৮ । 'চৈডক্স বৈকুণ্ঠ গোলা জম্বুনীপ ছাড়ি', ১০১ । শ্রীপাদ নিত্যানন্দের হিবাহ, ১৮ । 'চেডক্স বৈকুণ্ঠ গোলা

11 8 11

রায় রামানন্দ

र्यः ১०७—১७२

মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমনের সময়ের অবস্থা, ১০৬ । সার্বভৌম কর্ত্ত্ব মহাপ্রভূর নিকট রায় রামানন্দের পরিচয়, ১০৮ । রামানন্দ রাষের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম-মিলন, ১০৮। রাষের সহিত সাধ্য-সাধন সম্পর্কে প্রভুর কথোপকথন, ১১১॥ 'রায় কছে ইহার আগে পুছে হেন জনে—এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভূবনে', ১১৩। কুঞ্জের স্বরূপ, ১১৪। মহাভাবচিস্কামণি রাধিকার স্বরূপ, ১১৫ ॥ কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব—'ন্তবকিনী' দৃষ্টি, ১১৬ । স্থীভাব, ১১৯ । 'শ্রামগোপরূপ', ১২২ । শূম রুফতত্বতের হইলে গুরু হইতে পারে—রায়কে প্রভূ গুরুর আসন দিতেছেন, ১২৪। ত্রিমন্দনগরে বৌদ্ধদের সহিত প্রভূর শাল্প-বিচার, কালভেদে বৌদ্ধধর্ম্বের বিভিন্ন **১२० । तम्मदाख्या** ১২৬ ॥ भक्रताहाम ও বৌদ্ধ भृक्षवान, ১২१ ॥ शैनशान ও यहायात्न প্রভেদ, ১২৮ । বৌদ্ধ সহজ্ঞবান ও সহজিয়া সাধক-সাধিকা, ১২৯ । রায় রামানল-কথিত স্থী-ভাবই বৌদ্ধ স্ইজিয়া ধর্ম-কেবল রূপান্তর হইয়াছে মাত্র, ১৩১ । বৌদ্ধ সহজিয়া ও সধী-ভাব একবস্তু নয়, ১৩২ ।

N & 1

এরপ গোমামী

d: >00->00

মহাপ্রভূর রামকেলি আসিবার উদ্দেশ্য কী, ১০৮ । প্রতাপরুক্ত ও
মহাপ্রভূ, ১০৯ । ত্রিবাছর-অধিপতি রুক্তপতি ও মহাপ্রভূ,
১৪০ । মহাপ্রভূর রামকেলি আগমন, ১३২ । ছসেন শা'ও কেশব
ছত্ত্রী, ১৪০ । ছসেন শা'ও দবীর খাস্, ১৪৪ । শ্রীসনাতনকেই
সাকর মল্লিক ও দবীর খাস্ এই ছই নামে অভিহিত করা
হইতেছে—শ্রীরূপ সর্ব্বত্তই রূপ নামে আখ্যাত হইতেছেন,
১৪৯ । প্রয়াগে মহাপ্রভূর সহিত শ্রীরূপের বিতীয়বার মিলন,
১৫০ । শ্রীরূপের বৃন্দাবনে অবস্থান, ১৫৬ । শ্রীরূপের নীলাচলে
আগমন, ১৫৬ । বিদশ্বনাধ্ব ও ললিত্যাধ্ব নাটক, ১৫৮ ।

11 9 11

শ্রীসরাত্তন গোস্বামী

পঃ ১৬১—১৯৯

হুসেন শাহ, ১৬৪ ॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী কে, ১৬৫ ॥ হুসেন শাহের হিন্দু কর্মচারিগণ, ১৬৫ । নীলাচলে মহাপ্রভুকে সনাতন গোস্বামী কতকগুলি চিঠি দিয়াছিলেন, ১৬৭। ছসেন শাহ ও কেশব ছত্রী, ১৬৮ । ছসেন শাহ ও দবীর খাস্, ১৬১ । ছসেন শাহ মহাপ্রভুকে ধ্রিয়া আনিবার হকুম দিয়াছিলেন, ১৭০ ॥ রূপ-সনাতনের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, ১৭১ । রামকেলি হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, ১৭২ ॥ হুসেন শাহ আচম্বিতে সনাতনের বাড়ী আসিলেন, ১৭৪॥ হসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিলেন, ১৭৪ ॥ স্নাত্ন কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন, ১৭৬ ॥ কাশীতে স্নাতনের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, ১৭৮ ॥ স্নাতনকে শিক্ষাদান गटनाविक्कान-मन्त्रक, ১৭२ ॥ मयस—अक्टिएय—अट्याकन, ১৮० ॥ অৰতারত্ব সম্পর্কে মহাপ্রভুর চরিত্রে পরপর হুইটি ভাব দেখা যায়, ১৮৩॥ ঐশহাতত্ত্ব, ১৮৫॥ মাধুর্যাতত্ত্ব, ১৮৬॥ ঈশ্বরের প্রকাশ মহুন্ত-লীলাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ, ১৮৮ ৷ বৈধী ও রাগাহুগা ভক্তি, ১৯২ ৷ মহাপ্রভুর ধর্মের নীতিবাদ বৌদ্ধ-পর্ম হইতে গৃহীত কি-না, ১৯২ ॥ ব্নাত্নের আত্তিতার সহল—মহাপ্রভুর নিষেণ, ১৯৮ ॥

थामरा आजाः ठ

[জন্ম—১৪৩৫ খঃ ॥ মৃত্যু—১৫৫• খঃ॥ ১১৫ বৎসর]



॥ আচাৰ্য্য শ্ৰীষ্ঠেত ॥

"ভারতবরষে নাহি আচার্য্য সমান।"

শ্রীচৈতত্মের জন্মের (১৪৮৬ খৃঃ) অর্জশতান্দী পূর্বের শ্রীঅবৈত জন্মগ্রহণ করেন (১৪৩৫ খৃঃ)। শ্রীঅবৈতের প্রথম অর্জশতান্দীর জীবন-ইতিহাস না-জানিলে, না-ব্রিলে পরের অর্জশতান্দীর—শ্রীচৈতত্মের সমকালীন (১৪৮৬—১৫৩০ খৃঃ) জীবন-ইতিহাস বুঝা যাইবে না। এবং শ্রীচৈতক্মলীলায় শ্রীঅবৈত কোন্ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথায়থ নিরূপণ করা যাইবে না।

শ্রীহট্ট জেলার লাউর পরগণায় নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকুবের তর্কপঞ্চানন। মাতার নাম লাভাদেবী। বাল্যকালে শ্রীঅদ্বৈতের নাম ছিল কমলান্দ্র। জন্ম—শান্তিপুর ১২ বংসর বয়সে কমলান্দ্র শ্রীহট্ট (ছিলেট) হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। প্রথম তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। বড়দর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পর কমলান্দ্রের পিতানাতা নৌকাযোগে ('তরী আরোহিয়া') শান্তিপুর আসিয়া উপনীত হইলেন। কমলান্দ্রের পিতা—

"কুবের কছে বাছা কিবা করিশা পঠন। প্রাস্তু কছে ষড়দর্শন সমাপ্তোপক্রম। কুবের কছে পড় এবে বেদ চারিখান।" —(ঈঃ নাঃ—পঃ ২২)

ক্মলাল্ম ছই বংসরে চারিখানি বেদ পাঠ সমাপ্ত করিলেন ('বর্ষন্তমে বেদশাল্ল পড়ে সমুদয়')। বেদ পাঠ সমাপন করিয়া বেদ- পঞ্চানন উপাধি লাভ করিয়া নিজ্বরে চলিয়া আসিলেন। তারপর ১০ বংসর বয়সে কমলাক্ষের পিতা পরলোক গমন করিলেন। পিতার পরলোক গমনের পর কমলাক্ষ তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। বছ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তবে 'মধ্বাচার্য্য স্থানে প্রভূ উত্তরিলা'। সেখানে শাণ্ডিল্যসূত্রে আর নারদসূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যান শুনিয়া তাঁহার চিডে

মাধবেন্দ্রপুরীর বহিত বাক্ষাৎ প্রেম উদ্দীপন হইল। ঠিক এই অবস্থায়
মাধবেক্সপুরীর সহিত তথায় কমলান্দের
দৈবযোগে সাক্ষাৎ হইল। বৈঞ্বদিগের

চারি শাখার মধ্যে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় অক্সতম। এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পুরুষ মাধবেন্দ্রপুরী। কিন্তু পুরী, গিরি, ভারতী— ইহারা শঙ্কর বেদান্ত মতে সন্মাসী। অতএব মাধবেন্দ্রপুরী শঙ্কর বেদাস্ত মতে সন্মাসী হইয়াও পরে পুনরায় মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের একজন ভক্তিপন্থী পরম বৈষ্ণব। মাধবেন্দ্রপুরী সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন: "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘ দেখিলেই তিনি হন অচেতন ॥" ইহা পদাবলীর চণ্ডিদাসে শ্রীরাধিকার পুর্বেরাগের কথা স্থরণ করাইয়া দেয়—"কেন মেঘ দেখে রাই অমন হলি।" মাধবেন্দ্রপুরী কমলান্দ্রের পরিচয় লইয়া জীমদভাগবত, মধ্বাচার্য্য ভাষ্য আরও বিস্তার করিয়া শুনাইলেন। माध्रतक्रभूतीरक विलालन यः आमि यथारनरे यारे मिर्शनिर पिथ 'ক্লেচ্ছাচার'; "কৈছে জীবোদ্ধার হইব না পাঁও সন্ধান।" "পুরী কহে কমলান্দ্র তুমি দয়ানিধি। জগতের হিত লাগি ভাব নিরবধি॥" তবে এক্ষণে সাক্ষাৎ পরত্রন্ধের আবির্ভাব বিনে জীব-উদ্ধার সম্ভব নয়। পুরী অনন্ত সংহিতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"এীকৃষ্ণ গৌর রূপে নবদ্বীপে হইব অবতীর্ণ "।

ভারপর কম্লাক্স মিথিলা ভ্রমণ করেন। সেখানে, কথিত আছে, বিভ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন বিভ্যাপতির বয়স ৭০ বংসর হইবে।

ভারপর একদিন ঞ্জীমাধবেক্ত শান্তিপুরে আসিয়া উদয় হইলেন।

কমলাক্ষ্ম মাধবেক্সের নিকট মন্ত্র লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র–রাজ লইল পুরীরাজ স্থানে"। এই
শান্তিপুরে শ্রীঅকৈত

মন্ত্র–রাজ অষ্টাদশ অক্ষরযুক্ত। গোপাল
ও

গাধবেক্সপুরী

তাপনী উপনিষদে এই মন্ত্রের বিষয় উল্লেখিত
হইয়াছে। পরে সন্মাসী মাধবেক্স কমলাক্ষকে

বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন—"কৃষ্ণার্থ সংসার কর বিবাহ করিয়া"। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈষ্ণব হইলেই সন্ন্যাস নিতে হইবে না। গৃহী বৈষ্ণবও সম্ভব। অশাস্ত্রীয় নয়।



[অনেকের মতে কেশবভারতীও মাধবে**ন্দ্রপু**রীর শিশু। কিন্তু তাহার যথেস্ট প্রমাণাভাব।]

ঈশান নাগরের মতে ১৪৫০ খুষ্টাব্দে হরিদাসের জন্ম হয়।
স্তরাং তিনি বয়সে শ্রীঅবৈত অপেক্ষা ১৫ বৎসরের ছোট—"বুড়ন
হইতে আইলা হরিদাস"। কিন্তু বুড়ন একটি গ্রাম নয়। ইহা
আধুনিক খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। এই পরগণার মধ্যে
সোনাই নদীর তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়।
জ্য়ানন্দ চৈতক্তমঙ্গলে হরিদাসের জন্মপল্লী সম্পর্কে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"বর্ণ নদীতীরে ভাটকলাগাছি গ্রাম"। সম্ভবতঃ ১৮ বৎসর বয়সে
হরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅবৈতের শিক্তম গ্রহণ করেন।
হরিদাসের আকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ঈশান নাগর লিখিয়াছেন—
"আজাত্মলম্বিত বাহু তেজঃপুঞ্জ কায়"। জ্য়ানন্দ লিখিয়াছেন—
"উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর"। হরিদাসকে ব্রাহ্মণসন্তান
সাব্যস্ত করিবার জন্ম উৎসাহী ব্যক্তিরা তাঁহার পিতা মনোহরের

শ্রীচৈতন্মদেব ও তাঁহার পার্যদর্গণ

নামের পরে চক্রবর্তী যোগ সম্প্রস্কের। কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে পাঠান বলিয়াই মনে হয়। কেননা, মোগল তখনও বাঙ্কায় আসে নাই। ভারতবর্ষেও নয়।

আচার্য্য অধৈত হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কোন্ জাতি, তুমি কী উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ ? "ব্রহ্ম হরিদাস কহে

যবন হরিদাসের আগমন মৃঞি ফ্লেচ্ছাধম"; 'তৃয়া পদ দর্শন' করিতে আসিয়াছি। হরিদাস স্পষ্ট নিজেকে 'ফ্লেচ্ছাধম' বিলয়া পরিচয় দিলেন। কাজেই তাঁহাকে

ব্রাহ্মণকুমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সঙ্গত নয়। অদ্বৈত বলিলেন তুমি এখানে থাকিয়া ধর্মশান্ত্র পড়, 'তবে সিদ্ধ হইব মনস্কাম'।

> তবে হরিদাস প্রস্তু অধৈতের স্থানে। ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে ॥ ক্রমে দর্শনাদি পড়ি ব্যুৎপত্তি। শ্রীমন্ত্রাগবত পড়ি পাইলা শুদ্ধভক্তি॥

> > —(कें: नाः-शृः १১)

যবন হরিদাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি।

তারপর অদ্বৈত হরিদাসকে বলিলেন-

ধর্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম। নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ।

—(ঈ: না:--পু: ৭২)

এত কহি তার মন্তকাদি মৃগুাইয়া।
তিলক তুলনী মালা দিলা পরাইয়া।
কটিতে কৌপীনডোর দিলেন বাদ্ধিয়া।
হরিনাম দিলা প্রস্কু শক্তি সঞ্চারিয়া।
গন্ধার গহরের পাঞা নাম চিস্কামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈক্ষবচূড়ামণি।

—(क्रे: नाः—**ๆ:** १७)

এখানে 'देवकवर्ष्णामि' वर्ष, यवन इतिमान। व्यक्षिण अहे

মুসলমান বৈশ্ববের নাম রাখিলেন 'ব্রহ্ম হরিদাস'। প্রাক্-চৈতক্ত বৈশ্বব যুগে আচার্য্য অবৈতের এই কার্য্য কত বড় ছংসাহস, তাহা যথার্থরূপে ধারণা করা যার না। মহাপ্রভ্ ১৫১৪ খঃ অক্টোবর মাসে রামকেলী (মালদহ জেলায় গৌড়ের নিকট গ্রাম) আসিয়া ছসেন শাহ'র ছই মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবীর খাসের সহিত যখন মিলিত হইলেন, তখন মন্ত্রী ছইজন বলিলেন: "ফ্রেচ্ছ জাতি, ফ্রেচ্ছ সঙ্গী, করি ফ্রেচ্ছ কর্ম্ম; গো-ব্রাহ্মণজোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।"—(চৈঃ চঃ— মধ্য, ১ম পঃ)। জন্মে তাঁহারা যাহাই হোন, কর্ম্মে ও জাতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ ফ্রেচ্ছ হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বীকারোক্তিতে অম্পুষ্টতা কিছুই নাই। মহাপ্রভ্ এই ফ্রেচ্ছ, জাতিচ্যুত ছই মন্ত্রীকে 'দোঁহা শিরে ছই হাত দিঞা' বৈষ্ণব ধর্ম্মে শুদ্ধি করিয়া লইলেন। বলিলেন— "আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপ সনাতন"। এই বৈষ্ণব ধর্মে মুসলমানকে দীক্ষা দেওয়ার কার্য্যে আচার্য্য অবৈত মহাপ্রভ্র অগ্রণী। মহাপ্রভ্ মথুরা-বন্দাবন ভ্রমণকালে (১৫১৫ খঃ) পাঠানদের বৈষ্ণব করিয়াছিলেন; "সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।"

তারপর সীতা ও ঞ্রী, হুই ভগিনীকে শ্রীঅদ্বৈত বিবাহ করিলেন—

"বিধিমতে ভাহড়ী হই কন্তা দান কৈলা।"

তারপরে একদিন হরিদাস আচার্য্যকে কহিলেন—

"অহে প্রাভূ আজ্ঞা দেহ বাঙ বিরলেতে। অবিশ্রাস্ত হরিনামায়ত আস্বাদিতে।"

হরিদাস বেনাপোলের গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সেখানে কৃটির বাঁধিয়া নির্জ্জনে তিনলক হরিনাম প্রতিদিন জপ করিতে লাগিলেন।

বেনাপোল হইতে লক্ষহীর। বেশ্মাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায়
শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন—"শ্রীপাদ শান্তিপুর আসি উদয় হইল।"
এদিকে—

ত্রীচৈতন্তবের ও ভাঁহার পার্বদগণ

গাৰন্তিগণ কৰ্তৃক শ্ৰীক্ষৈত্ৰক শাৰান্তিক নিৰ্ব্বাভন কুলীন বান্ধণগণ কহে প্রস্পারে ॥
হরিদাসের সন্ধ বদি না ছাড়ে আচার্য্য ।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্য ॥
আচার্য্য তাহাতে নাহি মনোযোগ কৈলা ।
প্রভূরে পাষ্ডিগণ বর্জন করিলা ॥
প্রভূ কহে ভাল ভাল অসংসন্ধ গেল ।
আমাতে খ্রীভগবান্দয়া প্রকাশিল ॥

—(ब्रे: नाः—পृ: ১००)

ইহা একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এরপটি না-হইলেই অস্বাভাবিক হইত। এবং অবৈত-চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ তিনি সন্ধাসী নহেন, জ্বীপুত্র লইয়া উত্তম গৃহস্থ। চারিদিকে কুলীন-আক্ষাণসমাজ, তার মধ্যে থাকিয়া মুসলমানের প্রতি এই উদারতা জাতিভেদভঙ্গকারী ভবিশ্রৎ বৈষ্ণব সমাজের পূর্ব্বাভাস। আচার্য্য অবৈত ইহার অগ্রদৃত। বৃন্দাবনদাস চৈতক্য ভাগবতে লিখিয়াছেন—

হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
মারে প্রত্যন্ত অন্ধ দেহ কোন প্রয়োজন।
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ।
অলৌকিক কার্য্য তোমা কহিতে পাই ভর।
সেই কুপা করিবে বাতে তোমা রক্ষা হয়।
—(চৈ: ভা:)

প্রভ্যান্তরে আচার্য্য অদ্বৈত বলিলেন—

আচার্ব্য কহেন তুমি না করিছ ভয়। সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়। তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন। এত বলি শ্রান্ধপাত্র করাইল ভোজন।

—(চৈঃ ভাঃ)

ব্রাহ্মণের আদ্ধপাত্র মহাপ্রভু হরিদাসকে খাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অদৈতের খাওয়াইবার অনেক পরে।

এই পর্যান্ত প্রাক্-চৈতন্ত ঞ্জীঅত্বৈতকে আমরা পাইলাম। কিন্তু আরও একটু বাকী আছে।

শান্তিপুর থাকিতে এবং শ্রীচৈতন্তের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীঅদ্বৈত কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য—"হুদ্ধার করয়ে ঘনে ঘনে। হরিদাস প্রোমাবেশে করয়ে নর্ত্তনে॥"—(ঈঃ নাঃ)।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ক্ষণ অবতার লাগি করেন চিন্তন। বৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন। ক্ষণ অবতারিতে অবৈত প্রতিজ্ঞা করিলা। জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা॥

—(रेहः हः)

আবার অ্যাদিকে-

হরিদাস করে গোঁফায় নামসংকীর্ত্তন। ক্লম্ম অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন॥

—(¿5: 5:)

তারপরে—

হুইন্ধনের ভক্তো চৈতক্ত কৈল অবতার। নামপ্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥

—(চে: চ:—অস্ত্য, ৩য় প:)

এখানে চরিতামৃত স্পষ্টই বলিলেন বে—তুইজনের ভক্তিতে চৈতক্ত অবতার হইলেন।

একটি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিতে হইতেছে।

আীঅবৈত গঙ্গাজ্জ আর তুলসী দিয়া কৃষ্ণকে

হরিদাসের ভজিতে অবতীর্ণ করিবার জন্ম পূজা করিলেন। ঐ

ত্রীকৈড্য কৃষ্ণের তুলসী, জন্ম ও পুপাঞ্জলি গঙ্গায় নিক্ষেপ

ববতার হইলেন করিলেন। শ্রোভের বিপরীত দিকে ঐ

পুলাঞ্চলি উজান চলিতে লাগিল।

শ্ৰীঅধৈত—

কৃষ্ণ কৃপা মানি ধাঞা চলে তার সাথ । হরিনাম স্মরি হরিদাস পিছে ধার। পুশাঞ্চলি উপনীত হৈল নদীরার। প্রভু কহে শুন আর প্রিয় হরিদাস। এই গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র হইব প্রকাশ।

—(कें: नाः--शः ১०७)

নিমাই তথন শচীগর্ভে ছিলেন। গর্ভবতী শচীমাতা তথন 'গঙ্গাম্মানে আইলা'। সেই পুষ্পাঞ্জলি 'তান অঙ্গে হইলা স্থিতি'। আচার্য্য অদ্বৈত মনে বিচার করিলেন যে—এই গর্ভে 'কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট সম্ভবে'।

লোচন চৈতক্সমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে—গ্রীঅছৈত গর্ভবতী শচীমাতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। শচীমাতা আস্তেব্যস্তে অতিশয় কুষ্ঠিতা হইয়া পূড়িলেন। ঈশান নাগর ও লোচন ছাড়া অম্য কোন চরিতকার এইসব কথা লেখেন নাই।

শ্রীঅবৈত এই সময় নবদীপে 'টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া'। হরিদাসও সঙ্গে ছিলেন। স্থতরাং ১৪৮৫ খৃঃ শ্রীঅবৈত ও ঠাকুর হরিদাসের প্রথম নবদীপ আগমন—ধরিয়া লইতে পারি। শ্রীঅবৈত দিনে গীতা, ভাগবত, বেদ, শ্বৃতি টোলে পড়ান। রাত্রে হরিদাসের সঙ্গে হরিনামসংকীর্ত্তন করেন।

প্রীক্ষরৈত এই সময় নবদ্বীপে প্রাক্-চৈতন্ত বৈষ্ণব সমাজে নেতৃষ্
করিতেছিলেন। প্রীবাসাদি বৈষ্ণবেরা 'হুই দণ্ড থাকি অহৈত সভায়'
বে-যার-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহাদের
একত্রে মিলিয়া আলাপের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। প্রীবাসেরা
চারি ভাই নিশা হইলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করিতেন। দিনে
পারিতেন না। পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভীতি—এই হুই উচ্চৈঃস্বরে
হরিনামের বিরোধী। ক্রিভেভক্তর জন্মের অব্যবহিত পূর্কে পঞ্চদশ
শতাকীর শেষভাগে নবদ্বীপে উচ্চিঃস্বরে হরিণাম করা নিরাপদ

ছিল না। কেননা, 'মহাতীত্র যবন নরপতি' ইহা শুনিলে জ্বাতি প্রাণ কিছুই রাখিবে না। পাষণ্ডিরা শ্রীবাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার প্রস্তাব করিল। এই পাষণ্ডিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরাও ছিলেন। কেননা, "ব্রাহ্মণ ধ্রিয়া রাজা জ্বাতি প্রাণ লয়"।—(জ্য়ানন্দ, চৈঃ মঃ— নদীয়া খণ্ড, যবন উপক্রব)। যজ্ঞসূত্র কাঁধে দেখিলে আর রক্ষা নাই।

আচাৰ্য্য অবৈত এই কথা শুনিলেন।

শুনিয়া অবৈত কোধে অগ্নি হেন জলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ধ বৈষ্ণবেরে বোলে।
শুন শ্রীনিবাস গলাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ধ নয়ন-গোচর।
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
ব্বাইব কৃষ্ণ শুক্তি তোমা সবা লৈয়া।
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হইতে।
প্রকাশিয়া চারি ভূজ চক্র লইম্ হাতে।
পাষ্ণীরে কাটিয়া করিম্ স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মৃঞি তাঁর দাস।
এই মত অবৈত বলেন অফুক্রণ।
সংকল্প করিয়া পুজে ক্ষেত্র চরণ।

—(कि: जा:—जानि, २३ जः)

জয়ানন্দে পাই—যবনরাজ অত্যাচার। বৃন্দাবনদাসে পাই— তার প্রতিক্রিয়া। অধৈত এই প্রতিক্রিয়া।

ভিনটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম—শ্রীঅদ্বৈভ প্রাক্-চৈডক্স বৈষ্ণবদের আশ্বাস দিয়া বলিভেছেন যে, "করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন-

গোচর।" কৃষ্ণ আগমনের সময় হইয়াছে, কৃষ্ণ

কৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজন আসিবেন, আসিতেছেন। ২য়—আর একাস্তই যদি কৃষ্ণ না-আসেন, তবে আমিই কুন্ণের

অবভার হইব, "প্রকাশিয়া চারি ভূজ চক্র লইমু হাতে"। কেননা, পাষগুটাদলন আর যবনরাজভীতি দুরীকরণ—এই ছুই কার্য্যের কৃষ্ণের অবতার ও আগমন একান্ত প্রয়োজন। থম—প্রয়োজন বৃদ্ধাবনের কৃষ্ণকে নহে; মথুরা বা কৃষ্ণকেত্রের কৃষ্ণকেই অবৈত 'অবতারিবারে' আশা করিডেছিলেন, সঙ্কল্প করিডেছিলেন ও ছন্ধার করিডেছিলেন। ব্রিভঙ্গ মূরলীধরের হাতে বাঁলের বাঁশী তিনি চান নাই, চাহিয়াছিলেন চক্র—কংস শিশুপালাদি বধে, কৃষ্ণকেত্রের সমরাঙ্গনে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার্থে, এমন কি ভীম্মবধে সম্ভূত বিহাংবর্মী নিয়ত ঘূর্ণায়মান চক্র। আর চাহিয়াছিলেন, যবন-রাজভীতি দ্রীকরণ ও পাষতীর বিনাশ। ইহাই প্রথম সংকল্প। বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের কৃষ্ণের অবতার হওয়ার কারণ, তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু পূর্বের সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্য হইতেই পরিকার খ্লিয়া দেখাইয়াছেন। অপ্রাকৃত, অলোকিক বা অস্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছে না। 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী'র—নামগন্ধও অলৈতের প্রথম সংকল্প নাই।

নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে আচার্য্য অছৈত অগ্রগণ্য। নিমাই নিজমুখে বলিয়াছেন, 'ভারতবরষে নাহি আচার্য্য সমান' (—লোচন)। তিনি সর্বেশাস্ত্রবিশারদ। কৃষ্ণভক্তি তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি 'সিংহ' নামে খাতে।—

তুলসীর মঞ্চরী সহিত গন্ধাজলে।
নিরবধি সেবে রুষ্ণ মহা কুতৃহলে।
ছন্ধার করয়ে রুষ্ণ আবেশের তেজে।
সে ধানি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুঠেতে বাজে।
বে প্রেমের হন্ধার শুনিয়া রুষ্ণনাথ।
ভক্তিবলে আগনে সে হইলা সাক্ষাং।
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ২য় আঃ)

অবৈতের 'ছঙ্কারে' নিমাই কৃষ্ণের অবতার হইয়া জন্মিতেছেন। অক্টেড কৃষ্ণের অবতার চান। বিনা উদ্দেশ্তে চান না। জীবের

"বভাবে অবৈত বড় কারণ্য করর। জীবের উভার চিত্তে হইরা সময় ॥"

করুণা না-থাকিলে জীব-উদ্ধারের চিস্তা আসে না। অদৈত শুধু আচার্য্য নন, শুধু সিংহ নন। তিনি করুণার অবতার। সমস্ত লীলারই তিনি অগ্রাদূত। এই জীব-উদ্ধারের জন্ম কৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন। অদৈতের বড় আশা—

কথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। প্রথম কথা—চাই জীব-উদ্ধার।
দিতীয় কথা—চাই তার জন্ম দ্বাপরের কৃষ্ণের মত একজন শক্তিশালী
নেতা। নিমাইয়ের জন্মের পূর্বের বৈষ্ণব সমাজে এমনি একটা গুরুতর
প্রস্তাবনা চলিতেছিল। সেই প্রস্তাবনার নেতৃত্ব করিতেছেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আচার্য্য অদ্বৈত, যিনি 'সিংহ' নামে খ্যাত।

শুধু অবৈত নহেন, যবন হরিদাসও এই সময় কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্ম গোঁকায় বসিয়া নামসংকীর্তন করিতেছেন। অবৈত ও হরিদাস—একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। ইহারা ছইজনে একত্রে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। হরিদাসের চেষ্টাকে উপেক্ষা করিলে অপরাধ করা হইবে। কবিরাজ গোস্বামী হরিদাসের চেষ্টাকে অবৈতের চেষ্টার সহিত সমানভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।—

> কৃষ্ণ অবতারিতে অবৈত প্রতিজ্ঞা করিল। অল ভূলনী দিয়া পূজা করিতে লাগিল। হরিদান করে গোঁকায় নামসংকীর্জন।

ক্লফ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন। ছই জনের ভক্টো চৈতক্ত কৈল অবতার।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ৩**য়** প:)

ছুই জনের ভক্তিতে ঐতিচতক্ত কৃষ্ণের অবতার হুইলেন। নিমাই অবতার হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা যবন হরিদাসকে গোঁফায় বসিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতে দেখিতেছি। যবন হরিদাস অদ্বৈতের মতই একঙ্গন প্রাকৃ-চৈতক্ত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। তিনি আচার্য্য অদ্বৈতের একজন অমুগত শিশ্ব।

১৪৮৬ খৃ: শুক্লা ফাল্কনী পূর্ণিমায় নিমাই ভূমিষ্ঠ হইলেন।
নিমাইয়ের অগ্রন্থ বিশ্বরূপ আচার্য্য অছৈতের
টোলে গীতা পড়িতেন।

নিমাই যখন পাঁচ-ছয় বংসরের উলঙ্গ শিশু মাত্র, তখন নিমাই বিশ্বরূপকে ভোজনের জন্ম ডাকিতে আসিতেন।—

> রন্ধন করিয়া শচী বঙ্গে বিশ্বস্তরে। তোমার অগ্রন্তে গিয়া আনহ সত্তরে॥

'দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধৃলায়-ধৃসর' নিমাই, অবৈতের সভায় আসিয়া দাদাকে বলিতেন—

> ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী। জগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥

—(চৈ: ভা:—আদি, ৬ঠ অ:)

শিশু নিমাইকে দেখিয়া ঞ্রীঅদৈত বলিয়াছেন—"চিত্ত বৃত্ত হরে
শিশু স্থলর দেখিয়া"। স্থতরাং পাঁচ-ছয়
বংসর বয়সের উলঙ্গ নিমাইকে যে তিনি
নববীপে দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

ঠাকুর হরিদাস নিমাইর পাঠ্যাবস্থায় দশ বংসর বয়সে জগরাথ মিজের মৃত্যুসময়ে (১৪৯৬ খঃ) যে তাকে নবদীপে দেখিয়াছিলেন, ভাঁহারও প্রমাণ আছে।— গুদ্ধগৃহে গৌরাদ পৃত্তক লেখেন বথা। রড়দিয়া হরিদাস ঠাকুর গেলেন ভথা। হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুঁথি লেখ। তোমার বাপ অন্তর্জলে ঝার্ট গিয়া দেখ।

—(खद्यानम, कि: मः—नहीदा थए)

ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপে এক বৃক্ষের কোটরে বাস করিতেন— একথাও জয়ানন্দই বলেন। অতএব নিমাইর বাল্যকালে শ্রীঅদ্বৈত ও ঠাকুর স্থান্দক্তি আমরা নবদ্বীপেই দেখিতে পাই।

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া অতিশয় বিনয়ী বৈঞ্চব হইলেন।—শ্রীঅবৈতের কাছে এই খবর গেল। তিনি বলিলেন—
"বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া"। দান্তিক নিমাই যে সহসা এতটা

গন্না হইতে প্রত্যা-বর্জনের পর অবৈতের সহিত নিমাইমের সাক্ষাৎ বিনয়ী বৈষ্ণব হইবেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। গয়া হইতে ফিরিবার পরে নিমাইয়ের বিনয়ী স্বভাব ও বৈষ্ণবতা দেখিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—"পরম অভুত কথা,

মহা অসম্ভব। নিমাই পণ্ডিত হলো পরম বৈষ্ণব।"—(চৈ: ভা:—
মধ্য, ৬ঠ অ:)। ইহা ১৫০৯ খৃঃ জান্ময়ারী মাসের ঘটনা। তার্কিক
উদ্ধত নিমাই পণ্ডিতের বিনয়ী বৈষ্ণব হওয়া "পরম অন্তৃত কথা, মহা
অসম্ভব"। আচার্য্য অবৈত একেবারে নি:সন্দেহ হইতে পারিলেন না।
বলিলেন, "যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে। সভে আসিবে এই
বামনার হানে॥" সম্ভবতঃ নিমাই পণ্ডিত শ্রীঅবৈতের এই কথা
শুনিয়া থাকিবেন। কেননা, তিনি গদাধরকে সলে লইয়া সেই
বামনার হানে গেলেন। শ্রীঅবৈত তখন কৃষ্ণ অবতারিবার জন্ম
"বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন"। তখনকার অবৈতের বর্ণনা
এইরূপ (এই প্রসঙ্গে আমি আমার বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত্য'-তে
লিখিয়াছি)—

মহামন্ত সিংহ বেন কররে ছবার। ক্রোধ দেখি বেন মহা কর অবতার। এই 'মহারুক্ত অবতার' নিমাইকে দেখিবামাত্র— পাছ-অর্থ্য, আচনণী লই সেই ঠাঞি। চৈতন্ত চরণ পূজে আচার্থ্য গোঁসাঞি। গন্ধ, পূলা, ধূপ, দীপ, চরণ উপরে। পূন: পূন: এই শ্লোক পড়ি নমস্কারে।
—(চৈ: ভা:—মধ্য, ২য় অ:)

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" বৈদিক ধর্ম রক্ষারই একট। ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। আর তার সঙ্গে—'জগদ্ধিতায় জগতাং হিত সাধকায় নমো নমং'। বৈদিক ধর্ম রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ এখন জীব উদ্ধার কঙ্কন।

ব্যাপারটা অত্যম্ভ গুরুতর, অথচ অকস্মাৎ ইহা ঘটিয়া গেল। গদাধর বড়ই কৃষ্টিত হইয়া পড়িলেন। 'জিহ্বা কামড়াইয়া' আচার্য্যকে বলিলেন: "বালকেরে গোসাঞি এমত করিতে না জুয়ায়"। অদ্বৈতের কাছে নিমাই তো বালক মাত্র। আচার্য্য বলিলেন: গদাধর! 'বালক, জানিবে কথোদিনে।'

জ্ঞানিবার জ্বন্থ আর বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। অদ্বৈত ভবিশ্রংক্রস্টা। গদাধর তা নহেন। এইখানে উভয়ের পার্থক্য।

তারপর নিমাই ছইকর জুড়িয়া অদৈতকে নমস্কার করিয়া পদধ্লি লইলেন। ও কহিলেন—

অন্তগ্রহ তৃমি মোরে কর মহাশর।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চর।
ধন্ত হইলাম আমি দেখিরা তোমারে।
তৃমি রুপা করিলে সে রুঞ্চনাম ক্রে ।

—(চৈঃ জ্ঞাঃ—মধ্য, ২র জঃ)

অতৈত বলিলেন—"সভা হইতে তুমি মোর বড় বিশ্বস্তর"। আরো বলিলেন—"সর্ব্ব বৈক্ষবের ইচ্ছা ভোমারে দেখিতে। ভোমার সহিত ক্রুক্টার্ডন করিতে।" নিমাই স্থীকার করিয়া 'চলিলেন নিজবাসে'। ইহার ঠিক পরেই অদৈত নবদীপ ছাড়িয়া শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর হঠাৎ তাঁর নবদীপ ছাড়ার কারণ, বৃন্দাবনদাস বলেন—"পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস"।

অদ্বৈতের শান্তিপুরে গমন নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্ম।
পূর্ববর্ত্ত্বী নেতা পরবর্ত্ত্বী নেতাকে বিনা পরীক্ষায় কেবল ধূপদীপে
আরতি করিয়া নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। ইহাও অদ্বৈতের
অভিপ্রায়—নিমাই যে-বৈষ্ণব সমাজের নেতা হইতে যাইতেছেন,
আগে কিছুদিন কীর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করুন;
তাঁহারাও নিমাইকে দেখুক, নিমাই ও তাঁহাদের দেখুক। ইহা ১৫০৯
খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা।

ইহার পরে "আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ"। নিমাই পণ্ডিত থ্ব আড়ম্বরের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ফল ভাল হইল না। কীর্ত্তনের চীৎকারে পাষণ্ডীরা রাত্রে ঘুমাইতে না-পারিয়া দেয়ানে (রাজদরবারে) খবর দিয়া বৈষ্ণবদের ধরিয়া নিবার জত্ম আবেদন জানাইল। তখন নিমাই পণ্ডিত পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভরে মৃত্যুমান নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগকে তাঁহার অবতারম্ব জানাইতে আরম্ভ করিলেন। অবতারের প্রকাশ ক্রমশঃ হইয়া থাকে। শ্রীবাসের বাডীতে নিমাই পণ্ডিত একদিন নিজেই শ্রীঅধ্বৈতকে বলিলেন—

যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার।

—(हिः छाः—यथा, ১०व षः)

এই সময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে স্নাসিয়া
নিমাইর সহিত মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দ একাদিক্রেমে বিশ বংসর
ভারতের তীর্থগুলি শ্রমণ করিয়া বিক্রিশ বংসর
শ্রীপাদ নিত্যানন্দের
নবদীপ স্বাগমন
পণ্ডিত অপেক্ষা বয়সে স্বাট বংসরের বড়।
ভীর্ষশ্রমণকালে মাধ্বেশ্রপুরীর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয়।
মাধ্বেশ্রকে নিত্যানন্দ গুরুর মতন দেখিতেন। স্কুতরাং নিত্যানন্দ

শ্রীঅবৈতের গুরুভাই। দেখা যাইতেছে যে, প্রাক্-চৈতক্ত বৈষ্ণব-প্রধানেরা মাধবেক্স হইতেই প্রেরণা পাইতেছেন। কেননা, "গৌরচক্র ইহা কহিয়াছেন বার বার। ভক্তিরসে আদি মাধবেক্স স্ত্রধার॥" নিমাই, ।নভালন আগমনের পরেই রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুর শ্রীঅবৈভ∈ে আনিবার জন্ম পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, "নির্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন। যে কিছু দেখিলা ভারে কহিও কথন॥" আরও বলিয়া দিলেন—

> আমার পূজার সজ্জ উপহার লৈয়া। ঝাট আসিবারে বোল সন্ত্রীক হৈয়া॥

> > —(कि: जा:—यशा, ७ई ' रः)

রামাই শাস্তিপুর গিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন—

বাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্সন। বাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন। বাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপাস। সে প্রভূ ভোমার লাগি হইলা প্রকাশ।

—(हिः छाः—यशा, ७ई षः)

কী স্থূন্দর বর্ণনা! অবৈত আসিলেন।—

দূরে থাকি দগুবং করিতে করিতে। সন্ত্রীক আইসে ন্তব পড়িতে পড়িতে॥

—(कि: जा:- मधा, क्रंब प:)

অবৈতের সম্মুখে নিমাইর এক মহা জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখা গেল—"জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর"। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মত অবৈত জ্যোতির্ময় একটা বিরাট প্রকাশ দেখিলেন। নিমাই বলিলেন—

> দেখিয়া জীবের ত্বংখ না পারি সহিতে। আমারে আনিলে সর্ব্ব জীব উদারিতে। —(চৈ: জা:—মধ্য, ৬ঠ জ:)

পুন: পুন: বলা হইভেছে, জীব উদ্ধারের জক্তই এই অবতার। সেদিনের নবদীপ, সেদিনের বাংলা তাই বলিয়াছিল—যদিও উড়িয়া বা বুন্দাবন পরে অক্সরকম কথা বলিয়াছে। অবৈত বলিলেন—

> মোর কিছু শক্তি নাই, ডোমার করুণা। ডোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন জনা ?

> > —(हे: जा:-मश्र, ७ई पः)

ঐতিহাসিক বিকাশে জীব-উদ্ধারই লীলার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। কভেসাহ্ (১৪৮২-১৪৯০ খঃ)—মোজাফর সাহ্ (১৪৯৫-১৪৯৯ খঃ)—ছসেন সাহ্ (১৪৯৯-১৫২০ খঃ, ষ্টুরার্ট)-শাসিত বাংলায় ইহা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত, এবং ইতিহাসের পটে প্রত্যক্ষ জীবস্ত চিত্র। এ চিত্র বৃন্দাবনদাস ছাড়া আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই। তাঁহারা কথা বলিয়াছেন, ছবি আঁকেন নাই।

অদৈত পুনরায় 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় জ্বগদ্ধিতায়' স্তব পড়িলেন। নিমাই 'চরণ তুলিয়া দিল অদৈতের মাথায় অদৈত মাথায়'। নিমাইব চরণ

কি অসম্ভব কাণ্ড! কিন্তু নিমাই-চরিত্র বিকাশের পথে ইহাতে কোনই অসঙ্গতি দেখা যায় না। বুন্দাবনদাস যথাযথ বর্ণনাই করিয়াছেন। কেননা, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নিজ্যানন্দ ও নিজমাতা নারায়ণীর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই এখন কৃষ্ণ। অদৈতের মাথায় পা না-দিলে বুঝা যাইত যে, তিনি নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না। স্থতরাং অপরে করিবে কেন? আবেশের সময় নিমাই নিজেকে কৃষ্ণ অথবা যে-কোন অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তিনি মিথাা বলেন নাই। অথবা, কবি মিথাা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

তারপর নিমাই অধৈতকে নৃত্য করিতে বলিলেন। নৃত্য উল্লাসের প্রকাশ। অধৈত নাচিলেন— ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ি গড়ি যার।
ক্ষণে ঘন খাস বহে, ক্ষণে মুর্চ্ছা পার ।
ধাইয়া ধাইয়া যায়, ঠাকুয় পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ক্রকুটি করি হাসে ।

—(कि: जाः—मधा, ७ई जाः)

নিমাই নিজের গলার মালা অদৈতকে দিয়া বলিলেন । তুমি আমার নিকট বর চাও—"আপন গলার মালা অদৈতেরে দিয়া। বর মাগো বর মাগো বলেন হাসিয়া।" অদৈত বলিলেন : আর কীবর চাহিব, আমার চিরতরে যা অভীষ্ট তা সমস্তই পাইলাম। কেননা, আমি "সাক্ষাতে দেখিয় প্রভূ তোর অবতার"। ইহাই তো অদৈত এতদিন চাহিয়াছিলেন। তথাপি নিমাই তাহার ভবিশ্বৎ কার্য্য সম্বন্ধে আভাস দিলেন—

ব্রহ্মা ভব নারদাদি যারে তপ করে। হেন ভক্তি বিলাইমূ কহিছ তোমারে॥

—(कि: जाः—यथा, ७ वा:)

অধৈতের নিকট ভবিষ্যৎ-নেতা তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির আভাস দিলেন। অধৈত বলিলেন: শুধু তাতেই হইবে না।—

আৰৈত বলবে যদি ভক্তি বিলাইবা।

শ্বী শৃক্ত আদি যত মূর্থেরে সে দিবা।
বিভাধন কুল আদি তপস্থার মদে।
ভোর ভক্ত ভোর ভক্তি যে যে জন বাধে।
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মকক পুড়িয়া।
আচগুলে নাচুক ভোর নাম গুণ গাইয়া।

—(हिः छोः—मधा, ७ई षः)

প্রভূ বলিলেন—'সভ্য যে ভোমার অঙ্গীকার'। বৃন্দাবনদাস বলিভেছেন যে, এই কথার 'সাক্ষী সকল সংসার'। কেননা— চণ্ডালাদি নাচরে প্রভুর গুণগানে। ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে।

—(किः जाः—वधा, ७ई जः)

নিমাই-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-আন্দোলন ব্রাহ্মণদের জক্ম হয় নাই।
ব্রাহ্মণেরা যেসকল জাতিকে অস্পৃষ্ঠ বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল,
এ আন্দোলন তাদেরই জক্ম হইয়াছিল। অকস্মাৎ আকাশ হইতে
আন্দোলন নবদ্বীপের মাটিতে পতিত হয় নাই। ইতিহাসের
প্রয়োজনে ইহা তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছে। যবনরাজ ও ব্রাহ্মণ
—এ তুইয়ের নিম্পেধনে এই আন্দোলন জন্মলাভ করিয়া, একটা
বিদ্রোহের আকারে ইতিহাসের পথে তাহার জয়য়াতা শুরু করিয়াছে।
বাঙলার বোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের ইতিহাস ও নিমাইয়ের
অন্তত নবদ্বীপলীলা, ইহার সাক্ষী।

তারপর ঞ্জীবাসের বাড়ীতে নিমাইয়ের খুব আড়ম্বর করিয়া
অভিষেক হইল। ইহা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার
শ্রীবাসের বাড়ীতে
নিমাইয়ের অভিষেক
বরে ছাতি। জাের করে অদ্বৈত সম্মুখে করে
স্থিতি॥" নিমাই বলিলেন: আমার অভিষেক-গীত গাও। 'গাওয়া
হইল।

চন্দ্রশেখর-ভবনে নাটকাভিনয়ে মহাপ্রভু করিণীবেশে রত্য করিলেন। এই নাটকাভিনয়ের পর অদৈত আবার শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। অদৈতের প্রতি নিমাইয়ের গুরুবৃদ্ধি দ্র হয় না— মাথায় পা দিলে কী হইবে! ইহাই অদ্বৈতের আক্ষেপ। অদৈত শান্তিপুর গিয়া আবার জ্ঞানপথে শান্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ইহাও নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্ম। জ্ঞানপথ ছাড়িয়া ভক্তিপথে প্রচার করিতে হইবে—ইহাই প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত। ইহা জানিয়াও অদৈত বিক্লছাচরণ আরম্ভ করিলেন। নিমাই বৃশ্বিতে পারিয়া আবার শান্তিপুর আসিলেন।— মোহেরে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাকিয়া। এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া।

—(চৈ: ভা:—নধ্য, ১৯শ আ:)

নিমাই অদৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড় অদৈত বলিলেন—জ্ঞান বড়। আর যাবে কোথায়!—

> পিড়া হইতে অধৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া।

অবৈতগৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিলেন—

বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাথ রাথ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় কর এত অপমান॥

—(চৈ: ভা:—মধ্য, ১৯শ অ:)

ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞান চর্চায় অদ্বৈতের এই শাস্তি। অদ্বৈত ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত; অজ্ঞানী ভক্ত নহেন। কেননা, ইচ্ছামাত্রই তিনি ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানপথে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইহা প্রশিধানখোগ্য।

আবেশ-ভাবের নিমাই-চরিত্রের সহিত এই ঘটনা কিছুমাত্র অসংলগ্ন বা অসঙ্গত হয় নাই। তারপর নিমাই বলিলেন—

আরে আরে কংস যে মারিল সেই মুঞি।

—(চৈ: ভা:—মধ্য, ১৯শ অ:)

অদৈত সুন্দর উত্তর দিলেন। বলিলেনঃ আমি ছুর্বাসাও নহি যে শাপ দিব, আর ভৃগুও নহি যে তোমার বুকে লাখি মারিব। "মোর নাম অদৈত, তোমার শুদ্ধ দাস।"

অবৈত-চরিত্র বিকাশের জন্ম এ-প্রহারের প্রয়োজন ছিল।
অথচ ভক্তিপথে শান্ত্র ব্যাখ্যায় বাঙলায় আচার্য্য অবৈত, যেমন
দাক্ষিণাত্যে ছিলেন রামামুজ । তারপরে—

অবৈত কান্দরে ঘুই চরণ ধরিয়া। প্রাকু কান্দে অবৈতেরে কোলেতে করিয়া।

—(हि: छा:--मशु, ১৯শ जः)

নিমাই অবৈতকে লইয়া নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলেন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত প্রীত্মহৈতের কথামত নির্বিত্তের আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইতে পারেন নাই। গৌড়েশ্বর যবনরাজ এবং তাহার উৎসাহী কর্মচারিবৃন্দ ইহাতে বাধা দিয়াছিল। পাষণ্ডীরা বড়যন্ত্র করিয়া কাজীকে সংবাদ দিল যে—নিমাই পণ্ডিত আমাদের হিন্দুধর্ম সমস্ত নষ্ট করিল, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া শায়েজা কর। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়। মৃদক্ষ মন্দিরা শশ্ব শুনিবারে পায়॥ কাজী বলে ধর ধর আজি কর কার্যা। আজি বা কী করে তোর নিমাই আচার্য্য॥ যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে। ভালিল মৃদক্ষ অনাচার কৈল দ্বারে॥"

অতএব, চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণের কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। বৈষ্ণবেরা আসিয়া নিমাই পশুভকে বলিল: "নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে"। নিমাই সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিলেন।—

প্রভূ বলেন নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈঞ্চবের স্থান॥
সর্ব্ধ নবদ্বীপে আজি করিমূ কীর্দ্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি কাজীর পোড়াঙ ঘর দ্বার।
কোন কর্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥

—(চৈ: ভা:—মধ্য, ২৩শ আ:)

ঠিক হইল যে—"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাঞি"।
তাঁহাকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায় গাইবেন। মধ্যে নৃত্য করিবেন
হরিদাস। তাঁহাকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায়
চাঁদ কাজীর বাড়ী দুর্চনে
সর্বাগ্রে ঞ্রিঅবৈত
গাইবেন। "তবে নৃত্য করিবেন ঞ্রীবাস
পণ্ডিত।" তাঁহাকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায়
গাইবেন। "সকল পশ্চাতে প্রভূ গৌরাঙ্গ স্কুন্দর—নিত্যানন্দ গদাধর
বার ছই পাশে।"

আচার্য্য অহৈত এই শ্বরণীয় অভিযানের সর্বাত্তা, পুরোভাগে।

আর ঠিক তার পশ্চাতেই যবন হরিদাস—যিনি যবনরাজ কর্তৃক বাইশবাজারে চাবুকের আঘাত সহ্য করিয়া বৈষ্ণব-আন্দোলনের প্রথম শহীদ। প্রীঅজৈতের বয়স তখন ৭৫ এবং হরিদাসের বয়স তখন ৬০ বংসর। আর নেতৃত্ব করিতেছেন যে তেজস্বী যুবক, তাঁর বয়স ২৪ বংসরও পূর্ণ হয় নাই।

নিমাই পণ্ডিত গয়া গিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর শিশু ঈশ্বর পুরীর নিকট দশ অক্ষর গোপীমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এইবার তিনি কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্মাসগ্রহণে নিমাইয়ের সন্মাস কুতসংকল্প হইলেন। ভক্তেরা গ্ৰহণ আপত্তি করিলেন। শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার তো কথাই নাই। গদাধর পণ্ডিত নিমাইকে বলিলেন, "তোমার যে মত বেদের সে মত নহে"—ইহা অশান্ত্রীয়। 'তোমার মত'-এ কি গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই ? শ্রীষ্ণদৈত শ্রীবাসাদি সকলেই তো গৃহী বৈষ্ণব। সন্মাসী কেহই নহে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হাাঁ-না, কিছুই विलालन ना। अध्य विलालन-जूमि শ্ৰীঅবৈত সমৰ্থন জীবোদ্ধার করিবে, যেরূপ করিলে ভাল করিলেন না হয় তাই কর। সবচেয়ে গুরুতর কথা বলিলেন—শ্রীঅদৈত। তিনি বলিলেন—"ঈশ্বরে বৈরাগ্য করে" 🕈 যিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন—তাঁহার সন্মাস কী প্রয়োজন! নিমাই পণ্ডিত কাহারও निर्विथ प्रानित्नन ना। त्राका कारणेयाय 'ঈশবে বৈরাগ্য কেন গিয়া কেশব ভারতীর নিকট শাস্কর বেদাস্ত করে' মতে সন্মাস গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সন্নাস গ্রহণের সময় :আচার্যা অদৈত উপস্থিত हिल्म मा।

নিমাই নিজানন্দকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে—আচার্য্য গোসাঞি (অবৈড) এই সন্মাসের বিরোধী, অভএব তাঁহার নিকট ইহা সংগোপনে রাখিও।

আচার্ব্য গোসাঞির বিরোধ সন্দোপে রহিল।

—(জয়ানন্দ, চৈ: ম:—স্ব্র্যাস খণ্ড)

"শুনি মূর্চ্ছা গেল তবে অবৈত গোসাঞি"; হরিদাস ঠাকুর শুনি লাগিল সমাধি'।—অতি স্থল্পর চরিত্রান্ধন হইয়াছে।

সয়্যাসের সময় নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত নাম গ্রহণ করিলেন। কাটোয়া হইতে সয়্যাসী নিমাই গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া এক হাতে দণ্ড, আরেক হাতে কমগুলু লইয়া প্রথমে হরিদাসের ফুলিয়া আসিলেন। 'ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া', অনস্ত অর্ব্বু দলোক খেয়াঘাটে পার হইয়া, কতবা নৌকাড়বি হইয়া, 'হইতে লাগিল বড় লোকের গহন। ফুলিয়া পুড়িল তবে নগর কানন।' তারপরে চলিলেন শাস্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে। শ্রীঅদ্বৈতের সহিত মিলিত হইলেন। শচীমাতাকে আনা হইল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনা হইল না। শচীমাতা ১২ দিন উপবাস করিয়াছেন। "দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন।" হরিদাস ঠাকুরকে 'আগু হবিয়ায় দিলা'। শ্রীতৈতক্ত ভক্তদের বলিলেন—'যত্তপি সহসা আমি করিয়াছি সয়্যাস; তথাপি তোমা সব না ছাড়িব যাবং আমি জীব।' শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীতৈতক্ত নীলাচলে যাওয়া স্থির করিলেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মাঘ (কেব্রুয়ারী, ২য় সপ্তাহ) প্রভূ সন্মাস গ্রহণের জন্ম কাটোয়া যাত্রা করিলেন। ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন প্রাতে সন্মাস গ্রহণ করিলেন। ১২ই ফাল্কন নীলাচলে রওনা হইলেন। ফাল্কনে আসিয়া 'কৈল নীলাচলে বাস'। ফাল্কনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।

কাস্কনে নীলাচলে আসিয়া পরবর্ত্তী ৭ই বৈশাখ ঐতিচতক্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের সহিত কৃষ্ণকথা, রসতত্ত্বর ব্যাখ্যা, অনেক হইল। রায় চৈতক্ত অবতারের ঐতিহত ও রামানন্দ অবৈত ঐতিচতক্তকে কৃষ্ণের অবতার করিয়াছিলেন। উদ্ধনেশে

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দ তাহার উপর রাধিকার অবতার আরোপ করিলেন। অৰতার—কৃষ্ণ হইতে রাধিকার দিকে মুখ ফিরাইলেন। রাধিকার ভাৰকান্তি অঙ্গীকার করিয়া, ঞ্রীকুঞ্চ নিজরস আস্বাদন করিবার জন্ম অবতার হইয়াছেন। অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য রস আস্বাদন, জীব উদ্ধার নহে।—ইহা আচার্য্য অদ্বৈত কোথাও कररन नारे। श्रीव्यदेवरा रेडियानीमात रा छेप्पण भारे, भूती-লীলায় রামানন্দ রায় তাহা উল্টাইয়া দিলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভে 'মোহার অবতার', 'হুষ্ট বিনাশিমু, সাধু উদ্ধারিমু'—নীলাচলে রাধাভাবে ভাবিত হইয়া অবতার আর এ-কথা বলেন না। ১৫২১ খুষ্টাব্দ হইতেই মহাপ্রভুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দিব্যোমাদ আরম্ভ হয়। এই দিব্যোশাদের মাঝামাঝি সময়ে (১৫২৮ খুঃ) আচার্য্য অদৈত শাস্তিপুরে থাকিয়া প্রভুকে নীলাচলে তরজা প্রহেলিকা জগদানন্দের নিকট এক তরজা কহিয়া বা লিখিয়া পাঠাইলেন। এই তরজার অর্থ সহজে বোধগম্য নয়। আচাৰ্য্য অদৈত বলিতেছেন—

প্রভূকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকার চাউল ॥
বাউলকে কহিও কান্ধে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও কান্ধে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভূকে কহিলা॥
তরজা শুনি মহাপ্রভূ ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর বেই আজা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরপ সোঁসাঞি প্রভূকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বৃবিতে নারিল॥
প্রভূকহে আচার্য্য হয় পুজক প্রবল।
আসু কহে আচার্য্য হয় পুজক প্রবল।
আসুৰ শাস্তের বিধি বিধানে কুশল॥

উপাসনা লাগি দেবে করে আবাহন।
পূজা লাগি কতক কাল করে নিরোধন।
পূজা নির্বাহ হইলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন।
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বৃবিতে নারি তরজার অর্থ।
ভানিয়া বিশ্বিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি কিছু হৈলা বিমন।
সেইদিন হইতে প্রভু আর দশা হইল।
কৃষ্ণবিরহ দশা খিগুণ বাড়িল।
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অফুক্ষণে।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১৯শ প:)

প্রভূ বলিতেছেন—এই তরজার অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন না।
অথচ আচার্য্য অদ্বৈতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মৌন অবলম্বন
করিলেন। কাজেই মনে হয়, তিনি অর্থ বৃঝিতে পারিয়াছিলেন।
তবে সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কবিরাজ গোস্বামী
লিখিয়াছেন—'প্রভূ মাত্রে ব্ঝে, কেহ বুঝিতে না পারে।' যদি তিনি
বৃঝিতেই না-পারিবেন, তবে তাঁহার দিব্যোয়াদ দ্বিগুণ বাড়িল কেন ?

নহাপ্রভূ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে জ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচার করিতে প্রেরণ করেন। জ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের দ্বাদশ বংসর পরে আচার্য্য অবৈত মহাপ্রভূকে এই তরজা প্রেরণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, জ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে আচার্য্য

অধৈত এই তরজা প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার

'লোকে হৈল আউল', 'হাটে না বিকায়

কথায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতি কটাক্ষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও অনুমান-

চাউল', 'কাজে নাহিক আউল', ইত্যাদি

সঙ্গত মনে হয় না। এই জ্বন্থা যে, শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভুর নেতৃত্বহণরূপ অভিবেকের সময় আচার্য্য অদৈত মহাপ্রভুকে স্পষ্টই বিলয়ছিলেন—"যদি ভক্তি বিলাইবা; স্ত্রী শৃদ্ধ মূর্থ আদি তাদেরে সে দিবা। চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া; প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।"—(চৈঃ ভাঃ—৬ঠ অঃ)।

আচার্য্য অবৈতের আদেশ অমুষায়ী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আচণ্ডালে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। স্থতরাং নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে এই তরজায় আচার্য্য অবৈতের কটাক্ষ অমুমান করা ইতিহাসসম্মতও নয়, এবং যুক্তিসিদ্ধও নয়।

কিন্তু এই তরজাতে আঘাত পাইবার মত এমন কিছু ছিল—
নিশ্চয়ই ছিল—যাহাতে এই তরজা পাইয়া মহাপ্রভূর দিব্যোমাদ
দ্বিশুণ বাড়িয়া গেল।

তরজার প্রচলিত অর্থ হইতেছে যে, অদ্বৈত মহাপ্রভূকে বলিলেন:
এখন তুমি লীলা সংবরণ কর; কেননা, লীলার যে প্রয়োজন,
তাহা শেষ হইয়াছে। কিন্তু একথা আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভূকে বলিতে
পারেন বলিয়া আমার ধারণা হয় না। আমার ধারণা—নিত্যানন্দের
প্রচারের বিরুদ্ধে যে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল, সেই
প্রতিক্রিয়ার সহিত এই তরজা প্রহেলিকার একটা যোগাযোগ আছে।
শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে মহাপ্রভূর নিকটেই লাগানি
হইয়াছিল। মহাপ্রভূ শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন যে—
"মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে; হেন যুক্তি তোমারে দিলেক
কোন জনে।"—(জয়ানন্দ, চৈ: মঃ—উত্তর খণ্ড)।

শ্রীপাদ উত্তর করিলেন—'কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম নহে'।
শ্রীপাদের প্রচার লইয়া যে কিছুটা তর্কবিতর্ক মহাপ্রভুর সহিত
হইয়াছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই দিক দিয়া শ্রীশ্রহৈতের
তরজার সহিত শ্রীপাদ নিভাগ্রেকে প্রচারের একটা যোগাযোগ থাকা
স্বসম্ভব তো নয়ই, বরং খুব সম্ভব।

महाश्राष्ट्र ३००० २৯८म खून नीमा मरवत्र कंत्रन।

বৃন্দাবনদাস অথবা কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে

একেবারে নীরব। ইহা অতীব শোকাবহ

মহাপ্রভুর তিরোভাব

ঘটনা বলিয়াই হয়তো তাঁহারা নীরব। অথবা
অক্স কারণও থাকিতে পারে। জ্যানন্দ লিখিয়াছেন—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে। সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে।

—(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

লোচন লিখিয়াছেন-

আষাঢ় মাসের তিথি সগুমী দিবসে ।
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রাভূ হইলা আপনে।

—(চৈ: ম:—শেষ খণ্ড)

মহাপ্রভুর তিরোভাব রহস্তে আর্ড। আচার্য্য অদৈত, মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও কয়েক বংসর জীবিত ছিল্লেন।

ठीकूत रित्रमाम

[बन्म-१८४० श्रः ॥ युठ्य-४४०० श्रः ॥ ४० वदमत]

॥ ঠাকুর হরিদাস ॥

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাহা বিনা রত্নশৃক্ত হইল মেদিনী।

उब्बला गारवत नाम, वाल मत्नाहत ।"

কোন কোন উৎসাহী হিন্দু মনোহরের পশ্চাতে চক্রবর্ত্তী যোগ করিয়া হরিদাসকে ব্রাহ্মণকুমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে অসাম্প্রদায়িক উদারতা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব, পুনরায় তাহাকে সাম্প্রদায়িকতার গহ্বরে টানিয়া আনিবার জন্ম পরবর্ত্তীয়দের এই অপপ্রয়াস। হরিদাস কিন্তু সর্ব্বদাই 'ম্লেচ্ছাধম' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বুঢ়ন পরগণায় সোনাই নদীর
তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে অনুমান ১৪৫০
জন্ম
খুষ্টাব্দে হরিদাসের জন্ম হয়। তাঁহার
মুসলমানি নাম অজ্ঞাত।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—'বৃঢ়ন গ্রামেতে অবভীর্ণ হরিদাস'।
—(চৈ: ভা:, পৃ: ১১৮)। জয়ানন্দ বলেন—"য়র্গ-নদী ভীরে
ভাটকলাগাছি গ্রাম, হীন কুলে জন্ম হয় উপরি পূর্বে নাম।" জয়ানন্দও
বৃঢ়নের কথা বলেন—"বৃঢ়ন হইতে আইলা হরিদাস।" জয়ানন্দ,
বৃন্দাবনদাসের পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনদাসকে
কিছুটা সংশোধন করিয়াই জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে—সোনাই নদী
ভীরে ভাটকলাগাছি গ্রামেই হরিদাসের জন্ম হয়। বৃঢ়ন একটি
পরগণা—গ্রাম নহে।

১৮ বংসর বয়সে হরিদাস 'গৃহ ভ্যাগ কৈলা' এবং 'বছ স্থান

শ্রমিয়া' শান্তিপুরে "ঞ্জীঅদৈত স্থানে আসি হইলা উদয়, আজ্বান্থ লখিত বাহু তেজ্বঃপুঞ্জ কায়।" আচার্য্য শান্তিপুরে অদৈতের অদৈত ক্রিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি কোন সহিত মিলন জাতি ? ইহা আইলা কিবা আশে ?"

হরিদাস কহিলেন, 'মুঞি ফ্লেচ্ছাধম'; তোমার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আচার্য্য অবৈত কহিলেন—"ইহা রহি করহ বিশ্রাম। ধর্মাশাস্ত্র পড়, সিদ্ধ হইব মনস্কাম॥"

তবে হরিদাস প্রস্থ অবৈতের স্থানে। ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে॥ ক্রমে দর্শনাদি পড়ি হইয়া ব্যুৎপত্তি। শ্রীমন্ত্রাগবত পড়ি পাইলা শুক্কভক্তি॥

—(ঈ: ना:--भृ: १১)

তারপর অবৈত বলিলেন—"ধর্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম; নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ। নামে নিষ্ঠা হইলে হয় প্রেম উদ্দীপন; অতএব নাম ব্রহ্ম গ্রহণ উত্তম।"

এত কহি তার মন্তকাদি মৃগুাইয়া।
তিলক তুলসী মালা দিলা পরাইয়া।
কটিতে কৌপীনডোর দিলেন বান্ধিয়া।
হরিদানের মন্তক
হরিনাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া।
মুক্তন ও
কেলবলেশ ধারণ
প্রথমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণবচূড়ামণি।

—(**जे:** नाः)

বৈষ্ণবচ্ড়ামণি অর্থ—যবন হরিদাস। ঞ্জীঅছৈত তাঁহার নাম রাখিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। "তবে তিঁহো দৈহাবেশ করিয়া ধারণ তিন লক্ষ নাম জপের করিলা নিয়ম।"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, হরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া—

আচাৰ্ব্য মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্ৰণাম। অকৈড আলিখন করি, করিল সমান। গন্ধাতীরে গোঁফা করি, নির্জ্জনে তারে দিশ।
ভাগবং গীতার ভক্তি অর্থ গুনাইল ।
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
দুই জনে মিলি কৃষ্ণকথা আম্বাদন।
——(চৈ: চ:)

শ্রীঅবৈতের উপাধি বেদপঞ্চানন। তিনি মহাপণ্ডিত। বাড়ীতে টোল আছে। ছাত্রদের শাস্ত্র পড়ান। বড় ব্রাহ্মণ। তিনি একজন মুসলমানকে এইভাবে সম্মান দিলেন, অস্তরঙ্গ শিশ্য এবং বন্ধুর মত গ্রহণ করিলেন—শান্তিপুরে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস হরিদাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"আজান্ন লম্বিড ভূজ কমল নয়ন; সর্ব্ব মনোহর, মুখচন্দ্র অনুপম।"—(চৈঃ ভাঃ)। ঈশাননাগর আজান্তলম্বিত ভূজের কথাই লিখিয়াছেন, এবং তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। হরিদাসের রূপবর্ণনা পাঠ করিয়া ভাঁহাকে পাঠান বলিয়াই মনে হয়। মোগল তখনও ভারতবর্ষে আসে নাই। বাবর তখনও দিল্লী আক্রমণ করেন নাই। সেকান্দর লোদী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। গৌড়ের সিংহাসনে তখন ছসেন শাহ। উভয়েই পাঠান।

একদিন হরিদাস শ্রীঅদৈতকে বলিলেন—

অহে প্রান্থ আজ্ঞা দেহ যাঙ্ বিরলেতে। অবিশ্রাস্ত হরিনামায়ত আম্বাদিতে॥
—(ঈঃ নাঃ)

হরিদাস স্বভাববৈরাগী। তিনি বেনাপোলের গভীর স্বরণা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কবিরাক্ষ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা। বেনাপোলের বনমধ্যে কডদিন রহিলা।

লক্ষ্মীরা বেগ্রার

নির্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন। রাত্তি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন ।

—(कि: हः—१: ७२৮)

এইরূপে ভিনি সকলের পূজনীয় হইয়াছিলেন। "প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।"—(চৈঃ চঃ—পৃঃ ৩২৮)।

ঈশাননাগর লিখিয়াছেন—

একদিন বেখা এক রূপে বিভাধরি।
হরিদাস পাশে আইলা বেশভূবা করি॥
কুটির ম্বারেতে বসি অকভঙ্গী করে।
হরিদাস মিষ্ট বাক্য পুছিলা তাহারে॥
সন্ধ্যাকালে আইলা ইহা কিবা প্রয়োজন।
বেখা কহে তোঁহে দেখি মৃশ্ধ হৈল মন॥
অপরপ রূপ তোঁহার নবীন যৌবন।
হথতোগ কর ছাড়ি নাম সংকীর্ত্তন॥

—(के: ना:—श: ao)

এই বেশ্বার নাম হীরা বা লক্ষহীরা।

প্রাক্-চৈতন্ত যুগে বড় বড় লোক যে সবই বৈষ্ণব ছিলেন, তা
নয়। বৈষ্ণববিদ্বেষীও তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন। রামচন্দ্র
খান এইরূপ একজন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্রাস্ত লোক। তাঁহার প্রকৃত
ব্যবসা ডাকাতি করা। অনেক বড়লোকে তখন ডাকাতি করিত।
সেই সময়ে তাঁর প্রতাপের আরেকটা বড় পরিচয় যে—তিনি রাজাকে
কর দিতেন না। "দস্যবৃত্তি রামচন্দ্রের, রাজায় না দেয় কর।"
তার অর্থ, তিনি গোড়াধিপ (ছসেন শাহ্)-কে কর দিতেন না।
রামচন্দ্র খাঁ বারনারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ছকুম দিলেন—
ভোমরা এই হরিদাসের ধর্ম নষ্ট কর। বারনারীগণের মধ্যে একজন
অতি স্বন্দরী যুবতী তিনদিনের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন
প্রতিক্রান্তি দিয়া অগ্রসর হইলেন। রাত্রিকালে সেই বারনারী উত্তম
সক্রা করিয়া হরিদাসের গোঁফার নিকটে গেলেন। ছয়ারে বসিরা

গা খুলিরা স্তন দেখাইতে লাগিলেন। "অঙ্গ উষারিয়া দেখার বসিরা ছ্রারে।" মধুর স্বরে সেই বেশ্রা বলিলেন—"ঠাকুর ভূমি পরম স্থলর; প্রথম যৌবনে ভোমার সঙ্গম লাগি লুক মোর মন।"—(চৈ: চঃ—অস্ত্যা, ৩য় পঃ)। এই বলিয়া সেই বেশ্রা আশ্বনিবেদন করিলেন।

হরিদাস বলিলেন: আচ্ছা আমার সংখ্যা নাম জপ শেষ হউক। "তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।" তুইদিন এইরূপ কাটিল। তৃতীয় দিনে, "কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হইল। ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥"

বেশ্যা রামচন্দ্র খানের বড়যন্ত্রের কথা বলিলেন, এবং উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। "বেশ্যা হইয়া মুঞি পাপ করেছি অপার। কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার॥"—(চৈঃ চঃ—অস্ত্যা, ৩য় পঃ)। হরিদাস বলিলেন—খানের কথা আমি আগেই জানিভাম। আহা! সে অজ্ঞ, মূর্খ। প্রথম যেদিন ভূমি আসিয়াছিলে, সেইদিনই আমি এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইভাম। কেবল ভোমার জন্মই ভিন দিন রহিয়া গেলাম।—

> ঠাকুর কছে থানের কথা সব আমি জানি। অজ্ঞ মূর্থ সেই তারে হুঃথ নাহি মানি॥ সেইদিন যাইতাম এম্বান ছাড়িয়া। তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ৩য় প:)

বেশ্যার উদ্ধারের জন্ম ঠাকুর হরিদাস তিন দিন থাকিয়া গেলেন।
ইহার পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভূ সন্মাস লইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সত্যবাস, লক্ষ্মীবাস, বারমুখী (বেশ্যা), মূরারী পল্লীর দেবদাসী
(বেশ্যা) প্রভৃতিকে বৈশ্বর ধর্ম দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।
—(গোবিন্দের কড়চা ও চৈতক্সচরিতামৃত উল্লেখযোগ্য)। বোড়শ
শঙাকীর বৈশ্বর ধর্মে পতিত ও পতিতার উদ্ধার একটা বৈশিষ্ট্য।

সেই বেগা

'প্ৰসিদ্ধ বৈক্ষবী হৈলা

পরম মোহান্তি'

এবং এই কার্য্যে যবন হরিদাস—মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর অগ্রগামী ও অগ্রগী। সেদিন ইহা কত বড় সাহসের কাজ ছিল! হরিদাস বলিলেন—

ঘরের স্তব্য আক্ষণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম।
নিরম্ভর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরেতে পাবে তবে ক্লেফর চরণ।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, অ প:)

হরিদাস সেখান হইতে চলিয়া চাঁদপুরে আসিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, সেই বেশ্যাও প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইতিহাসের অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবও ইহা সেকাল বা একালে পারেন নাই।—

মাথা মৃড়ি এক বস্ত্রে রৈলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মোহাস্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোক চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

—(চৈ: চ:—অস্তা, ৩য় প:)

আমরাও হরিদাদের মহিমা কহিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে করবোড়ে নমস্কার করিতেছি।

চাঁন্দপুরে মুলুকের মজুমদার হিরণ্য গোবর্জন। তাঁর পুরোহিত বলরাম; আচার্য্যের গৃহে খাইতেন আর নির্জ্জন পর্নশালায় বসিয়া নাম জপ করিতেন। হিরণ্য গোবর্জন পণ্ডিতলোক। তাঁহার সভার আনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আছেন। বলরাম একদিন মিনতি করিয়া হরিদাসকে তাঁহাদের সভায় নিয়া গেলেন। নাম জপ সহজে কথা । কেই বলিল—নামে পাপ করে হয়। কেই বলিল— মোক হয়। হরিদাস অস্বীকার করিলেন। তিনি নাম জপের নৃতন ব্যাখ্যা দিলেন।—

নাম জপের ফল কী হরিদাস কহে নামের এ ছই ফল নয়। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।

—(চৈ: চ:—প: ৩৩০)

পাপক্ষয় মহাপ্রভূর ধর্মের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। মোক্ষ ত বৈঞ্ব লইবেন না।—

নরক বাছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।

—(रहः हः)

ইহা শান্ধর বেদান্তের স্পষ্ট প্রতিবাদ। প্রেমই বাঙালী বৈষ্ণবের সাধ্য, অর্থাৎ সাধনার বস্তু। প্রেমকেই সাধন করিতে হইবে। প্রেমই ধর্ম। স্তরাং নামের ফল—প্রেম। —হরিদাসের এই নৃতন ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর পূর্বেগামী, এবং পরে নিশ্চরই তাঁহার অমুমোদিত। মহাপ্রভু যাহা পরে করিবেন, হরিদাসে তাহার পূর্বোভাস আমরা পাইতেছি। এইখানে হরিদাস-চরিত্রের গুরুত্ব অমুভূত হয়।

নামের মহিমা ব্যাখ্যায় হরিদাস আর এক কথা বলিলেন যে— তর্ক দ্বারা নামের মহিমা বুঝা যায় না। জ্বপ করিলে তবে ইহার ফল বুঝা যায়।—

তর্কের গোচর নহে নামের মহন্ত।
—(চৈ: চ:—অস্ক্যা, ৩য় প:)

১৫১৫ খঃ কাশীতে সনাতনকে শিক্ষা দিবার সময়ও মহাপ্রভু তর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।—(চৈতক্যচরিতামৃত উল্লেখযোগ্য)। বৈষ্ণব ধর্ম্মে তর্কের প্রতি সর্ব্বদাই একটা নিষেধ-আজ্ঞা পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও হরিদাস মহাপ্রভুর পূর্ববিগামী।

এইবার হরিদাস আবার শান্তিপুর আসিলেন। 'শ্রীপাট শান্তিপুর আসি উদয় হইল।' "শ্রীঅবৈত প্রভু দেখি প্রিয় হরিদাসে। স্থাইস ৰাপ ৰলি প্ৰেমানন্দরসে ভাসে হরিদাস ঞ্ৰীঅবৈতকে 'ৰাষ্ট অক্তে প্ৰণমিয়া কহে দৈক্ত ভাষ'—

নিত্য ধর্ম নষ্ট করে ঘৃষ্ট ফ্রেচ্ছগণে ॥
দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে ধণ্ড ধণ্ড।
দেব পূজার প্রব্য সব করে লণ্ড ভণ্ড ॥
শ্রীমন্তাগবত আদি ধর্মশাস্থগণে ।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুণে ॥
রান্ধণের শন্ধ ঘণ্টা কাড়ি লঞা যায় ।
অক্সের তিলক মূইছা বলে চাটি ধায় ॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মূতে কুকুরের সনে ।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে ঘৃষ্ট মনে ॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল ।
সাধুকে তাড়না করে বলিয়া পাগল ॥
হেনমতে কত শত ঘৃষ্ট ব্যবহারে ।
অবহেলে সর্ব্ধ ধর্ম কর্ম নষ্ট করে ॥
——(ঈ: না:)

ধর্মের প্লানি, অধর্মের প্রান্থভাব যথন হয়, 'সেই সেই কালে কৃষ্ণ হয় আবির্ভাব'। "কৃষ্ণের প্রকট বিষ্ণু নাহি প্রতিকার।" শ্রীঅদ্বৈত "এত কহি ছন্ধার করয়ে ঘনে ঘনে। হরিদাস প্রেমাবেশে করয়ে নর্ত্তনে॥"—(ঈ: না:—পৃ: ১০৬)।

হিন্দুর দিক হইতে এ আইছিত ভাবিতেছিলেন—কী করিয়া হিন্দুর সাম্প্রদারিক সন্ধীর্ণতা দূর করা যায়। আর মুসলমানের দিক হইতে হরিদাস ভাবিতেছিলেন—কী করিয়া মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতা দূর করা যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, এ আইছেত—

জগত নিস্তার লাগি করেন চিস্কন।
আবৈক্ষব জগত কেমনে হইবে মোচন।
কৃষ্ণ অবতারিতে অবৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলনী দিয়া পূজা করিতে লাগিল।

আবার অক্তদিকে---

হরিদাস করে গোঁফায় নাম সংকীর্ত্তন। ক্লফ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন।

তারপরে---

প্রীক্ষরৈতের উপর

সামাজিক নিৰ্যাভন

পাৰভিগণের

তুই জনের ভক্তো চৈতক্ত কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার।

—(চৈ: চ:—অস্ত্যু, ৩য় প:)

এখানে চরিতামৃত স্পষ্টই বলিলেন যে—ছইজনের ভক্তিতে চৈতক্ত অবতার হইলেন।

স্থৃতরাং মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে বৈষ্ণব করেন নাই। যবন হরিদাসই অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতকে টোল অবৈত ও হরিদাসের ছাড়াইয়া নৃতন ধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ ভক্তিতে শ্রীচৈতন্তের রুষ্ণ-অবতার হওয়া

ঐতিহাসিক গুরুদ্ধ।

মহাপ্রভূ হরিদাসকে তাঁহার নৃতন সম্প্রদায়ে যেরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই হরিদাসকে সেই উচ্চ সম্মান দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে অদ্বৈতের উদারতা পূর্ববামী।

এইবার ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের সংস্রবের জন্ম শ্রীমাদৈতকে সমাজে বর্জন করিবার জন্ম বড়যন্ত্র করিতে লাগিল ৷—

কুলীন আন্ধণগণ কহে পরস্পরে।
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্জা।
আচার্য তাহাতে নাহি মনোবোগ কৈলা।
প্রভূবে পায়গুগণ বর্জন করিলা।
প্রভূ কহে ভাল ভাল অসং সন্ধ গেল।
আমাতে প্রভিগবান বয়া প্রকাশিল।

হরিদাসকে বলিলেন—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রহ্মভূজ্যের ফল।" শ্রীঅধৈত-চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝা গেল। দৃঢ়তা ব্যতিরেকে ইতিহাসে কোন চরিত্রই স্থায়িত্ব লাভ করে না।

রোজ রোজ একজন বড় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া একজন মুসলমান খাইতেছেন। হরিদাস ভাবিলেন—এতে যদি ব্রাহ্মণসমাজে কোন কথা হয়; স্থতরাং যা রয়সয়, তাই করাই ভাল।—

হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
নোরে প্রত্যহ অন্ধ দেহ কোন প্রয়োজন ।
নহা নহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ।
আলোকিক আচার তোমা কহিতে পাই ভয়।
সেই কুপা করিবে যাতে তোমা রক্ষা হয়।

—(চৈ: চ:—অস্ত্যা, ৩য় প:)

প্রত্যুত্তরে—

আচার্য্য কছেন তুমি না করিছ ভর । সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন । এত বলি আদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ৩য় প:)

ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে মহাপ্রভূ খাওয়াইয়াছিলেন, কিন্তু ভাছা অদ্বৈতের খাওয়াইবার অনেক পরে।

নিমাই যখন শচীগর্ভে (১৪৮৫ খৃঃ), আচার্য্য অবৈত তখন
নবদ্বীপে আসিয়া টোল করিয়া ছাত্র পড়াইতে
শবৈতের নবদীপে
আরম্ভ করিলেন। "নবদ্বীপ টোল কৈলা
গোৱাল লাগিয়া।" হরিদাসও সঙ্গে আসিলেন।

"হরিনাম শ্বরি হরিদাস পিছে ধায়।"—

দিনে প্ৰভূ ছাত্ৰ পড়ায় গীতা ভাগবত। ্ৰাঞ্জ্য কৰু বেদ স্বন্ধি পড়ায় ছাত্ৰের ইচ্ছাৰত । রাত্রে হরিদাস সব্দে করিয়া মিলন। উচ্চৈঃস্বরে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।

—(ঈ: না:--পু: ১০৯)

জয়ানন্দ বলিয়াছেন—নবদীপ থাকাকালে হরিদাস এক বৃক্ষের কোটরে বাস করিতেন। ১৪৮৬ খৃঃ ফাল্কনী পূর্ণিমা দিনে নিমাইয়ের জন্ম হইল। ঈশান নাগর লিখিয়াছেন যে—নিমাই ছাত্রাবস্থায় গদাধরকে সঙ্গে লইয়া "পড়িবার তরে, আইলা আচার্য্যের স্থানে।" ইতিপূর্বে নিমাই—গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বিষ্ণু মিশ্র, স্থদর্শন পণ্ডিত, পরে বাস্থদের সার্বভোমের নিকট ব্যাকরণ সাহিত্য অসন্ধার শ্বৃতি জ্যোতিষ ষড়দর্শন ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। গণনায় দেখা যায়, ১৫০১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সে নিমাই বেদপঞ্চানন শ্রীঅদ্বৈতের কাছে আসিলেন বেদ পড়িবার জন্য—"এবে তৃয়া পান্দে আইলাম বেদ পড়িবারে।" এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পূর্বের (১৪৯৬ খৃঃ) নিমাইয়ের পিতা জগল্লাথ মিশ্র দেহ রক্ষা করেন। সেই সময় হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপেই ছিলেন।—

জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর সমর হরিদাস নববীপে গুরুগৃহে গৌরাঙ্গ পুশুক লেখেন যথা। রড়দিয়া হরিদাস ঠাকুর গেল তথা। হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুঁথি লেখ। তোমার বাপ অস্কুর্জনে ঝাট গিয়া দেখ।

—(क्यानन, कि: य:-निमा वर्ष)

নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর যখন অন্তর্জ্জলী হয়, তখন সেই
মৃত্যুপথযাত্রী লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন যে—হরিদাস ঠাকুরকে একদিন
রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলাম। স্তরাং তখনও আমরা হরিদাসকে
নবন্ধীপে দেখিতে পাই। ইহা সম্ভবতঃ ১৫০৪ খুষ্টাব্দের ঘটনা।

হরিদাস এই সময় শুধু নবজীপে ছিলেন না, ফুলিয়া ও শান্তিপুরে গমনাগমন করিতেন। হরিদাস যথন ফুলিয়ায় অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন হরিদাসের ভজনের কথা গৌড়েশবের কানে গেল। না যাইবার কথা কি! ইহা একটা মস্ত ঘটনা। মুসলমান হিন্দু হইয়া যাইভেছে, সর্বনাশ!—

> কাজী গিয়া মূলুকের অধিপতিস্থানে। কহিলেন তাহার সকল বিবরণে॥ ববন হইয়া করে হিন্দুর আচার। ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥

> > —(চৈ: ভা:—আদি. ১১**শ অ:**)

মূলুকের অধিপতি অর্থে, কাজীর উদ্ধতন বিচারপতি। হরিদাসকে গঙ্গার ঘাটে (ফুলিয়ায়) তাঁহার গোঁফা হইতে ধরিয়া নিয়া মূলুক-পতির দরবারে উপস্থিত করা হইল। বৈষ্ণবধর্ষ গ্রহণ করায় হরিদাসের বিচার

এবং নিজেই হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহা ঠিক কোন্ বংসরের কথা, কোন চরিতকারই স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। ১৫০৬-৭-৮ খৃঃ হইতে পারে। হরিদাসকে বলিলেন—

কেনে ভাই, তোমার কিরপ দেখি মতি ॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
ভাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশ জাত ॥
আতি ধর্ম লব্জিম কর অন্ত ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥

—(চৈ: ভা:—আদি, ১১শ অ:)

মূল্কপতির এই কথার মধ্যে, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাবের একটা চিত্র আমরা পাই। মুসলমানের নিকট হিন্দু অস্পৃত্য—"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।" হরিদাস রাজার জাতি। হরিদাস মহাহাস্ত করিলেন। এবং উন্তরে যাহা বলিলেন, তাহা
মনুস্থাজাতির শ্রন্ধার সহিত মনে করিয়া রাখিবার কথা—বতদিন
বিভিন্ন ধর্ম পৃথিবীতে থাকিবে। হরিদাস বলিলেন—

শুন বাপ, সভারই একই ঈশ্বর ॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অথও অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়া য়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভূবন॥
সে প্রভুর নাম শুণ সকল জগতে।
পালেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥

এতেক আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওরাইছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার ষেই কর্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম॥
মহাশর, তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শান্তি করহ আমার॥

—(कि: जां:-जानि, ১১न जः)

এক ধর্ম হইতে অন্থ ধর্ম গ্রহণকালে এরকম বিশ্বজনীন উদার অসাম্প্রদায়িক কথা ইতিহাসে আর শুনি নাই—

> (ক) ঈশ্বর এক, কেবল নামে ভিন্ন। (খ) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছামতে যে-নামে ইচ্ছা ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন।

হরিদাসের উক্তিতে এই মহান্ সত্য-রাজশক্তির নিকট প্রস্থার

ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের এই দাবী—বাঙলার পাঠান একদিন উত্থাপন ও সমর্থন করিয়া গিয়াছে।

হরিদাসের কথায় কোন ফল হইল না, 'শাস্তি করহ ইহারে'।

এই গুষ্টু আরো গুষ্টু করিবে অনেক। ধ্বনকুলের অমহিমা আনিবেক।

আর যদি কলিমা উচ্চারণ করে, তবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। মূলুকপতি বলিলেন—

> আরে ভাই, আপনার শাস্ত্র বোল তবে চিম্ভা নাই, অক্তথা করিব শান্তি সব কান্ধিগণে, বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে।

হরিদাস সে-শ্রেণীর জীব নহেন—যাহারা ভয়ে পাছে বলে। শাস্তির ভয় দেখান মাত্রই সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—

> পণ্ড থণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

> > —(চৈ: ভা:—আদি, ১১**শ** অ:)

বাঙলার পাঠান-বৈষ্ণবের এই দৃষ্টাস্ত হইতে সেদিনের হিন্দু-বৈষ্ণবের কি কিছু শিক্ষণীয় ছিল না ?

শাস্তি হইল। বাইশবাজারে নিয়া হরিদাসকে চাবুক মারা হইল।—

বাজারে বাজারে সব বেরি ছুট গণে বাইশবাজারে হরিলাসের বেজান্ড

—(कि: जाः—बानि, ১১न बः)

ষোড়শ শতান্দীর নৃতন ধর্মকে বাইশবাজারের চাবৃকের আঘাত সহা করিয়া, জয় করিয়া, তবে ইতিহাসপথে বাহির হইতে হইয়াছে। আজ যাহা পিরিতিরসের ভিয়ান দিয়া এত সহজ মনে হয়— সেদিন ভাষা এত সহজ ছিল না। হরিদাসকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু ভিনি মরেন নাই। কাজেই আবার জ্ঞান পাইয়া উঠিয়া আসিলেন। এবার মূলুকপতি হরিদাসকে ডাকাইয়া নিয়া দরবারে পীরজ্ঞানে নমস্কার করিলেন। আর বলিলেন—

> গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোঁফায়। আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা। যে তোমার ইচ্ছা, তাহি করহ সর্ব্বথা।

—(कि: जा:—जानि, ১১न जः)

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। গ্রন্থে সর্বত্র উল্লেখ আছে যে—যখন প্রহরীরা বাইশবাজারে হরিদাসকে চাবৃক্ মারিভেছিল, তখন তিনি প্রহরীদের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। মহাপ্রভূ ইহা পারিতেন না। পারিলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ পারিতেন, আর কেহকে মনে হয় না। আর যাঁহাকে মনে হয়, তিনি ঈশ্বরের মহিমান্বিত পুত্র যীশু খুষ্ট।

মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন যে, হরিদাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠে চাবুকের আঘাত দেখিয়া তিনি বৈকুষ্ঠ হইতে চক্র নিয়া আসিতেছিলেন।—

> দেখিয়া ভোমার ছঃখ চক্র ধরি করে। নামিস্থ বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে। —(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

কিন্তু তথন তিনি বৈকুঠে ছিলেন না। নবদীপে টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতেছিলেন।

প্রাণাস্ত করিয়া তোমা মারে সে সকল।
তুমি মনে চিল্ক্য তাহা সভার কুশল।
আপনে মারন খাও তাহা নাহি দেখ।
তথনেহ তা সভারে মনে ভাল দেখ।

—(हेड छाः—मधा, ३०म चर)

81

কাজেই সংক্রের সকলের বিরুদ্ধে চক্র কিছু করিতে পারিল না।
অলোকিক চক্র নয়—অলোকিক 'তখনেহ তা সভারে মনে ভাল
দেখ'। এত বড় ক্ষমা মুসলমান পাইল কোথা হইতে ? বৈষ্ণবধর্মে
ইহাই বাঙ্লার পাঠানের দান। যে বৈষ্ণব, সে এই দান কৃতজ্ঞতার
সহিত স্বীকার করিবে। মহাপ্রভু নিজে এই দান তাঁহার ধর্মে
হরিদাসের নিকট হইতে ছই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন—
যেমন শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট হইতে জগাইমাধাই-উদ্ধার-স্বরূপ
দান গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিদাস নবদ্বীপে আসিলেন। অদৈত ও আসিলেন। নিত্যানন্দ আসিয়াছেন। সংকীর্ত্তন শ্রীবাসের বাড়ীতে চলিতেছে। মহাপ্রভূ টোল ছাড়িয়া প্রচারের কথা ভাবিতেছেন। প্রথম সাক্ষাতেই প্রভূ হরিদাসকে বলিলেন—

> এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়। তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দর॥ —(চৈ: ভা:—মধ্য, ১০ম জ্ব:)

চৈতগ্ৰভাগবতে আছে যে—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বৃদ্ধি করে।
কোটি কোটি জন্ম অধন যোনিতে ডুবি সে মরে॥
—(চৈ: ভা:—মধ্য, ১০ম জ:)

মহাপ্রভু আর হরিদাস—এক জাতি হইলেন। প্রভু আরও বলিলেন—

ইহাতেই প্রমাণ হয়, মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারে হরিদাস-চরিত্রের কত বেশীপ্রয়োজন হইয়াছিল। মহাপ্রভুর প্রকাশ হওয়ার একটি কারণ হরিদাসের উপর ববনরাজ-অভ্যাচার। জয়ানন্দ বলেন যে, নিমাইয়ের সহিত হরিদাসের প্রথম মিলনের পর নিমাই ক্রিম্মাইটকে বলিলেন—

"ঞ্জমূৰ্ন্তির সেবা হইতে মোহান্তের সেবা বড" হবিশ্বান্ন দিবে মা হরিদাস মহাশন্ত ।
মোহান্তের সেবা সে অনেক ভাগ্যে হয় ॥
শ্রীম্র্ভির সেবা হইতে মোহান্তের সেবা বড় ।
মোহান্ত শরীরে রুক্ত আপনে হুদৃঢ় ॥
মোহান্ত দর্শন হেতু শ্রীমৃর্ভির সেবা ।

মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা নরপূজা বড়—অতি বড় বিজ্ঞোহের কথা।

চৈতস্ত-চরিতামৃতেও ইহার অনুরূপ কথা আছে।—

রুক্ষের যতেক থেলা সর্বোত্তম নরলীলা

ন্বতেক বেশা শক্ষোভ্য নরপান নরবপু তাহার স্বরূপ।

একটা চুক্তিতে হরিদাস, প্রভুর কার্য্যে আন্ধনিয়োগ করিলেন।—

তোমার চরণ ভজে বেসকল দাস। তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥ সফল করহ দাসে উচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।

তারপরেই প্রচার।—

মহাপ্রভুর আজার বৈক্ষবর্ধের প্রথম প্রচারক শ্রীপাদ নিজ্ঞানক ও ববন হরিবাস একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজা দিল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি।
তন তন নিত্যানন্দ তন হরিদাস।
সর্ব্বিত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা।

—(চৈ: ভা:—মধ্য, ১৩শ আঃ)

बाष्ट्रम म**ामी**त दिक्षवसर्त्वत छूटे क्षेत्र क्षात्रक निष्णानम

ও হরিদাস—হিন্দু ও মৃসলমান। সেদিন নবদীপে বান্ধণপ্রধান হিন্দু-সমাজের ভিত্তিতে এক ভূমিকম্প অমূভূত হইবার কথা।

জগাইমাধাই উদ্ধারে হরিদাস নিত্যানন্দের জগাইমাধাই উদ্ধার সঙ্গী। নিত্যানন্দ একা নহেন।

চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুঠনের অভিযানে হরিদাসের স্থান আচার্য্য অবৈতের পরেই। সংকীর্তনের প্রথম দলের পুরোভাগে জীঅবৈত, এবং তাঁহার পরের দলের চাঁদ কাজীর বাড়ী পুরোভাগে জীহরিদাস ঠাকুর। তাঁহার পরের দলের পুরোভাগে জীবাস এবং সর্বন্দেষ দলের মধ্যভাগে মহাপ্রভু স্বয়ং—দক্ষিণে জীপাদ নিত্যানন্দ, বাম দিকে গদাধর পণ্ডিত।

কাটোয়াতে সন্মাস লওয়ার পরে (১৫১০ খঃ ফেব্রুয়ারীর শেষে)
প্রভু প্রথমে অতিথি হইলেন ফুলিয়ায় হরিদাসের কুটিরে। ইহাও কি
কম বিপ্লবের কথা ? পরে, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী প্রভু যান।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভূ যখন রূপসনাতনকে হুসেন শাহর মন্ত্রীয় ছাড়াইয়া দলে আনিবার জন্ম অন্তুরোধ করিতে রামকেলী আসেন (গৌড়ের নিকট), তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর প্রভূর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের

সংখ্যাহলেন। আরাণ ও আননাভনের
মহাপ্রভুর কানাইরের
নাটশালার আগমন

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সঙ্গেই।

প্রীরপ ও শ্রীসনাতনকে দলে আনিবার মন্ত্রণায় হরিদাসের পরামর্শ কতথানি ছিল, চিস্তার বিষয়। কেননা, রূপসনাতন জ্বয়ে যাহাই হউন, কর্মে ফ্রেছ হইয়া গো-বাহ্মণদোহী সক্রে—নিজেদের স্বীকার উক্তিতেই—মিশিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ এক্ষ্ম তাঁহাদিগকে ক্ষমা করে নাই। বর্জন করিয়াছিল। রামকেলীতে রূপদীঘি, সনাতন্ত্রীঘির জ্বল সং ব্রাহ্মণেরা সেদিন পর্যান্ত খাইত না। এখন খার ক্রিমা জানি না।

বোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালী যে নৃতন ধর্মের আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। হিন্দু ও মুসলমান সমান অধিকারে এই ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে—একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে, একদিন হিন্দুর সঙ্গে একণে মুসলমানও এই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রচার করিয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছিল। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার ভূরি প্ররাণ বিভ্যমান। যবন হরিদাস, যিনি বৈষ্ণবগ্রন্থে পরে ঠাকুর হরিদাস ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়াই খ্যাত—তাহার অমুপম ধর্মজীবন ইহার সাক্ষী।

মহাপ্রভূর বৈষ্ণবধর্ম, একা মহাপ্রভূর সৃষ্টি নয়। অনেক বড় বড় প্রতিভা মহাপ্রভূর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অধীনে আসিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া প্রাণময় গতিশীল, এমন কি উদ্দাম অভিনব এক

বহু প্রতিভার একত্ত সমাবেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্শের অভ্যাদয় অখণ্ড বস্তুরূপে গৌড় বঙ্গে, উৎকলে, মথুরা ও বৃন্দাবনের আকাশে নব গরিমায় উদিত হইয়াছিল—সুর্য্যের মত জ্যোতিম্মান, চন্দ্রের মত শীতল। বোড়শ শতাব্দীর প্রথম প্রভাত

বাঙ্গালীর ইতিহাসে, জাতির ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন নবযুগ আগমনের ধ্বনি-মুখরিত নৃতন প্রভাত। বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুখান বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে এক নবযুগের আগমন। আর মহাপ্রভূ স্বয়ং এই যুগের যুগাবতার।

হিন্দু ও মুসলমান—এই উভয় ধর্মের, বিশেষতঃ হিন্দুর ব্রাহ্মণপ্রধান, ব্রাহ্মণ-শূজ ভেদমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতক্তপ্রবর্ত্তিত বাঙালীর বৈষ্ণবধর্মে একটা বিজ্ঞাহ আছে। বৈষ্ণবধর্মই
একটা বিজ্ঞোহের ধর্ম। বৈষ্ণবধর্মটোই একটা বিজ্ঞোহ। এই বিজ্ঞোহ
বাঙালী যোড়শ শতান্দীতে করিয়াছিল।
বৈষ্ণবধর্ম একটা
বিজ্ঞোহের ধর্ম
তাহাদের নিজ্ঞ নিজ্ঞ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও

সমাজের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া একত্রে এই বিজোহে যোগ দিয়াছিল।

মহাপ্রভূ এই বিজাব্দের চরম বিকাশ। মহাপ্রভূর আর্ত্রানিকানিকার নেতৃত্ব প্রবিধারের বাড়ীতে অভিবেক করিয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রহণ করিবার উত্যোগ-পর্বের আমরা যাঁহাদের দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে প্রকলন আচার্য্য অবৈত, আর একজন ঠাকুর হরিদাস। শুধু একা অবৈতের হুল্কারেই নিমাই পশুত শ্রীক্ষের অবতার হইয়া অবতীর্ণ হন নাই। অবৈতের সঙ্গে সেদিন যবন হরিদাসও ছিলেন। অবৈত ও যবন হরিদাস, এই 'তৃই জনের ভক্তো চৈত্র কিল অবতার।'—(চৈ: চ:—অ: লী:)।

বাঙালীর এই নৃতন ধর্মের আর একটা বিশেষত্ব যে—ইহা ইচ্ছা করিয়াই নীচ জাভি দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইরাছিল। এই প্রচার ব্রাহ্মণপ্রধান, ব্রাহ্মণ-শৃত্র ভেদমূলক হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে এক স্পষ্ট বিজোহ। প্রথম প্রচারকমণ্ডলী নির্ব্বাচন ব্যাপারে মহাপ্রভুর মনে এই বিজোহের আভাস আমরা পাই। চৈতস্থ-চরিতামৃতকার একথা উল্লেখ করিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন। "সন্মাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বব নাশ; নীচ শৃত্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ।" দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

"নীচ শুদ্ৰ বারা করে ধর্মের প্রকাশ" এবং "হরিদাস বারা নাম মাহাস্থ্য প্রকাশ" ভক্তিতন্ব প্রেম কছে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রত্যন্ত মিশ্র সহ হয় শ্রোতা।
হরিদাস ন্বারা নাম মাহান্ম্য প্রকাশ।
সনাতন ন্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস।
শ্রীরূপের ন্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা।
কে কহিতে পারে গন্তীর চৈতন্তের ধেলা।

—(टेड: ठ:--च: नी:)

কবিরাজ গোস্থামী—আচার্য্য অহৈত বা ঞ্জীপাদ নিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করিলেন না। তার কারণ, তাঁহারা চ্ইজনে তো নীচ শুজ রূহেন।

"হরিদাস বারা নাম মাহাদ্ম প্রকাশ।"—মহাপ্রভু বিশেষ

বিবেচনা করিয়াই ইহা করিয়াছিলেন। চৈতক্ষচরিতামৃতকার এই ব্যাপারকে প্রভুর খেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা তাহার ছেলেখেলা নয়। এই খেলার মধ্যে এমন এক বার্তা ছিল এবং আছে—যাহা বাঙ্গালী হয় ভূলিয়া গিয়াছে, না-হয় আজিও বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। অথবা বুঝিয়াও গোপন করিয়া চলিয়াছে।

নীচ জাতি, ফ্রেছ জাতি বলিয়া অনেক প্রচারক প্রচারকার্য্যে স্পষ্ট কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদের কুণ্ঠার প্রশ্রম্য দেন নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে এই বিদ্রোহ-অভিযানে তাঁহাদের উদ্বোধিত করিয়াছেন। রায় রামানন্দ নিজেকে শুল বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। প্রভু সে আপত্তি শোনেন নাই।—

কিবা বিপ্ৰ কিবা ফাসী, শৃত্ত কেন নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্বা সেই গুৰু হয়।

সনাতন বৈষ্ণব শ্বতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর আদেশেও ভরসা পান নাই, আপত্তি করিতেছিলেন। প্রভু বলিলেন—ভূমি লেখ, ভোমাকেই লিখিতে হইবে।—

> বে বে করিতে তুমি করিবে মনন। কৃষ্ণ তাহা তাহা তোমা করাবে 'ছুরণ॥

এইরপে হরিদাসকে দিয়া শুধু নামের মাহাত্ম্য প্রচার নর, উৎকলে এক প্রান্ধবাড়ীতে ব্রাহ্মণের প্রান্ধপাত্র হরিদাসকে পাওয়াইয়াছিলেন। প্রীত্মদৈতের কথাই মনে হয়—"ভূমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

ইহা আক্ষিক নহে। ইহা বোড়শ শতাব্দীর নৃতন আন্দোলনের অভিনবদ—বিশেষদ। হরিদাসের কুণ্ঠা সন্তেও প্রভূ একরূপ জোর করিয়া এবং জেদ করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালেও এই বিষয়ে হরিদাসের মনে কুণ্ঠা না-ধাক, একটা ভক্তি-মিশ্র বিহ্বলঙা ও কৃতক্ষতা ছিল। মৃত্যুকালে প্রভূকে বলিয়াছিলেন—

অনেক নাচালে মোরে প্রসাদ করিয়া। বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইস্থ ক্লেছ হইয়া।

মথুরা রন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে (১৫১৬ খঃ) মহাপ্রভূ নিজে পাঠান মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করাইরাছিলেন। "সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা। পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।"—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)। "প্রভূ পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধক্ত।"—ইহার কত পূর্বে, মহাপ্রভূর জন্মিবার পূর্বে (সম্ভবতঃ ১৪৭০ খঃ) আচার্য্য অবৈত শান্তিপুরে ১৮ কিংবা ২০ বংসরের যুবক যবন হরিদাসকে 'মাথা মুগুইয়া', তুলসীর মালা গলায় দিয়া, 'কটিতে কৌপীনডোর বান্ধিয়া', কর্ণে হরিনাম দিয়া, বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাকীর বৈশ্ববধর্ম বহু প্রতিভার সংমিশ্রন, সমন্বয়। ইহার সাক্ষী ইতিহাস। এই সকল প্রতিভা একএকজনের এক-একরকম। রায়ের প্রতিভা হরিদাসের নয়, হরিদাসের সাধনপ্রণালী নিত্যানন্দের নয়। নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি রূপ বা সনাতনের নয়। রূপ বা সনাতনের কার্য্য অবৈত বা শ্রীবাস, এমন কি রঘুনাথেরও নয়। রূপ সনাতনের ত্যাগের সহিত রঘুনাথের এশ্বর্য্য-ত্যাগের

বহুমুখী বিভিন্ন বহু-প্রতিভার সমন্বয়-ভূমি মহাপ্রভুর ব্যক্তিম সাদৃশ্য আছে, দীনতায় সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রতিভার স্বাতস্ত্রাও খুব স্পষ্ট। এমন কি, শ্রীরূপ ও সনাতনের মধ্যেও প্রতিভার স্বাতস্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। হরিদাস করিতেন ভিন

লক্ষ নাম জপ, থাকিতেন নির্জ্জন নদী বা সমুক্তভীরে গোঁফার ভিতরে সিলিছীন একাকী। রায় থাকিতেন উদ্যান বাটিকায়; সঙ্গিণী থাকিত চুইজন স্থানরী যুবতী, অভিনেত্রী নর্ত্তকী। রায় তাহাদিগকে ঘরচিত্র নাটকের অভিনয় শিথাইতেন। স্বহস্তে তাহাদের অজ্প প্রসাইন করিয়া দিতেন। মহাপ্রভুকে তাহাদের গীত শুনাইতেন, রুত্য ক্ষেত্রতা। উড়িয়া-লীলায় এই নীচ শুজ রার রামানন্দই

মহাপ্রভূব বৈষ্ণব ধর্মের ও তত্ত্বের উপদেষ্টা শুরু। এবং মহাপ্রভূ নিজে তার প্রধান শ্রোতা। হরিদাসে ও রায় রামানন্দে পার্থক্য আছে। একের কার্য্য অস্তের নয়, বয়ং প্রথম দৃষ্টিতে একে অস্তের বিরোধী। অথচ তাঁহারা বিরোধ করেন নাই। কারণ কি ? এক অথগু বৈষ্ণবধর্মের ইহারা অক্তেত্ত তুই অঙ্গ। ইহাদের সমন্বয় হইয়াছে মহাপ্রভূব নেভূছে। মহাপ্রভূব জীবনে এইখানে মহাপ্রভূব বৈশিষ্ট্য। বছমুখী বিভিন্ন বহু-প্রতিভার সমন্বয়-ভূমি বলিয়া মহাপ্রভূ এই সকল থগু প্রতিভাব মধ্যে এক অপূর্ব্য অথগু সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিমান বড় প্রতিভা। বোড়শ শতান্দীর বৈষ্ণবর্ধের বছপ্রতিভার সমন্বয় বলিয়া ভাহা বহু নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, বিক্ষিপ্ত নয়। তাহা এক অথগু প্রাণময় বস্তু। মহাপ্রভূ এই প্রাণ। 'সুত্রে মণি গণা ইব'—এই বহু-মণিমাণিক্যে এক মালা গাঁথিয়া একস্ত্রে বান্ধিয়া তিনি গলায় পরিয়াছিলেন, মাথায় ভূলিয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবধর্মের বৈচিত্র্যময় অথগু রূপ। মহাপ্রভূ নিজে সেই রূপ। অথচ কী অপরূপ!

এইবার হরিদাস প্রভূর সঙ্গে নীলাচলবাসী। সমুস্ততীরে নির্জ্জন গোঁফায় প্রতিদিন ভিনলক নাম জপে মগ্ন। তিনি কোনদিন জগন্নাথ দেখিতে যাইতেন না। নীলাচলে প্রভূ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উচ্চ নামকীর্ত্তনে কী ফল ? উত্তরে হরিদাস সর্ব্যমুক্তির কথা পাড়িলেন। একা জপ করিলে নিজের মুক্তি হয় সত্যা, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিলে অহ্য মানুষ, জীবজন্ত, গাছপালা, সমুদ্র, পর্বত—এ সবের মুক্তি হইবে। বাঙলার বৈষ্ণব শুধু নিজের মুক্তি চায় নাই। সমস্ত জীবের, সমস্ত সংসারের মুক্তি চাহিয়াছিল। ইহাও হরিদাসের দান। জীবোদ্ধার জীচৈতক্ত অবতারের নবদ্বীপ-লীলার গোড়াকার আদর্শ। আচার্য্য অবৈক্ত

আর একদিন মহাপ্রভূ হরিদাসকে (ক) যবন উদ্ধার, (খ) নাম মাহাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন ৷— হরিদাস, কলিকালে যবন অপার, গো আন্ধণে হিংসা করে মহা ছরাচার, ইহা সভার কোন মতে হইবে নিস্তার।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ৩য় প:)

রাধিকার ভূমিকায় মাথুর বিরহে দিব্যোম্বাদে যখন প্রভূ নীলাচলে লীলা করিতেছেন, তখনও তিনি যবন উদ্ধার ভূলিয়া যান নাই। চিন্তা করিতেছেন, পরামর্শ করিতেছেন। হরিদাস বলিলেন—

হরিদাস কহে প্রভূ চিন্তা না করিহ।

ববন সকলের মৃক্তি হবে অনায়াসে,

হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাবে।

মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম,

ববনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।

—(চৈ: চ:—অস্তা, ৩র প:)

নাম মাহাত্ম্য কিরূপ ?

বছপি সক্ষেতে তার হর নামাভাব।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।
নামের অক্ষর সব এই ত বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব।

(চৈ: চ:—অস্ত্য, ৩ম্ব প:)

ইহাই হার্দালের সিদ্ধান্ত।

এইবার হরিদাসের নির্বাণের কথা। এবং শেষ কথা। সে এক অন্তুত ঘটনা। হরিদাসের নাম জপ শেষ হয় না। ভোজা অভক্ষিত থাকিয়া যায়। শরীর অস্থ মনে করিয়া প্রভূ নিজে আসিলেন। বলিলেন—হরিদাস স্থান্থ হও। হরিদাস উত্তর করিলেন—"শরীর স্থান্থ হর মোর, অসুস্থ বৃদ্ধি আর মন।" sक्षिताम्बद्ध **विश्वी**न

প্রান্থ কহে কোন ব্যাধি কহ তো নির্ণন্ধ।
তি হো কহে সংখ্যা কীর্জন না প্রন্ন।
প্রান্থ কহে বৃদ্ধ হইলা এবে সংখ্যা অল্প কর।
কিদ্ধ দেহ তৃমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর।
লোক নিন্তারিতে এই তোমা অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার।
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্জন।

—(চৈ: চ:—অস্তা, ১১শ প:)

হরিদাস অস্বীকার করিলেন। বলিলেন-

দীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিন্তে, সেই দীলা প্রভূ মোরে কভূ না দেখাইবা, তোমার আগে আমি মৃত্যু ইচ্ছা করি।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১১শ প:)

প্রভূ বলিলেন: "কিন্তু আমার যে-কিছু সুখ, সব তোমা লইয়া। তোমা যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া। হরিদাস চরণে ধরি কহে, না করিছ মায়া।" তোমার লীলার সহায় এখন কড কোটি ভক্ত আছে ?—

আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা হানি হৈল।
—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১৯শ গ:)

তার পরদিন প্রাতঃকালে সকল ভক্ত সঙ্গে করিয়া প্রভূ আসিলেন। হরিদাসকে ঘিরিয়া নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রামানন্দ, সার্ক্ষভৌম প্রভৃতিকে প্রভূ হরিদাসের গুণের কথা বলিভে লাগিলেন। সকল ভক্ত হরিদাসের চরণ বন্দনা করিল।—

> ছরিদাস নিকাগ্রেভে প্রভূরে বসাইলা। নিক নেত্র ছুই ভূক মুখপন্তে দিলা।

স্বন্ধদরে আনি ধরিল প্রাভূর চরণ।
সর্ব ভক্ত পদরেগু মন্তকে ভূবণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত শব্দ বলে বার বার।
প্রাভূ মুখমাধুরী পিরে নেত্তে জলধার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রমণ।

তারপর-

হরিদাসের তম্ব প্রভূ কোলে উঠাইয়া। অঙ্গনে নাচেন প্রভূ প্রেমাবিষ্ট হইয়া।

পরে-

ছরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া। সমুক্তে লইয়া গেল কীর্ন্তন করিয়া।

বাঙালীর সংকীর্ত্তন বুঝি সেইদিন সমুদ্রগর্জনকেও স্তম্ভিত করিয়া
দিয়াছিল !—

আগে মহাপ্রভ্ চলে নৃত্য করিতে করিতে,
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে।
হরিদাসে সমৃত্রজলে সান করাইলা,
প্রভ্ কহে সমৃত্র এই মহাতীর্থ হৈলা।
হরিদাসে পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ,
হরিদাসের অব্দ দিল প্রসাদ চলন।
ভোর করার প্রসাদ বস্ত্র অব্দ দিলা,
বালুকার গর্জ করি তাহে শোরাইলা।
হরিবোল হরিবোল বলে গৌড় রায়,
আপন প্রীহত্তে বালু দিল তার গায়।
তারে বালু দিয়া উপরে পিগুা বাছাইল,
চৌদিকে পিগুার মহা আবরণ কৈল।
তারে বড়ি মহাপ্রভু কৈল কীর্জন নর্জন,
হরিধনি কোলাহলে ভরিল ভুবন।

一(कि: 5:—वड़ा, 554 %;)

at a west

হরিদাসের মছোৎসবের জন্ত মহাপ্রস্থ নিজে আঁচল পাতিয়া ভিকা চাছিলেন

তারপরে সমূত্রে স্নান করিয়া প্রভু সিংহদ্বারে আসিয়া নিজে আঁচল পাতিয়া হরিদাসের মহোৎসবের জন্ম প্রসাদ ভিক্ষা চাহিলেন। এমন বিচলিত হইতে তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই। নিজে আঁচল পাতিয়া তিনি কোনদিন ভিকা

করেন নাই।-

সিংহ্ছারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি। আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তাথাঞি॥ হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে। প্রসাদ মাগি ভিক্ষা দেহতো আমারে।

—(চৈ: চ:—অস্তা, ১১শ প:)

স্বরূপ গোসাঞি প্রভূকে সরাইয়া দিয়া লোক দিয়া বিস্তর প্রসাদ বহন করাইয়া নিয়া চলিলেন। 'সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি', নিজে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা আর কোনদিন দেখি নাই।

> মহাপ্রভুর শ্রীহন্তে অল্প না আইসে। এক এক পাতে পঞ্চজনার ভোজ্য পরিবেশে । —(চৈ: চ:—অস্তা, ১১শ প:)

তারপর মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ছরিদাসের বিজ্ঞয়োৎসব যে কৈল দর্শন। যে তাহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীৰ্ডন। বে তারে বালুকা দিতে করিলা গমন। তার মহোৎসবে ষেই করিলা ভোজন। অচিরে তা সভাকার হবে ক্লফ প্রাপ্ত। হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি। কুপা করি কৃষ্ণ যোর দিয়াছিল সম। স্বতন্ত্র করের ইক্তা কৈলা নত্ব ভব ।

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শক্তি তারে নারিল রাখিতে।
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিজ্ঞমণ।
পূর্বে যেন শুনিরাছি ভীমের মরণ।
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রম্বশৃক্ত হইল মেদিনী।

—(চৈ: চ:—অস্ত্র্য, ১১খ প:)

বাঙলার বিংশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কান পাতিয়া মহাপ্রভূর এই সম্ভাষণ শোন, আর ষোড়শ শতাব্দীর মহাপ্রভূর ধর্ম্মে বাঙালীর 'সে বন্ধ্র নির্ঘোষে কি ছিল বার্ডা' নির্জনে বসিয়া চিস্তা কর।

भ्रीभाम निछ । तन्म श्रञ्

[জন্ম—১৪৭৮ খঃ॥ মৃত্যু—১৫৪৫ খঃ॥ ৬৮ বৎসর]

॥ শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূ॥

"শ্রীপাদ, তোমার গৌড়রাজ্যে কারো নাহি অধিকার।"

প্রীপাদ নিজ্যানন্দপ্রভূ তখন বৃন্দাবনে। সেইখান হইতেই শুনিতে পাইলেন যে, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র 'প্রকাশ' হইয়াছেন।—

এই মত বৃন্দাবনে বৈদে নিত্যানন। নবদ্বীপে প্ৰকাশ হুইলা গৌরচন্ত্র ॥

—(চৈ: ভা:—মধ্য, ৩য় অ:)

ষোড়শ শতাব্দীর তথন প্রথম প্রভাত। নবদ্বীপের টোলের খ্যাতি তখন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই যুগ— যখন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনকে নিয়মিত ও শৃষ্ট্রালিত করিবার জন্ম 'অষ্ট্রবিংশতিতত্ত্ব' লিখিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তম্ত্র শাস্ত্রের বহু বিভিন্ন শাখাকে যোড়শ শতাব্দীর সংগ্রহ করিয়া 'রুহংতন্ত্রসার' প্রণয়ন প্রথম প্রভাত করিতেছেন। রঘুনাথ প্রাচীন স্থায় ভাঙ্গিয়া, মিথিলার গর্ব্ব থব্ব করিয়া নব্যস্থায় দর্শন সৃষ্টি করিতেছেন। গৌড়ে তখন হোসেন শা'র রাজস্বকাল। বাঙলার এই যুগটাকে হুসেনী যুগও বলা যায়, বিশেষতঃ বাঙলা সাহিত্যের দিক হইতে। হোসেন শা' নিজে উৎসাহ দিয়া রামায়ণ, জৈমিনি ভারত প্রভৃতি বাঙলায় অমুবাদ করাইতেছেন। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি অমুবাদ-কারিগণ হোসেন শা'র দরবারে পুরন্দর খান, গুণরাজ খান প্রভৃতি মুসলমানী উপাধি পাইতেছেন। হোসেন শা' নিজে বৈষ্ণবের পঞ্চরসের তত্ত্ব শুনিয়াছেন ও জানিয়াছেন ।—

প্রকৃত হসন, ব্দগৎ ভূষণ, সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পূরন্দর, ভণে মশোরাক্রধান।
—(সাহিত্য পং পত্রিকা—১৩০৬ সন, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৮)

মালাধর বস্থু বাঙলায় ভাগবতের অমুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের অমুবাদ হইলেও, ইহাতে রাধিকা
আসিয়াছেন। ভাগবতে রাধিকা নাই, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে। মহাপ্রভূ
এই শ্রীকৃষ্ণবিজয় পরিণত অবস্থায়ও পাঠ করিতেন। যখন রাজ্যমধ্যে
বাঙালী সভ্যতার সমস্ত দিকে এমনি একটা ভূমূল আলোড়ন
চলিতেছে, সেই সময় নবদীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইলেন। সভ্যতার
অস্থান্থ দিকগুলি হইতে খণ্ডিত হইয়া, বিচ্ছিয় হইয়া গৌরচন্দ্র প্রকাশ
হইলেন না। সমগ্র বাঙ্গালী সভ্যতাটাই যখন একটা নব কলেবর
গ্রহণ করিতেছে, সেই এক অথণ্ড বিরাট আন্দোলনের অস্তর্ভূক্ত
হইয়া সেই মহা জাগরণকে আশ্রয় করিয়া গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইলেন
বোড়শ শতাব্দীর নৃতন যুগধর্ম প্রবর্তনকারী, সংকীর্তনবিহারী
নেতারপে—অবতাররূপে।

পরম উদ্ধত, মহাতার্কিক নিমাই পণ্ডিত টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতেন। ব্যাকরণের স্বতম্ব একখানি টীকাও তিনি করিয়াছেন। অলহার, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি অক্যান্য শান্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। কেহই তাঁহার সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু হইলে কি হয়, তিনি গয়া হইতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিশ্ব পরম কৃষ্ণভক্ত ঈশ্বর পুরীর নিকটে দশাক্ষর গোপীনাথ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া টোল ছাডিয়া দিলেন। আর ছাত্র পড়াইবেন না। জ্ঞানপথ ছাডিয়া ভক্তিপথে তাঁহার খুব মতি হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণনাম প্রচার করিতেছেন। আর তর্ক করেন না। শ্রীবাসের বাড়ীতে রুদ্ধদারে সংকীর্ত্তনের মহডা চলিতেছে। নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা একত্র হইয়াছেন। নবদ্বীপের বাহিরে যাঁহারা পণ্ডিত, অথচ ভক্ত বৈঞ্চব, তাঁহারাও একে একে আসিতেছেন। রীতিমত একটা দল গঠন হইতেছে। लाक मःश्रह চनिरुद्ध। এकটা নृতন ধর্ম প্রচারের জক্ষ যা যা चात्मानन पदकात, जा नमखरे भूतापरम চলिতেছে। চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ নবৰীপ হইতে অভিদূর বুন্দাবনেও গিয়াছে। নভুবা নিত্যানন্দ শুনিবেন কিরূপে ?

গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইবার পূর্বে বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে
গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইবার
পূর্বে বাঙলাদেশের
গৌরচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই জন্মগ্রহণ
বিভিন্ন স্থানে অনেক করিয়াছেন। শান্তিপুরে অছৈতাচার্য্য; বৃড়নে
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন
যবন হরিদাস; শ্রীহট্টে শ্রীরাম পশুত,
শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব, মুরারি গুপ্ত; চট্টগ্রামে পুগুরীক বিভানিধি
ও মুকুন্দ—"একসঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে"— (চৈ: ভা:)।
চৈতক্ত বল্লভ দত্ত—

রাঢ়ে একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ। শ্রীচন্দ্রশেপর, জগদীশ, গোপীনাথ। শ্রীমান, ম্রারি, শ্রীগঞ্চড়, গঙ্গাদাস॥
—(চৈ: ডা:)

ইহারা সকলেই আগে জন্মিয়াছেন।—

পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর আজ্ঞায়। —(চৈ: ভা:)

বৈষ্ণব বলিয়া ইহাদের মধ্যে একটা বান্ধব ব্যবহার ছিল। কিন্তু কে কোন্ অবতার, তা কেহই জানিতেন না।—

সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিক্ত অবতার॥
—(চৈঃ ভাঃ)

গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের অবতার না-হওয়া পর্যান্ত পারিষদগণ কে কোন্
অবতার হইবেন, ঠিক হয় নাই। যদি গৌরচন্দ্র অবতার না-হইতেন,
প্রকাশ না-ছইতেন, তবে হয়তো ইহারা কেহই কোন অবতার হইতেন
না। বে বেমন তেমনি থাকিতেন—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈশ্ববের।
বৈমন একা একা অবতার না-হইয়া থাকিয়া গিয়াছেন। পঞ্চদশ
শতাব্দীতেও বাঙলায় বৈশ্বব ছিল। গৌরচন্দ্রের অবতারছের স্বক্ষে

মিলাইয়া সঙ্গিপণের মধ্যে যার যে রকম চরিত্র, তদমুযায়ী অবতারছ
আরোপ হইয়াছে। কেবল গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের অবতার হন নাই—
নৃতন ধর্ম প্রচারের জক্ত সমগ্র কৃষ্ণলীলাই সাঙ্গোপাঙ্গের উপর
আরোপিত হইয়াছিল। সঙ্গীদের মধ্যে বৃন্দাবন-লীলা অবতার
ছাড়া প্রায় কেহই ছিলেন না। দলের উপর বৃন্দাবন-লীলা আরোপ
করাইয়া তবে প্রচার আরম্ভ হয়।

গৌরচন্দ্র প্রকাশের পূর্বে বৈষ্ণবগণ প্রায় একা একাই থাকিতেন।
দল গঠন হয় নাই।—

আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন।
—(চৈঃ ভাঃ)

অদৈতের সভায় কেহ কেহ আসিয়া কৃষ্ণকথা বলিতেন। শ্রীবাসাদি চারি ভাই রাত্রি হইলে—দিনে পারিতেন না—উচ্চৈঃস্বরে হরিনামও করিতেন।—এই পর্যাস্ত।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রয়োজন আচার্য্য অধৈত ও যবন হরিদাস— সর্ব্বপ্রথমে এই ছুইজনেই বিশেষ করিয়া ভাবিতেন। কিন্তু কেহই প্রচার আরম্ভ করিতে সাহসী হন নাই। কেন? কেন তাঁহারা প্রচার আরম্ভ করিতে সাহস করেন নাই? পরে তাঁহারাই ত প্রচার করিয়াছেন!

একটি বস্তুর অভাব ছিল। তাহা গৌরচন্দ্রের প্রকাশ। বাঙালীর বাড়েশ শতাব্দীর প্রচার এই নেতৃত্ব—এই প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছিল। গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ব্যতিরেকে হয়তো এই প্রচার সম্ভব হইত না। এইখানে প্রীচৈতস্থ-চরিত্রের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব। এইখানে, গৌরচন্দ্রের প্রকাশ একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন—যার জম্ম যবন হরিদাস নির্জন গোঁফায় বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন, প্রীঅবৈত জলত্লসী দিয়া বিধিমত পূজা করিতেছিলেন। অকম্মাৎ কিছু হয় নাই। রীতিমত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইতিহাসে জক্মাৎ, বিনা কারণে কিছু হয় না। ইতিহাসের ঘটনার অস্তরালে

সেই সমস্ত কারণ অমুসদ্ধান করাই এযুগের তপস্তা। ইতিহাসের ঘটনাগুলির কারণ যিনি জানেন না, তিনি ইতিহাস জানেন না। বাঙালীর বৈষ্ণবর্ধ্ম ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা। এত বড় যে, ইহার সমত্ল্য ঘটনা গত ৫০০ বংসরে বাঙলা দেশে আর ঘটে নাই। এবং এত বড় ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ ইতিহাসেই আছে। নিত্য লীলা হইতে ইহা প্রকট হইয়াছে—তা হউক। কিন্তু প্রাকৃতের কারণ প্রাকৃতের মধ্যেই যে-পরিমাণে পাওয়া যায়, প্রাচীন বা নবীন বৈষ্ণবর্গণ ভাহা অমুসদ্ধানে একাস্তই বিমুখ। কেবল নিত্য বা অপ্রাকৃতের উপর বরাত দিয়া প্রাকৃত ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চলে, বিংশ শতাব্দীতে চলে না। আর যদি চলে, তবে নব্যক্থায়ের উদ্ভাবনকারী যে জাতি, তার বৃদ্ধিকে অপমান করা হয়।

বুন্দাবনে নিত্যানন্দ, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ শুনিলেন।—

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।

—(চৈ: ভা:)

জানিয়া তিনি কী করিলেন

নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আসমন জানিঞা আইলা ঝাট নবন্ধীপপুরে আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্ব্যের ঘরে ॥

—(চে: ভা:)

তখন নিত্যানন্দের বয়স ৩২ বংসর। মহাপ্রভুর বয়স ২৩ বংসর
মাত্র। নিত্যানন্দপ্রভু, মহাপ্রভু হইতে ৮ বংসরের বড়। ইহা
১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইতিহাসের এত বড় একটা ছঃসাহসিক
কার্য্যে, নিমাইয়ের মত এত অল্প বয়সের একজন যুবককে নেতা হইতে
আর দেখা যায় না। বাঙলায় তো হয়ই নাই, অশ্ব্য দেশেও না।

প্রভূ নিত্যানন্দ ত নবদীপ আসিলেন। এখন অতি সংক্ষেপে তাঁহার ৩২ বংসর হীলেন্টানের একটা গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করা বাক্। নবদীপ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে

এই ৩২ বংসর তিনি কী করিয়াছেন, তাহা না-জানিলে তাঁহার সম্বদ্ধে কোন সঙ্গত ধারণায় পৌছা যাইবে না।

লুপলাইনে বল্লভীপুর ষ্টেশনের নিকট বীরভূম জেলায় একচাকা গ্রামে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশী জন্ম তিথিতে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।—

> রাঢ়ে অবতীর্ণ হইলা নিত্যানন্দ রাম, মাঘ মাসে শুক্লা অয়োদশী শুভদিনে, পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে, হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।

—(कि: जा:—जानि, २३ जाः)

নিত্যানন্দের পিতা-

হাড়ো ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী। একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি। —(চৈ: ভা:—আদি, ২য় অ:)

নিত্যানন্দের পিতা রা
্টী শ্রেণীর বাহ্মণ। তবে কৃষিকর্মণ্ড
করিতেন। বাহ্মণের কৃষিকর্ম করা তখন দোষের ছিল না। অনেক
বাহ্মণের তখন যজমানবৃত্তির সঙ্গে কৃষিকর্মণ্ড জীবিকা ছিল।
চাকুরিজীবী বাহ্মণ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কম। উনবিংশ শতাব্দী
ছইতেই ইহার প্রচলন। বাহ্মণের পক্ষে চাকুরী করা, বিশেষতঃ
রাজসেবক, রাজার চাকুরী করা—ভাল কথা ছিল না। উহাতে
নিন্দা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ নন্দকুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও
এমন বাহ্মণ বাঙলার ছিল—গাঁহারা আসেন নাই, খান নাই। কেননা,
তিনি নবাব মিরজাফরের চাকুরী করিতেন। রার রামানন্দ, শ্রীরপে,
শ্রীসনাজনের মত বড় বড় রাজকর্মচারী রাজসরকারে চাকুরীর জক্ত
নিক্তেকে হীন মনে করিতেন।

হাড়াই ওঝা---

কিবা ক্বৰি কৰ্মে, কিবা যজমান ঘরে। কিবা হাটে, কিবা ঘাটে যত কর্ম করে॥ —(চৈ: ভা:)

সর্বাদাই ব্রাহ্মণ চিস্তিত থাকিত, পাছে পুত্র সন্মাস লইয়া গৃহত্যাগী হয়।—হইলও তাই।

"দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী স্থন্দর" আসিলেন। এবং নিত্যানন্দের পিতার নিকট হইতে বালক নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া কিছুদিনের জম্ম সঙ্গে নিলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনে যাইবেন। সঙ্গেল ভাল ব্রাহ্মণ নাই।—এই জম্ম।

সন্ধ্যাসী বলে,—'করিবাঙ্ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাছিক ব্রাহ্মণ॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥'
—(চৈ: ভা:)

তীর্থে তীর্থে সন্নাসীর পরিচর্য্যা করিবার জক্ম বালক নিজ্যানন্দ—
তথন নাম ছিল কুবের, আর বয়স ছিল মাত্র ১২—গৃহত্যাগী হইলেন।
১২ বংসরে যতদ্র সম্ভব তার অধিক লেখাপড়া নিজ্যানন্দ শিখিতে
পারেন নাই। ভক্তিরত্নাকর বলেন—১২ বংসর বয়সেই বালক
নিজ্যানন্দকে ১৬ বংসরের মত দেখাইড, এবং সেই বয়সেই হাড়াই
ভঝা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ পর্যাস্ত করিতেছিলেন।

অনেকের ধারণা—চৈতক্সদেবের বড় ভাই বিশ্বরূপ যথন সন্ধাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তথন তিনিই বালক নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া যান। চৈতক্তের অগ্রন্থ বিশ্বরূপই এই সন্মাসী। কিন্তু প্রাচীন প্রস্থে ইহার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বেসব উপগ্রন্থে ইহা আছে তাহা অপ্রামাণিক। ছালার অক্সরে সমস্ত গ্রন্থই কিছু প্রামাণ্য নহে।

নিত্যানন্দ ১২ বংসর বয়সে সন্মাসীর চেলা হইয়া গৃহত্যাগ করেন। ২০ বংসর ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ ও বাস করিয়া অতিবাহিত করেন। ২০ বংসর বাড়ী ফিরেন নাই। উল্লেখ নাই—

১২ বৎসর বন্ধসে গৃহত্যাগ—২০ বৎসর ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ কোথাও। বিবাহ না-করিয়া ২০ বংসর একাদিক্রমে এই বৃহৎ দেশের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ৩২ বংসর বয়সে তাঁহার জীবনে যে অভিজ্ঞতা, যে বহুদশিতা, যে উদারতা

সঞ্চিত হইয়াছিল—নবদ্বীপের কোন এক বিশেষ সংকীর্ণ টোলে, কোন এক বিশেষ শাস্ত্র এতদিন ধরিয়া পড়িলে, বৃদ্ধি ও চরিত্র যেরূপে গঠিত হইত, নিত্যানন্দ-চরিত্রে তাহা হয় নাই। বহু বংসর ব্যাপী বহুদেশ ভ্রমণজনিত নিত্যানন্দ-চরিত্রে কৃপমণ্ডুকতা বাল্য হইতেই প্রশ্রম্য পায় নাই। শ্রীচৈত্রসদেবের বিছা ও পাণ্ডিত্য নিত্যানন্দে

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতক্স চরিত্রের তুশনা ছিল না। চৈতক্সদেব ছিলেন টোলের ছাত্র—
টুলো পণ্ডিত, যুবক, ব্রাহ্মণ, অভিমানী,
দাস্তিক, উদ্ধত, তার্কিক অথচ অসাধারণ
পণ্ডিত। নিত্যানন্দ টোলে পড়েন নাই.

পড়ান নাই; বিভা বা পাণ্ডিভ্যের খ্যাতি নাই, স্থ্যোগও ঘটে নাই।
কিন্তু তিনি বহুদর্শী, তিনি একজন ইতিহাসবরেণ্য বিখ্যাত ভ্রমণকারী
—পরিব্রাজক। ভারত পর্যাটকদের মধ্যে, ষোড়শ কেন অভাপি
তিনি অগ্রনী। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে এত বড় পর্যাটক ও বহুদর্শী
আর কেহই ছিলেন না। ঈশাননাগর আচার্য্য অবৈতকে দিয়াও
অনেক তীর্থ পর্যাটন করাইয়াছেন সত্য—কিন্তু এতটা নহে। জ্রীপাদ
নিত্যানন্দ তখন সম্মাসী—বিবাহ করেন নাই। জ্রীচৈতভ্যদেব হুই
হুইবার বিবাহ করিয়াছেন—মা আছেন, স্ত্রী আছেন, উত্তম গৃহস্থ।
ক্রিট্টেট্টেট্টের বাড়ী নাই, ধর নাই। মহাপ্রভুর সব আছে। নিত্যানন্দ
উদার, ক্রমাশীল, অবধৃত অর্থাৎ সর্ব্বসংস্কারমূক্ত এবং পরম দয়াল।
চৈতত্যাদেব তা নহেন—নিত্যানন্দের সমত্বা তো নিশ্চয়ই নহেন।
মহাপ্রভু পূর্ণি বেশী সাট্টান্তন, তর্ক বেশী করিয়াছেন। নিত্যানন্দ

প্রভ্ দেশ বেশী দেখিয়াছেন, মামুষ বেশী চিনিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোককে ২০ বংসর একাদিক্রমে যিনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার মানসিক বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস বাঙলা সাহিত্যে আজিও লিখিত হয় নাই। অপ্রাকৃতের মোহে পড়িয়া বৈষ্ণব লেখকগণ এই অতি বড় প্রয়োজনীয় প্রাকৃতের ইতিহাসটি উপেক্ষাই করিয়াছেন। নিত্যানন্দের ২০ বংসর ব্যাপী ভারতভ্রমণ একনিঃখাসে, প্রাচীন পুঁথির এক পাতাতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু তা যাওয়া উচিত নয়।

চৈতক্সভাগবতকার বৃন্দাবনদাস, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট সমস্তই শুনিয়াছিলেন। তিনিও তীর্থের নামগুলির মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।—ইহা যথেষ্ট নয়। বাঙলার সর্বপ্রধান সমাজ-সংস্কারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রচারকের মানসিক বিকাশের ইতিহাস, এই ২০ বংসরের অন্ধকারে লুকায়িত। বৈষ্ণব এবং অ-বৈষ্ণব, সকলেরই ইহা অনুসন্ধানের বিষয়।—

হেন মতে বাদশ বংসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে।
ভীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বংসর।
তবে শেষ আইলেন চৈতক্য গোচর।

—(চৈ: ভা:)

চৈতক্ষের গোচরে আসিবার পূর্ব্বে তিনি এক বৃহৎ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাহা আর কেহ করেন নাই। মহাপ্রভ্ নিজেও নয়। চৈত্যভাগবতের ক্রম তীর্থ ভ্রমণের নাম ও অনুসারে নিত্যানন্দ (ক) প্রথমে গেলেন কম নির্দেশ কম নির্দেশ কম বিজেশর; পরে—বৈভনাথ, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হস্তিনাপুর। (খ) তারপর—ছারকা, সিদ্ধপুর, মংস্থতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্কেত্র, পৃথুদক, ক্রিন্তেরেরে, প্রভাস। (গ) ক্রিভকৃপ, ব্রশ্বাতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিশ্রোতা, নৈমিধ-অরণা, শ্বোধ্যা, পুলছ-আশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণ, মহেন্দ্র পর্বনত; শেষ—হরিদার। (ঘ) পশ্পা, ভীমরসী, বেম্বাতীর্থ, শ্রীপর্বনত। (৪) তবে নিত্যানন্দপ্রভু জাবিড়ে গেলেন।—বেক্বটনাথ, কামকোষ্ঠী-পুরী, কাঞ্চী সরিদ্বরা, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, হরিক্ষেত্র, শ্বন্তপর্বন্ত, তাত্রপর্ণী, মলয়পর্বন্ত, বদরিকাশ্রম——এখানে।

এখানে-

কথোদিন নরনারায়ণের আশ্রমে আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥

কেবল ঘ্রিয়া বেড়ান নাই। পরম নির্জ্জনেও মাঝে মাঝে বাস করিয়াছেন। তিনি অবধৃত, তিনি যোগী। তাঁহার দেশত্রমণ একটা বিলাস নয়, খেয়াল নয়, বায়ুপরিবর্ত্তন নয়, উদ্দেশ্মহীনও নয়। বাঙলার বোড়শ শতান্দীর ধর্মপ্রচারের যে প্রকাণ্ড মহীকহ, তাহা এই সময়ে বীজ হইতে তাঁহার মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছিল।

(b) তারপরে গেলেন ব্যামের আলয়। সেখান হইতে—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞানেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
কুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

—(চৈ: ভা:)

বৌদ্ধদের মাথায় নিত্যানন্দ লাখি মারিলেন—ইহা বিশ্বাস হয় না।
মাথায় লাখি মারা—বে-কোন উত্তম বা অধম কারণের জন্মই হউক,
বৃন্দাবনদাসের একটা মুজাদোষ। চৈতক্ত ভাগবতের পাঠকমাত্রই
ভাহা অবগত আছেন। নিত্যানন্দ প্রভূব সাক্ষাংশিয় হইলেও
বৃন্দাবনদাস ক্রোধী ব্যক্তি ছিলেন। নিজের অ-প্রাকৃত জন্মবৃত্তান্তের
জন্ম বৃন্দাবনদাস ক্রেম্বী ব্যক্তি ছিলেন। নিজের অ-প্রাকৃত জন্মবৃত্তান্তের
জন্ম বৃন্দাবনদাস অভজ আলোচনা ভাঁহাকে আইনশব শুনিতে হইয়াছে,

সম্ভবত: সেইজক্মই তাঁহার স্বভাব তিক্ত ও বিরক্ত হইরা গিরাছে। তিনি এবং তাঁহার মাতা নারায়ণী নবদীপ হইতে একরূপ নির্বাসিত ছিলেন। অবশ্য দ্য়াল নিত্যানন্দের শিশ্যদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ ছিলেন।

ছে) তারপর নিত্যানন্দ আসিলেন—কক্সকানগর, দক্ষিণসাগর, শ্রীষ্মনস্থপুর, পঞ্চ-অব্দরা-সরোবর, গোকর্ণাখ্য, কেরল, মাহিম্মতীপুরী, …'স্পারক দিয়া প্রভূ প্রতিচী চলিলা'। বনে ভ্রমণ করিতে করিতে— দৈবে মাধ্বেক্সহ হৈল দর্শন।

> মাধবেক্রপুরী দেহে ক্লক্ষের বিহার ষার শিশু মহাপ্রভূ আচার্য্য গোসাঞি। ভক্তিরসে আদি মাধবেক্স স্তত্ত্বধার, গৌরচক্স ইহা কহিয়াছেন বার বার।

> > —(চৈ: ভা:)

নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ—একটি বড় ঘটনা।
অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই নিত্যানন্দে
কৃষণ্ডক্তি সংক্রমিত হয়। মহাপ্রভু গয়া যাইবার পুর্বে নবদ্বীপে
কৃষ্ণরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, ঈ্ষরপুরীর কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থ
আলোচনান্তে মহাপ্রভুতে কৃষ্ণভক্তি যেরূপ সংক্রমিত হইয়াছিল—
সেইরূপ মাধবেন্দ্রপুরী দারা নিত্যানন্দপ্রভুর
মাধবেন্দ্রপুরী
এইরকম হওয়াটা আশ্চর্য্য ত নয়-ই, বরং খ্ব
স্বাভাবিক। শ্রীঅবৈতও মাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্ব ছিলেন। তাহা
হইলে দাঁড়ায় এই যে: শ্রীঅবৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও চৈত্রভুদেব
—ইহাদের প্রথম হইজন সাক্ষাৎ মাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্ব; আর তৃতীয় জন
মাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্ব যে কৃষরপুরী, তাঁর শিশ্ব। এই মাধবেন্দ্রপুরী
বোড়শ শতাব্দীর ভক্তিধর্মের আদি স্ক্রধার। কেহ কেহ বলেন
যে, তিনি না-কি শৃক্ত ছিলেন। কিন্তু শ্রের সন্ধ্যাস ত তথন
বিধিসক্তে ছিল না—বিশেষতঃ দশনামী সম্প্রদায়ে।—

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিম্পন্দ। নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী। পড়িলা মূচ্ছিত হই আপনা পাসরি।

মাধবেক্স কথা অভি অভূত কথন। মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।

—(চৈ: ভা:)

চণ্ডীদাসের রাধিকা, মহাপ্রভুর শেষ ১২ বংসরের দিব্যোম্মাদ ও কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনী—মাধবেন্দ্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত নিত্যানন্দের যে-সব কথা হইয়াছিল—বুন্দাবনদাস তা সবিস্তারে লেখেন নাই। তবে অনেক কথা যে হইয়াছিল, তার আভাস পাওয়া যায়।—

মাধবেক্স সঞ্চে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা ক্লফক্স সে প্রমাণ।
মাধবেক্স নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবিধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে।
—(চৈ: ভা:)

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে—মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বন্ধুর মত দেখিতেন, আর নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রকে শুরুর মত দেখিতেন। মাধবেন্দ্র বলিতেছেন—

> নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলু সংহতি। —(চৈঃ ভাঃ)

আবার---

মাধবেক প্রতি নিজ্ঞানন্দ মহাশর।
স্কল্প বৃদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করম।
—(চৈঃ জাঃ)

মাধবেক্সকে ছাড়িয়া নিত্যানন্দ আবার ভ্রমণে চলিলেন।
মাধবেক্স গেলেন 'সরষ্ দেখিবারে'; নিত্যানন্দ আসিলেন—
(জ) সেত্বন্ধ, রামেশ্বর, বিজয়ানগর, মায়াপুরী, অবস্তী, জিভড়রুসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কুর্ম্মনাথ···পরে, নীলাচলে পুরী তীর্থে। মহাপ্রভুর বহু পূর্বে নিত্যানন্দপ্রভু পুরী গিয়াছিলেন। পুরী কিছুদিন ছিলেন। পরে—পুরী হইতে গেলেন গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগর হইতে পুনরায়—মথুরা ও বৃন্দাবন।

নিত্যানন্দের এই ভীর্থযাত্রার ক্রম বৃন্দাবনদাস, নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন।—

> তান তীর্থবাত্রা সব কে পারে কহিতে। কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর রুপা হইতে।

> > —(চৈ: ভা:)

এইবার গৌরচন্দ্রের 'নবদ্বীপে প্রকাশ' শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভূ
নবদ্বীপ আদিলেন (১৫০৯, জুন শেষ অথবা জুলাইয়ের প্রথম)।
নন্দন আচার্য্যের ঘরে আসিয়া থাকিলেন।
নিত্যানন্দের নবদ্বীপ
নিজে গিয়া গৌরচন্দ্রের সহিত দেখা করিলেন
আগমন
না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার
পরেও গৌড় হইতে নীলাচলে গমনাগমনকালে, এই প্রথাই নিত্যানন্দ
বহাল রাখিয়া গিয়াছেন। প্রীচৈতক্সকে নিত্যানন্দ প্রীকৃষ্ণের অবতার
বলিয়া গৌড় ও রাঢ়ে একাদিক্রেমে ৩০ বংসরের উদ্ধিকাল
(১৫১৬ খঃ—১৫৪৫ খঃ) প্রচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার
নিজের সম্বন্ধে নিজের একটা স্কন্দেষ্ট ধারণা ছিল—কখনই তার
ব্যাতিক্রম করেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া গৌরচন্দ্র—যবন হরিদাস ও ঞ্রীবাস পণ্ডিতকে লইয়া দেখিতে গেলেন। গৌরচন্দ্র বলিলেন—

চল হরিদাস চল শ্রীবাস পঞ্জিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন ভিড ।
—(হৈঃ ডাঃ)

নন্দন আচার্য্যের ঘরে গিয়া—

নন্দন আচার্ব্যের যরে নিত্যানন্দ ও ঞ্জীচৈতক্তের নিলন সভে দেখিলেন—বেন কোটি প্র্যাসম ।
অলক্ষিত আবেশ ব্রুন নাহি যায় ।
ধ্যান ক্থে পরিপূর্ণ, হাসরে সদায় ।
মহাভক্তি যোগ প্রভু ব্ঝিয়া তাঁহার ।
গণসহ বিশ্বস্তর হইল নমস্কার ॥
সম্রমে রহিলা সর্বগণ দাণ্ডাইয়া ।
কেহ কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া ॥

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বস্তর ।

চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥

হরিষে শুন্তিত হৈলা নিত্যানন্দ রায় ।

এক পৃষ্টি হই বিশ্বস্তর রূপ চায় ॥

রসনায় লেহে যেন দরশনে পান ।

ভূজে যেন আলিকন নাসিকায় জাল ॥

এইমত নিত্যানন্দ হইলা শুন্তিত ।

না বোলে না করে কিছু সভেই বিশ্বিত ॥

—(চৈঃ ভাঃ)

প্রথম মিলনেই দেখিতে পাই, ছুইজনেই স্তর্ম। একটা স্তম্ভিত ভাব। বড় স্থান্দর বর্ণনা ব্যানাবনদাস করিয়াছেন। যে প্রবল ঝটিকা কিছু পরে বাঙলার আকাশ ভেদিয়া উৎকল, জাবিড়, মথুরা, বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িবে—এই স্তর্মতা তাহার পূর্বোভাস। এই মিলন এভদিন তাহারই প্রতীক্ষায় অপেকা করিতেছিল। বিশ্বস্তর পূলকে, সম্ভ্রমে নমস্কার করিল। ভাবিল—এই সেই। নিত্যানন্দও অবাক হইয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিল, আর ভাবিল—এই সেই। পারিবে কি? পারিবে?

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রীবাসকে পিতা ও সংক্রিমেন্স মাতা জ্ঞানে তিনি সেইখানে থাকিলেন। এই ব্যবস্থা করিয়াই গৌরচক্র তাঁহার নেতৃত্ব করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেন।

প্রথমেই প্রীঅবৈতকে আনিবার জন্ম রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুর পাঠাইলেন। শ্রীঅবৈতকে পূজার সাজ লইয়া সন্ত্রীক আসিতে বলিয়া দিলেন। পরে যে-সমস্ত পারিষদ আসিয়া শ্রীচৈতন্তের সংগঠন-শক্তি পাঠাইলেন। পুগুরীক বিভানিধি মহাপণ্ডিত।

বাহিরে অনেকটা রায় রামানন্দের মত বিলাসী লোক। অত্যে ভূল বৃঝিত। যিনি নেতা, তিনি ভূল বৃঝিলেন না। গদাধর পুগুরীককে বিলাসী বলিয়া সন্দেহ করিত। গৌরচন্দ্র এই ভূল ভাঙ্গিয়া দিলেন। পুগুরীকের নিকট গদাধরকে দীক্ষা দেওয়াইলেন।—ইহাই নেতৃত্ব।

শ্রীধর—মহাভক্ত। পণ্ডিত নয়—মূর্য। কলাগাছের খোলা বেচিয়া খায়। মহাপ্রভু নিজে তাহাকে গিয়া লইয়া আসিলেন। দলভুক্ত করিলেন। পণ্ডিত ও মূর্য—এক দলভুক্ত হইল। বিলাসী ও বিষয়-বিরক্ত—এক দলভুক্ত হইল।—ইহাই নেভূত।

তারপর মহাপ্রভুর শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্তের অভিবেক কলসী গঙ্গাজলে সকল ভক্ত মিলিয়া স্লান

-করাইল—অভিষেক হইল।—

সর্ব্বান্থে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি। প্রভুর শ্রীশিরে জল দেয় কুতুহলী।

—(চৈ: ভা:)

গোপীনাথ মন্ত্রে সকলে মহাপ্রভুর স্তব করিল। ইহার অর্থ কী ?
অর্থ—সর্বসম্মতিক্রমে মহাপ্রভু বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রহণ
করিলেন। সকলকে বর দিলেন—শ্রীঅবৈতকেও দিলেন। দিলেন
না—শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিত্যানন্দ
বরদানের অনেক উর্দ্ধে। নিত্যানন্দের একথানি কৌপীন ছিড়িয়া

এক ট্রুরা করিয়া সকলকে বিভরণ করিলেন। নিজানন্দের পালোদক সকল ভক্তকে খাওয়াইলেন। দলের মধ্যে নিজানন্দের স্থান নির্দিষ্ট হইল। নিমাই কৃষ্ণ হইলেন, নিভাই বলরাম হইলেন। প্রভু শ্রীঅধ্যৈতের নিকট প্রভিজ্ঞা করিলেন—

ব্রহ্মা ভব নারদাদি ধারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলু তোমারে।
—(চৈঃ ভাঃ)

অধৈত বলিলেন---

অধৈত বোলেন—'যদি ভক্তি বিলাইবা।

স্থী শৃত্ৰ আদি বত মুর্থেরে সে দিবা ॥

বিজ্ঞা ধন কুল আদি তপস্থার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপীঠ সব দেখি মক্ষক পুড়িয়া।

চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়া॥

—(চৈ: ভা:)

প্রভু উত্তর দিলেন—

অবৈতের বাক্য শুনি করিলা হুষার। প্রাস্তু বলে সত্য বে তোমার অঙ্গীকার॥ —(চৈঃ ভাঃ)

নেতৃত্ব বা অবভার, যা-ই বলা হউক—প্রচারের জন্ম। এই প্রচারের পাত্র—স্ত্রী, শৃত্র, মুর্থ। "চণ্ডাল নাচুক ভোর নাম গুণ গ্যায়া"—প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য এই। মহাপ্রভূ অঙ্গীকার করিলেন। অস্পষ্টভা কিছুই নাই। আচার্য্য অদ্বৈভের নিকট মহাপ্রভূর এই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ নিভ্যানন্দপ্রভূ। ইভিহাস ভাহার সাক্ষী। এইখানেই সমগ্র বৈষ্ণব আন্দোলনের ইভিহাসে নিভ্যানন্দ-চরিত্রের গুরুত্ব।

ভারপর মহাপ্রভূ হঠাৎ একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সর্ব্ব-প্রথম প্রচারে পাঠাইলেন (১৫০৯ আগষ্ট প্রথমে)।—

নিভ্যানন্দ ও হরিদান প্রথম প্রচারক একদিন আচখিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি।
শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বব্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভক্ত, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিকা।

—(कि: जा:-यश, ১०न जः)

আর তোমরা, যাহারা বলিলেও না-শুনিবে-

ভবে আমি চক্রহন্তে সবারে কাটিমু।

—(চৈ: জা:—মধ্য, ১৩শ অ:)

যেসকল পাষণ্ডী এই প্রচারে বিরোধী হইবে, ক্লঞ্চের অবভার নিমাই সবারে চক্রহস্তে কাটিবেন।

ব্রাহ্মণ ও মুসলমান—এই ছুই প্রচারক একসঙ্গে যেদিন বাঙালীর ১৬শ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারে বহির্গত হুইল, সেদিন বাঙলার ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় দিন।

এইরূপ প্রচার করিতে করিতে জগাইমাধাই-উদ্ধার ব্যাপার
আসিয়া পড়িল। জগাইমাধাই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। দস্থাবৃত্তি
করিয়া খাইত। গোমাংস এবং গুরুপত্নী
জগাইমাধাই উদ্ধার
—কিছুতেই তাহাদের আপত্তি ছিল না।
ব্রাহ্মণের এত বড় ছুর্গতি যেদিন হইয়াছিল, সেদিনও কি শ্রীপাদ
নিত্যানন্দের আবিভাবের কারণ ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে
না ? নিমাই জগাইমাধাই সম্পর্কে বলিলেন—

জানো জানো সেই ছই বেটা।

থও থও করিমু জাইলে মোর হেথা।

—(চৈ: জা:—মধ্য, ১৩শ জ:)

'কাটিমু', 'খণ্ড খণ্ড করিমু'—ইহা নিমাই-চরিত্রের বিশেষষ। সত্য না হইলে, মিথ্যা করিয়া বৃন্দাবনদাস ইহা প্রভুর মুখ দিয়া বলাইতে সাহসী হইতেন না। গ্রীপাদ নিত্যানন্দ এই 'খণ্ড খণ্ড' করা সমর্থন করিলেন না। ইহা আবার নিত্যানন্দ-চরিত্রের বিশেষষ।—

> নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি। সে হুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি। কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি। আগে সেই হুইজনে গোবিন্দ বলাই॥

> > —(চৈ: ভা:—ম্ধ্য, ২৩শ অ:)

অধৈত হরিদাসকে সাহস দিয়া বলিলেন—কোন চিস্তা নাই;
নিত্যানন্দ মাতাল, জগাইমাধাইও মাতাল। তিন মাতাল একসঙ্গে
হইবে। এই দেখ, নিত্যানন্দ তাহাদের দলে আনিল বলিয়া।
অধৈত নিত্যানন্দকে সর্ব্বদাই 'মাতালিয়া' বলিতেন। রহস্তও
আছে, আবার কিছুটা সত্যও থাকিতে পারে। গ্রীপাদ নিত্যানন্দ,
বলরামের অবতার। বলরাম মত্তপায়ী, সর্ব্বজনবিদিত। একদিন
এই প্রচারবাপদেশে মাধাই 'কুপিয়া নিত্যানন্দ শিরে মুটকী
(কলসীর কান্দা) মারিল'—

"ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।"

এদিকে-

"আথেব্যথে লোক গিয়া প্রভূরে কছিল।"

তংক্ষণাৎ সাঙ্গপাঙ্গসহ নিমাই ছুটিয়া আসিলেন।—

নিত্যানন্দের অঙ্কে সব রক্ত পড়ে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই ছুম্বের ভিতরে ॥ রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্ নাহি জানে। চক্র, চক্র, চক্র, প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥ আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল। ক্সাইমাধাই তাহা নম্বনে দেখিল। আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত হুঃখ নাহি পাই।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ ছুই শরীর।
কিছু হুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির।

—(চৈ: ভা:—মধ্য, ১৩শ জঃ)

নিমাই 'চক্র চক্র চক্র' বলিয়া ঘন ঘন ডাকিলেন। শুধু ডাকা নয়, চক্র স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। জগাইমাধাই তাহা চক্ষে পর্যাস্ত দেখিল। কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভু নিমাইকে বলিলেন: ভূমি স্থির হও—"কিছু ছঃখ নাহি মোর, ভূমি হও স্থির।"

প্রভূ জগাইয়ের বক্ষে শ্রীচরণ ভূলিয়া দিলেন। 'মাধাইয়ের চিত্ত ততক্ষণে ভাল হইল।' প্রভূ তাদের আর পাপ করিতে নিবেধ করিলেন। "প্রভূ বলে তোরা আর না করিস পাপ। জগাইমাধাই বলে—আর নারে বাপ।"

এই যে 'আর নারে বাপ'—ইহাকেই বলে রূপান্তর। ইহা প্রথমে হয় জীবনে—তারপরে হয় কাব্যে, ইতিহাসে। এখানেও তাই হইয়াছে।

জগাইমাধাই আর পাপ করে না। স্থ্য না-উঠিতেই ত্ইজনে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিদিন নির্জ্জনে বসিয়া তুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করে।

জগাইমাথাই উদ্ধার ব্যাপারে সর্বপ্রথম নিত্যানন্দপ্রভূর
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিল—দেদীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।
মহাপ্রভূক্ষমা করিতে চান নাই, শাস্তি দিভেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু
তাহা হইতে পারিল না। নিত্যানন্দ মস্তকে রক্তবিগলিত ধারা
লইয়া বিদ্ধানে—আমার রক্তপাত কিছু নয়, 'তোমরা হরি বোল'।

ইহার পূর্বে প্রহরীদারা হরিদাস বাইশবাজারে চার্ক খাইবার সময়েও—'তখনেহ তা সভারে মনে ভাল' দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দও সেই খেলাই দেখাইলেন। বৈষ্ণবধর্মের এই ছুই প্রথম প্রচারক, প্রচারের পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া দিলেন। এই ক্ষমামূলক প্রচারপদ্ধতি, নিজ স্বভাব-বিরুদ্ধ হইলেও মহাপ্রভূ স্বীকার করিলেন। ইহাই নেতৃত্ব।

জগাইমাধাই উদ্ধারে নিত্যানন্দের স্বাতশ্ব্য পরিকৃট হইল।

এই একটা ঘটনার প্রচার সকলকেই বিশ্বয়ে
জগাইমাধাই উদ্ধারে
নিত্যানন্দের স্বাতশ্ব্য
পরিকৃট হইল

ভো দ্রের কথা, স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

প্রচারের সাফল্য ভাবিয়া পাষণ্ডীগণ, সম্ভবতঃ গোড়া শাক্তগণ, কাজীর নিকট এই নৃতন ধর্ম প্রচার বন্ধ করিবার জন্ম দরবার করিল। স্বজাতিলোহী বাঙ্গালী সর্বযুগেই আছে।

চাঁদ কাজী নবদ্বীপে থাকিতেন। তিনি গৌড়ের অধিপতি হুসেন
শাহের দৌহিত্র। গোড়াই নামে তার এক
চাঁদ কাজীর
বাড়ী পুঠন
সংকীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইল।
মহাপ্রভূ শুনিবামাত্রই আইন অমান্ত করিলেন। 'চোন্দমাদলে'
চাঁদ কাজীর বাড়ীতে সংকীর্ত্তন নিয়া গেলেন। কাজীর সঙ্গে
বোঝাপড়া হইল। রাজার সম্মতিসূচক খৃন্তি—যা এখনও সংকীর্তনের
পুরোভাগে দেখা যায়—মহাপ্রভূ লইয়া আসিলেন। রাজদারে
সংকীর্ত্তন জ্বযুক্ত হইল। এই ব্যাপারে মহাপ্রভূর নেতৃত্বের ক্ষমতা
প্রকাশ পাইল—প্রচারও খুব হইল।

তারপর মহাপ্রভূর সন্মাস। তিনি তাঁর সন্মাস-সংকল্প প্রথম
নিত্যানন্দকেই বলিলেন। নিত্যানন্দ কী
স্থানর উদ্ভর দিলেন: বলিলেন—ভূমি জগৎ
উদ্ধার করিবে। যে উপায় অবলম্বন করিলে ভাল মনে কর, তাই
কর। বিধি বা নিষেধ ভোমাকে কে দিবে !—

তথাপিহ কহ সর্ব সেবকের ছানে। কেবা কি বলেন তাহা শুনহ আপনে।

—(कि: जाः—यश्र, २१म चः)

ইহা সে যুগে কত বড় কথা! অবিসংবাদিত যে নেতা, তাঁহাকেও নিত্যানন্দ বলিলেন যে—শুধু আমাকে বলিলে কী হইবে, 'সর্ব্ব সেবকের' স্থানে কহ।

গণতম্বযুগের অভিমানী, বিংশ শতাব্দীর বাঙলা নিত্যানন্দের নিকট যে কত বিষয়ে শিখিতে পারে—আত্মবিশ্বত জ্বাতি তা জ্বানে না।—মহাপ্রভুকে একথা মানিতে হইল।—

> এই মত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি। চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে গৌরহরি॥

> > —(हिः जाः—मधा, २६म वाः)

গদাধর সন্মাসে মত দিলেন না। বলিলেন—"গৃহস্থ তোমার মতে কি বৈষ্ণব নাই ? তোমার যে মত বেদের সে মত নহে।" শ্রীঅবৈত বলিলেন—'ঈশবরে বৈরাগ্য কেন করে ?' কিন্তু শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কথাই শিরধার্য্য করিয়া মহাপ্রভু কাটোয়া গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্মাস নিলেন। মন্ত্র নিলেন না। কেশব ভারতীর কর্ণে মন্ত্র দিয়া, সেই মন্ত্রই আবার গ্রহণ করিলেন মাত্র।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে, ২৪ বংসর বয়সে সন্মাস লইয়া মহাপ্রভূ নীলাচলে চলিয়া গেলেন নিত্যা ন্দ সঙ্গে গেলেন। দেড় মাস নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভূ ৭ই বৈশাখ (১৫১০ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যে প্রচারে গেলেন। মনে হয়, মহাপ্রভূ নিজে প্রথম প্রচারের আদর্শ ও পদ্ধতি দেখাইবেন—এইরূপ অভিপ্রায়।

গোবিন্দের করচায় দেখা যায়—মহাপ্রভু রামেশ্বর পর্যান্ত প্রচার করিলেন। আবার—নাসিক, আমেদাবাদ, দ্বারকা, প্রভাস, ইত্যাদিও গেলেন। এই প্রচারে—

(ক) বিভিন্ন দার্শনিক মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সহিত প্রভু তর্ক ও

বিচার করিয়া গৌড়ীর বৈক্ষমধর্মের পঞ্চরসবাদ ও পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিশেবভাবে শান্ধর অহৈতবাদ ও মায়াবাদ আর বৌদ্ধ অনাত্মবাদ ও শৃত্যবাদ খণ্ডন করিলেন।

- (খ) রাজা ও দরিজে, সমানভাবে নাম প্রচার করিলেন।
- (গ) ভগবভী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা করিলেন। তবে বলি নিষেধ করিলেন।
- (ষ) বিশেষভাবে বেশ্যাদিগকে ও দত্ম্যাদিগকে নাম দিয়া উদ্ধার করিলেন। সমাজ যাহাদের উদ্ধারের কোন আশাই নাই বলিয়া দিয়াছে, মহাপ্রভুর প্রচার বলিল যে—না, তাহাদেরও উদ্ধার আছে। বাঙালীর বৈশ্ববধর্মের ইহাই বিশেষত্ব।

মহাপ্রভুর এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কাল ১৫১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জামুয়ারীর মধ্যভাগ পর্যান্ত। ১ বংসর ৮ মাস ২৬ দিন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া ২ বংসর অবস্থান করিলেন। এই ২ বংসর—১৫১২ এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ।

জননী ও জাহ্নবী দেখিবার জন্ম বঙ্গদেশে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু রামানন্দ আসিতে দেয় না—"রামানন্দ হটে প্রভূ না পারে চলিতে"।

১৫১৪, সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে তিনি গোড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামকেলী গ্রামে কানাইয়ের নাটশালায় আসিয়া পৌছিলেন।

রামকেলী—মালদহ জেলায় গৌড়ের নিকট গ্রাম। গৌড় রাজধানী, হুসেন শাহ তখন গৌড়ের রাজা। ষ্টু রার্টের মতে, হুসেন শাহর রাজহকাল ১৪৯৯—১৫২০: কিন্তু ভিন্সেন্ট শ্বিথ বলেন— হুসেন শাহর রাজহকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খুষ্টাল। ২৬ বংসর হুসেন শাহর রাজহকাল। মহাপ্রভুর আগমনকালে—উভয় ঐতিহাসিকেয় মতেই—ছুসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি।

হুসেন খাহ সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন---

বে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবসূর্ত্তি ভাকিলেক দেউল বিশেষে।
উদ্ভদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাকিলেক কড কড করিল প্রমাদ।

—(कि: जा:-बड़ा, धर्ब बः)

এই রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর মহাপ্রভু চুঃসাহসিকতার সহিত রামকেলী আসিয়া হুসেন শাহর ছুই মন্ত্রী, সাকর মল্লিক ও দবীর খাস (রূপ আর **মহাপ্রভুর রামকেলী** সনাতন)—ইহাদের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ কানাইয়ের নাটশালায় করিলেন। রাজমন্ত্রী সনাতন, প্রভূকে নীলাচলে আগমন-ক্রপ গনাতনের সহিত অনেকবার গোপনে পত্র দিয়াছেন গোপনে মিলন করিবার জন্ম—"দৈন্ম পত্রি লিখি পাঠালে বার বার"। এই দৈয়া পত্রি লেখা ১৫১২ কিংবা ১৫১৩ গৃষ্টাব্দে হইতে পারে।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে (বিজয়া দশমীর দিন)
প্রভু নীলাচল হইতে গোড় অভিমূখে রওনা হইলেন। সাকর মল্লিক
ও দবীর খাস, স্বাধীন গোড়ের এই ছই প্রধান মন্ত্রী ছপুর রাত্রে বেশ
লুকাইয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন।—

অর্জরাত্তে হুই ভাই একা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিল নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

স্তরাং শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে এক্ষেত্রেও আমরা মহাপ্রভুর সঙ্গেদেখিতে পাইতেছি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ না-করিয়া প্রভূ এই হুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হন নাই। সাকর মল্লিক ও দবীর থাস মন্ত্রীছ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর দলে যোগ দিবেন, স্বীকার করিলেন। মহাপ্রভুর অন্তুত সংগঠন-শক্তির পরিচয় আমরা পাইলাম।

মহাপ্রভুর দল গড়িবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা ছিল না—বাঁহারা বলেন বা লিখিয়াছেন, তাঁহারা বাচালতা করিয়াছেন মাত্র; চরিতগ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই । প্রভুকে মন্ত্রী দবীর খাস বলিলেন: ছসেন শাহ যবন জাতি, তাহাকে বিশ্বাস করিও না—"ভথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি"; তুমি এখান হইতে শীজ চলিয়া যাও। কেশব ছত্রীও (একজন অমাত্য) বলিয়া পাঠাইলেন—"রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য থাকিয়া ?"

দবীর খাস ও কেশব ছত্রীর কথা অমুযায়ী ১৫১৫ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাস মধ্যে প্রভূ নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ১৫১৫ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বিংবা অক্টোবর মাসে মহাপ্রভূ নীলাচল হইডে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এবং ১৫১৬ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভূকে আমরা নীলাচলেই দেখিতে পাই। ১৫১৬ খুষ্টাব্দেই মহাপ্রভূ গ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূকে সম্বর নবদীপে গিয়া প্রচার আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন।—

মহাথাড় খ্রীপাদ নিভ্যানন্দকে গোঁড় দেশে প্রচারের জন্ত প্রেরণ করিলেন শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সম্বরে চলহ তৃমি নববীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজম্থে।
মূর্থ, নীচ, দরিক্র ভাসাব প্রেমস্থে ॥
তৃমিও থাকিলা যদি মূনি ধর্ম করি।
আপন উদ্ধাম ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্থ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥
ভক্তিরসদাতা তৃমি, তৃমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে ॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তৃমি গৌড়দেশে বাও॥

Vaishnava Faith & Movement in Bengal (77-78 Pages)—ডা: স্থালকুমার দে। মূর্থ নীচ পভিত হ্বঃখিত বত জন। ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন।

—(চৈ: ভা:—অস্ত্য, *ং*ন অ:)

তারপর---

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্ৰ সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ্গণে ।
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বেজ ওঝা ভক্তি রসময় ।
ফুক্ষদাস পণ্ডিতে পরমেশ্বর দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস ।
নিত্যানন্দ শ্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সাকে সভে করিলা গমন ।

—(চৈ: ভা:—অস্ক্যা, ংম **অ:**)

এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন-

তিন মাস বৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা। ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন পাতিলেক খেলা। নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে। ঘরে ঘরে শ্রীমৃত্তি দেহ গৌড় দেশে।

—(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

প্রচারের সাফল্যের জন্ম নিত্যানন্দপ্রভূই প্রথমে রাঢ়ে ও গৌড়ে মহাপ্রভূর মূর্ত্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা করিবার আদেশ দেন ও ব্যবস্থা

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহা-প্রাভূন্ন মৃধি গড়িয়া পূজা করিবার আদেশ দেন করেন । ইহা মহাপ্রভ্র জীবিতকালেই নিত্যানন্দপ্রভূ করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব সাধারণের মধ্যে আজও যে জ্রীগৌরাঙ্গের মৃত্তি পূজার প্রচলন আছে, প্রচারব্যপদেশে

এই প্রথার প্রবর্ত্তক জ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূ। খেতুরীর মহোৎসব, ইহার অনেক পরের ঘটনা। ইহার একশত বংসর পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যে সিদ্ধান্ত বাঙলায় আসিবে—তাহাতে শ্রীগোরাঙ্গের মূর্ত্তি পূজা নয়, শ্রীরাধা-ফুল্ফের যুগলমূর্ত্তি পূজা করার কথাই থাকিবে। ইতিহাসপথে বাঙালীর বৈষ্ণবংশ্ম বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্তের দিকেই বেশী আরুষ্ট হইবে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূ পাণিহাটীকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম প্রচার আরম্ভ করিলেন। জয়ানন্দের চৈতগ্রমঙ্গল হইতেই আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাই।—

আগে পাণিহাটী আর আক্না মহেশ।
প্ণাভ্মি সপ্তথাম ধন্ত রাঢ় দেশ ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
থড়দা কোটাল তাস্থলি পাথরঘাটা।
হাথিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর।
কোঠরক বাণীদিবী চাতরা মনোহর।
হাথিয়াকান্দা পাঁচপাড়া বেতর বৃঢ়ল।
অস্থা বড়গাদি কাঁচপাড়া হুপত্তন।
কাশী আই পঞ্চ আদ্বারি আদহ কলিআ।
থানা চৌড়া ফুলিয়া দোগাছিআ।
নিমদা চৌয়ারিগাছা উদ্ধুনপুর নৈহাটা।
বসই বেনড়াথও হাটাই চরধি॥
——(চৈঃ মঃ—বিজয় থপ্ত)

কিরূপ বেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার আরম্ভ করিলেন? বোদ্ধবেশ, যেন যুদ্ধে চলিয়াছেন। সোনা, মণিমাণিক্যের, অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়াছেন। সন্মাসীর আচার-ব্যবহারই শুধু নয়, সন্মাসীর বেশও পরিত্যাগ করিয়াছেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

মহামর বেশ ধরে অবধৃত রায়ে। কছরুছ কনক নৃপুর বাজে পারে। च्चर्य दिवृद्य विक्य मुक्तानाय। ত্রৈলোক্য হুন্দর রূপ দেখি অন্থপাম। হেমজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে। কন্ত রক্তোৎপল রাঙা চরণ কমলে। লটপটি পাতাডি পিছন পাটবাস। আখণ্ড পূৰ্ণচন্দ্ৰ বদন প্ৰকাশ। আরক্ত লোচন প্রছি মদন কামান। কটাকে সন্ধানে সব বিধির নির্মান । মুদ্র মধুর স্থধা বচন গম্ভীর। গজের গ্রন্থত চলন অস্থির ॥ স্কুচারু দশন মণি মাণিক্যের ছটা। চরণে আসিয়া পড়ে মুক্তা গোটা গোটা ॥ নানা ফুলে বিরচিত গলে দিব্য মালা। ধরনী আন্দোলে যেন রহি রহি লোলে। গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতি ঘরে। চৈতন্ত আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে॥

—(किः यः — विकास थ ।

নিত্যানন্দপ্রভূ যার যার ঘরে রত্য করিয়াছিলেন, তাদের নাম পর্যান্ত আছে। যথা—রামদাস, মুরারি, চৈতক্ত দাস, স্থানানন্দ, পরমেশ্বর দাস, কালিয়া, কৃষ্ণদাস, কমলা কর পিপ্লাই, গৌরীদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম দাস, জ্বীআচার্য্যচন্দ্র, মাধবানন্দ; এবং—বাস্থদেব ঘোষ, রঘুনন্দন, নরহরি দাস, বংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রঘুনাথ পুরী, পরমানন্দ উপাধ্যায়, নন্দন আচার্য্য, উদ্ধারণ দত্ত, চিরঞ্জীবী কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ, মহানন্দ, নারায়ণ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, জগদীন, হিরণ্য, পুরুষোত্তম দত্ত, জ্বীজীব, মক্রমধ্বজ্ব তিন্তাদি।

ব্রাহ্মণ, বৈছ, কায়ন্থ, স্থবর্ণবিণিক, প্রভৃতি সকল জাতিতে মিলিয়া

শ্রীচৈতস্থদেবের নামান্ধিত বৈষ্ণবধর্মের আবরণে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের
অধীনে একটা বিরাট বৈষ্ণব-সমাজ গঠিত
বৈষ্ণব-সমাজে
ভাতিভেদ নাই
ইহা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের ফল।
এই বৈষ্ণব-সমাজে সেদিন জাতিভেদ ছিল না। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই
লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের জাতি বৃদ্ধি বে করে। কোট কোট জন্ম অধম বোনিতে তুবি সে মরে ॥"

অভাপি সংকীর্ত্তনে গাওয়া হয়—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি; কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"

শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেকের সময় আচার্য্য অবৈত মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গ্যায়া।"

মহাপ্রভু উত্তর দিয়াছিলেন—

"সত্য যে তোমার অ**কীকার**।"

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যাট হাজার বৌদ্ধ স্থাডা-

নিত্যানন্দ যাট হাজার বৌজ স্থাড়ানেড়ীকে দীকা দিয়া বৈষ্ণব-গমাজের অস্তর্ভু ক্র করিয়াছিলেন নেড়ীকে দীক্ষা দিয়া একদিনে তিনি
তাহাদিগকে বৈষ্ণব-সমাজের অস্তর্ভূক্ত
করিয়াছিলেন। শ্রীপাট-খড়দহে এই শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা
ইহা সগৌরবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের কেন্দ্র নবদীপে হইল না—হইল শ্রীপাট-পাণিহাটী ও শ্রীপাট-খড়দহে। এই যবন-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ এবং বাঙলার সমস্ত জাতিকে একত্র করিয়া যে সামাজিক-সাম্যবাদ প্রচার শ্রীপাদ নিত্যানন্দ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণপ্রধান নবদীপে থাকিয়া ভাষা চলিত না। পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিষেক হইল—যেমন নবদীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভুর

পাণিহাটীতে রাঘব পঞ্জিতের ভবনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিবেক অভিবেক হইয়াছিল। অভিবেকের সময় নিত্যানন্দপ্রভু সোনার খট্টায় বসিয়াছিলেন। কুণ্ডল, মণিমাণিক্য, অলঙ্কারাদিও কিছু ধারণ করিয়াছিলেন। গৃহী মহাপ্রভুর অভিবেক

অপেকা অবধৃত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের অভিষেকে রাজসিকতা অনেক বেশী ছিল। এই অভিষেক আর কিছুই নয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ। নিত্যানন্দপ্রভূ এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহা অনেকটা ডিক্টেটার (Dictator) হওয়ার মত। মহাপ্রভূ নিজমুখে নিত্যানন্দ প্রভূকে বলিয়াছেন—"শ্রীপাদ তোমার গৌড়রাজ্যে কারো নাহি অধিকার।"

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভূমূল সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, মহোৎসব করিতে লাগিলেন। ছত্রিশ জাতি একপংক্তিতে নিত্যানন্দ কর্ত্তক সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব নিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথ দাসকে দিয়া চিড়া-

মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।—

চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার।

*

এক ঠাঞি তপ্ত হুষে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্জেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া।
অর্জেক ঘনাবর্ত হুষেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি মুত কর্পুর তাতে দিল।

*

উনারন দত্ত আদি যত আর নিজনন।
উপরে বসিল সব কে করে গণন।
ভানি পণ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্ত এলা।
মাক্ত করি প্রাভূ স্বারে উপরে ব্যাইলা।

—(হৈ: চ:—অভ্য, ১ঠ পঃ)

এই ইতিহাসে-শ্বরণীয় চিড়া-মহোৎসবে নিত্যানন্দপ্রভূ এক শালাকিক কার্য্য করিলেন। তিনি ধ্যানে মহাপ্রভূকে নীলাচল ছইতে সম্বরীরে এই চিড়া-মহোৎসবে আনয়ন করিলেন।—

ধানে তবে প্রভ্ মহাপ্রভ্রে আনিল।
মহাপ্রভু এলা দেখি নিভাই উঠিলা।
ভারে লঞা সবা চিড়া দেখিতে লাগিলা।
সকল কুণ্ডি হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভু মুখে দেন করি পরিহাস।

—(टेडः डः—अका, ७ई शः)

মহাপ্রভু যে সশরীরে চিড়া-মহোৎসবে আসিয়াছিলেন, তাহা সকলে দেখিতে পান নাই ৷—

"মহাপ্রভু দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে।"

নিত্যানন্দপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই চিড়া-মহোৎসব পংক্তি-ভোজনে, হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ-প্রথা লোপ পাইতে বসিল এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামীর মতে—মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে চিড়া-মহোৎসবে পাণিহাটীতে আসা, কিছুই অসম্ভব নয়; কেননা, তর্ক না-করিয়া তিনি অলোকিকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে জয়ানন্দ কিছু গোল বাধাইয়াছেন।

জয়ানন্দের শ্রীচৈতম্ম, নিত্যানন্দপ্রভূকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে। হেন যুক্তি তোমারে দিশেক কোন জনে॥

—(জরা, চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

জয়ানন্দের কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহোৎসব করিবার
যুক্তি নিত্যানন্দপ্রভূকে তিনি দেন নাই। সত্যই মহাপ্রভূ যদি চিড়ামান্থাংসাবে স্পরীরে আসিয়া থাকেন, কিয়া ভাব-শরীর লইয়াও

আসিয়া থাকেন—ভবে জ্বয়ানন্দের কথার কী অর্থ হয়? অথচ জ্বয়ানন্দের কথার উত্তরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভ্, মহাপ্রভৃকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"কাঠিক্ত কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।" মহোৎসবে জাতিভেদভঙ্গকারী পংক্তি-ভোজন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভৃই প্রবর্তন করেন।

প্রচারের সাফল্যের জন্ম জাতিভেদবিরোধী মহোৎসবের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনবোধেই নিত্যানন্দপ্রভূ মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। বিনা প্রয়োজনে করেন নাই। মহাপ্রভূ হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূ, এক্ষেত্রে অধিকতর উদার।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া নীলাচলে লোকেরা মহাপ্রভুর নিকট লাগানি করিয়াছিল। বুন্দাবন-দাস লিথিয়াছেন—

শ্রীপাদ নিড্যানন্দের চরিত্রের প্রতি কটাক করিরা নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অভিবোগ সেই নবদীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।

চৈতত্ত্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন।

নিত্যানন্দ শ্বরূপের দেখিয়া বিশাস।

চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিখাস।

চৈতন্ত্যচন্দ্রেতে তান বড় দৃঢ় ভক্তি।

নিত্যানন্দ শ্বরূপের না জানে শক্তি।

—(চৈ: ভা:—অস্তা, পম জঃ)

নীলাচলে এই সন্দিশ্ধ ব্রাহ্মণ মহাপ্রভূকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল—

বিপ্র কাছে প্রান্থ থেক নিবেদন।
করিম তোমার স্থানে বদি দেছ মন।
নবৰীপ গিরা নিজ্ঞানন্দ অবধৃত।
কিছুই না ব্রোঁ করেন কিরপ।
সন্মাস আশ্রম তান বলে সর্বজন।
কর্পুর ভাত্বল বে ভক্ষণ অফুক্ষণ।
ধাতুক্রব্য পরশিতে নাহি সন্মাসীরে।
সোনা রূপা সে সক্ষ্য কলেবরে।

কাবার কৌপিন ছাড়ি দিব পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সনাই বিলাস।
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শৃদ্রের আশ্রমে বে থাকেন সর্বান্দণে।
শাক্ষমত মুঞি তার না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহের চিত্তে সন্দেহ অপার।
বড়লোক বলি তাঁরে বোলে সর্বান্ধনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে।

—(চৈ: ভা:—অস্থ্য, °ম অ:)

ব্রাহ্মণের সন্দেহের কথা শুনিয়া মহাপ্রভূ হাসিয়া উত্তর দিলেন—

ৰহাগ্ৰভুর উত্তর

শুন বিপ্র--- বিদ মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময় ।
পদ্মপাত্তে কভু বেন না লাগয়ে জল ।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মাল ।
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্বাদা বিহরে।

—(চৈ: ভা:—অস্ত্য, ৭ম অ:)

তারপর অনধিকারীর জন্ম মহাপ্রভূ একটা সাবধান-বাণী বলিলেন—

অধিকারী বই করে তাঁহান আচার।

তঃধ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার।

কন্দ্র বিনে অক্তে ধদি করে বিষ পান।

সর্বাধায় মরে সর্বাধ প্রমাণ।

—(চৈ: ভা:—অস্তা, ৭ম অ:)

জয়ানন্দের চৈতক্যমঙ্গল গ্রন্থেও ইহার আভাস আছে।—

নীলাচলে বিপ্র আর গৌরান্থ রহিলা। নিজ্যানন্দে গৌড় রাজ্য প্রভূ সমর্গিলা। কভোদিনে নিজ্যানন্দ রথবাত্রা কালে।
সর্ব্ব পারিবদ সক্তে গেলা নীলাচলে।
গৌরচন্দ্র জিজ্ঞানিল শ্রীপাদ গৌসাই।
ভোমার গৌড়রাজ্যে কারো অধিকার নাই।
কর্ত্তাল মুদক বন্ধ মাল্য চন্দনে।
শিকা বেত্র গুজাহার নূপুর আভরণে।
মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্জনে।
হেন যুক্তি ভোমারে দিলেক কোন জনে।

—(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু হেন যুক্তি দেন নাই। বরং কথার ভাবে বুঝা যায় যে, ইহা তাঁহার তেমন অভিপ্রেত নয়। শুনিয়া নিত্যানন্দ বিচলিত হইলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র। স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী যে সহজ প্রচার-পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই যুগ-প্রয়োজন বলিয়া তিনি মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া নিজ মত বহাল রাখিলেন।—

> ভনি নিত্যানন গোঁসাই হাসি হাসি কছে। কাঠিন্য কীৰ্জন কলিযুগ ধৰ্ম নছে।

> > —(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

আমরা দেখিতেছি, শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভ্র গৌড়দেশে প্রচার সম্বন্ধে মহাপ্রভ্র সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। এবং এই কথোপকথন মধ্যে কিছুটা বাদামুবাদও হইয়াছিল। পরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু, "কাঠিফ্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম নহে"—এই কথা বলিয়া প্রভূকে প্রবোধ দিয়া নিজ্ঞ মত ও নিজের প্রচার-পদ্ধতি বহাল রাখিলেন। মহাপ্রভু আর কোন আপত্তি করিলেন না।—

> "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিযান শৃক্ত নিতাই নগরে বেড়ায়॥"

তারপর "পতিতেরে নির্ধিয়া ছই বাহু পশারিয়া; আইস আইস বলি দেয় ক্রোড়"—ইহাই নিত্যানন্দ-চরিত্রের বিশেষস্থ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, মহাপ্রভুর জীবিতকালেই, ভাগবতে যাহাকে বলে 'অকিঞ্চন সমরস'—নিত্যানন্দপ্রভু গৌড় ও রাঢ়ে তাহাই আচণ্ডালে প্রচার করিয়াছেন। ডাঃ অকিঞ্চন সমরস ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নিত্যানন্দপ্রভুর গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে : 'ডিমোক্র্যাসী' (Democracy) যদি একটা রস হয়, তবে তারই নাম 'অকিঞ্চন সমরস', এবং ঞ্জীপাদ নিত্যানন্দপ্রভূই বাঙলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিমোক্র্যাট (Democrat)। মহাপ্রভু দারা অমুপ্রাণিত যুগলরস ও অকিঞ্চন সপ্তদশ শতাব্দীতে সমরুসের সমন্ত্র গোস্বামিগণ (শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীঙ্গীব) প্রচার করিয়াছেন—'যুগলরস'। আর বোড়শ শতাব্দীতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছেন 'অকিঞ্চন সমরস', পতিত-উদ্ধার। এই তুইটি ধারা পর পর বাঙালাদেশে আসিয়া মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর নামান্কিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে। শুধু 'যুগল-রস' বৈষ্ণবর্ণন্ম নয়, ইহার সহিত 'অকিঞ্চন সমরস' (পতিত-উদ্ধার) পাকিতে হইবে। নতুবা গোড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম অসম্পূৰ্ণ।

নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গার উভয় তীরে গ্রামে গ্রামে বাইতে লাগিলেন।
অস্পৃষ্ঠ ক্ষ্ব জনতা নিত্যানন্দপ্রভুর চরণতলে পড়িয়া বুঝি বা সেদিন
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন তো তারা কেহকে কোনদিন পায়
নাই! নিত্যানন্দের চরণস্পর্শে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের মত সমাজের
কত বড় এই অস্পৃষ্ঠ অংশ সিংহগর্জনে লাফাইয়া উঠিয়াছিল।
এমন কি আর কখনও হইয়াছে? এমন কি আর কেহ পারিয়াছে?
বোড়শ হইতে বিংশ শতাকী পর্যাস্ত তর্ম তর্ম করিয়া দেখিলে দেখা
যাইবে—এমন আর হয় নাই, এমন আর কেহ পারে নাই।

যদি এই ধর্মপ্রচার না হইড, তবে আজ কয়জন বাঙালী হিন্দু থাকিত ? নগণ্য সংখ্যালমুতে পরিণত হইয়া, তাহারা আজ নিশ্চিক হইয়া যাইত। ঞ্জীপাদ নিত্যানন্দের গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার যখন দ্বাদশ বংসর অতিক্রম করিয়াছে এবং মহাপ্রভুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপি দিব্যোগ্যাদ যখন ছয় বংসর অতিক্রম করিয়াছে (সম্ভবতঃ ১৫২৮ খঃ), তখন শাস্তিপুর হইতে আচার্য্য অবৈত জ্বগদানন্দকে দিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে এক তরজা-প্রহেলী কহিয়া পাঠাইলেন।—

মহাপ্রভূকে আচার্ব্য অদ্বৈতের তরঙ্গা প্রেরণ প্রভূকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১৯শ প:)

এই তরজা প্রহেলীতে আচার্য্য অদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

এই তরজানিত্যানন্দের প্রচারের বিক্লজে কটাক্ষ কি-না কিন্তু আমি তাহা করি না। কেননা, অভিষেকের সময় শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভূকে দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন—"চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়া।" নিত্যানন্দ-

প্রভুর প্রচার তাহাই করিয়াছিল। স্থতরাং ইহা কটাক্ষ হইতে পারে না। তরজ্ঞার অর্থ যাহাই হউক, ইহা নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন গোড়ে প্রচার আরম্ভ করেন (১৫১৬ খৃঃ), তখন ছসেন শাহর রাজত্বকাল শেষ হইবার ছই কিংবা চারি বৎসর বাকী। ছসেন শাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ ১৫১৮ কিংবা ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গোড়ে রাজা হন। এবং যে বৎসর পুরীতে প্রভূর তিরোভাব ঘটে (১৫৩৩ খৃঃ), সেই বৎসর নসরৎ শাহকে একজন

ভূত্য গুপ্তহত্যা করে। ছসেন শাহর রাজ্বছের শেষ ছুই-চারি
বংসর, আর নসরং শাহর সম্পূর্ণ রাজত্বকাল
শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার-কাল। রাজপ্রচারের কাল
শক্তির সহিত সংঘর্ষ ব্যতিরেকে নির্বিবন্ধে এই
প্রচার সম্পন্ন হয় নাই। মহাপ্রভূর তিরোভাবের পরেও দ্বাদশ
বংসর (১৫৪৫ খ্বঃ), শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার চলিয়াছে। ইহা
মহাপ্রভূর জীবিতকালের শেষ ১৮ বংসর (১৫১৬ খ্বঃ—১৫৩০ খ্বঃ)
এবং তাঁহার তিরোভাবের পর ১২ বংসর (১৫৩৩ খ্বঃ—১৫৪৫ খ্বঃ)।

একাদিক্রমে এই ৩০ বংসর গোড়ে ও রাঢ়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার চলিয়াছে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামী চৈতক্সচরিতামৃত গ্রন্থ শেষ করেন। তার পূর্ব্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ বাঙলাদেশে আসে

নাই। স্থতরাং ষোড়শ শতাকীর শেষার্দ্ধেও (১৫৫০ খৃঃ—১৬০০ খৃঃ) শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের জের চলিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ

শতাব্দীর প্রচারের বিষয়বস্তু, ঠিক এক নয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ

বোড়ন ও সপ্তদন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছেন— শতাব্দীর প্রচার শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমৃত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ

এবং তিনিই উপাস্ত। সপ্তদশ শতাকীর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রচার মুখ্যতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। এই যুগলমূর্ত্তিই উপাস্ত। শ্রীগোরাক্ষ উপায়, উপাস্তা নহেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিশেষত্ব পরিকৃট করিবার জন্মই ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের অত্যন্ধ পরেই ঞ্রীপাদ নিত্যানন্দ বিবাহ
করেন। চৈতক্যভাগবত অথবা চৈতক্যশ্রীপাদ নিত্যানন্দের
চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু এ
বিবাহ
প্রসঙ্গে জ্য়ানন্দের চৈতক্যমঙ্গল এবং ভক্তি-

রত্মাকর—অপ্রামাণিক গ্রন্থ নহে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—
কথোদিনে নিজানন্দের শিখা স্থত্ত ধরি।
মহামল্ল বেশ কিন্তি পর্যাটন করি।

স্থাদাস নন্দিনী শ্রীবন্থ জাঙ্গনী।
পাণি গ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দ কৌতৃকী।
বন্ধগর্ডে প্রকাশ গোসাঞি বীরভন্ত।
জাঙ্গনী নন্দন রামভন্ত মহামর্দ্ধ।

—(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

লোকশাল্পমতে স্থাদাস ভাগ্যবান। নিত্যানন্দচন্দ্রে হুই কন্তা কৈল দান॥

—(ভক্তিরত্বাকর—বাদশ তরঙ্গ)

মহাপ্রভুর সন্মাসের সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ এইরূপ—

> এইতো দারুণ শেল রইল সম্প্রতি। পৃথিবীতে না রইল তোমার সম্ভতি। —(লোচনের ভনিতাযুক্ত পদকল্পতরু—১৭৮৩ সংখ্যা)

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা থড়াছে। মছাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥ —(চৈ: ম:—উন্তর থণ্ড)

মহাপ্রভূ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার বংশ লোপ করিলেন। ঞ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার বংশ বিস্তার করিলেন। বৈষ্ণব-সমাজে মহাপ্রভূ দিলেন সন্ন্যাসের আদর্শ। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দিলেন গার্হস্থের আদর্শ। মহাপ্রভূ যদি প্রয়োজনবোধে সন্ন্যাস নিরা থাকেন, তবে প্রয়োজনবোধেই শ্রীপাদ গার্হস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্য অবৈত বহু পূর্বেই, মাধ্যবেশ্রপুরীর কথায়, একসঙ্গে তুই স্ত্রী বিবাহ করিয়া (শ্রী ও সীতা) গৃহী হইয়াছিলেন এবং আজীবন গৃহী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্ত্রীর নাম মালিনী। ভিনিও আজীবন গার্হস্থা পালন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভূ যদিও সন্ন্যাস নিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তিরত্বাকর মহাপ্রভুর পর পর ছই স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন।—

> জয় শক্ষী বিষ্ণৃপ্রিয়া নতি গৌরচন্দ্র। জয় বস্থ জাহ্নবীর জীবন নিত্যানন্দ॥ জয় শ্রী সীতার নাথ অবৈত ঈশ্বর। জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর॥

—(ভক্তিরত্বাকর—ছাদশ তরঙ্গ)

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় পণ্ডিত গদাধর এই বলিয়া আপন্তি করিয়াছিলেন যে—"ভোমার মতে কি গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই ?" ইহার অর্থ, গৃহস্থ অবশ্যই বৈষ্ণব হইতে পারে। প্রাক্-চৈতক্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবেরা সকলেই গৃহী ছিলেন। গার্হস্য—সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। সন্ন্যাস অপেক্ষা গার্হস্থ্য, সমাজ-জীবনকে অধিকতর স্কুস্থ রাখে। দেশশুদ্ধ সকল আহাম্মকে মিলিয়া সন্মাস নিলে সে-দেশের অধঃপতন হয়।

মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে চৈতক্সভাগবত (বৃন্দাবনদাস)
এবং চৈতক্সচরিতামৃত (কবিরাজ গোস্বামী) উভয়েই সম্পূর্ণ নিঃশব্দ,
নীরব। এক্ষেত্রে জয়ানন্দ ও লোচন কিছুটা উল্লেখ করিয়াছেন।
জয়ানন্দ বলিতেছেন—

ভারপর গরুড়ধজ রথে চড়িয়া ঐতিচভন্তদেব চলিয়া গেলেন। এই ভিরোভাত্যে ভারিখ ১৫৩৩ খৃষ্টান্দের ২৯শে জুন। আবার এই ভিরোভাব সম্বন্ধে লোচন বলেন— আবাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগরাথে লীন প্রভূ হইলা আপনে।

—(চৈ: ম:—শেষ খণ্ড)

মহাপ্রভূর অন্তর্জানের সময় ঞ্রীপাদ নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আচগুলে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এইবার নীলাচল হইতে গৌড়দেশে সংবাদ আসিল যে—

চৈতন্ত বৈকুঠ গেলা জম্বীপ ছাড়ি।

তারপর—

"চৈতন্ত বৈকুণ্ঠ গেলা

জমুদীপ হাড়ি"

অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল।
উদ্ধাপাত বজ্ঞপাত ভূমিকম্প হৈল।
নিত্যানন্দ অবৈত আচার্ব্য গোসাঞি শুনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গোলা শচী ঠাকুরাণী।
—(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার অবস্থা বর্ণনার অতীত বলিয়াই কোন গ্রন্থকর্ত্তা উহা বর্ণনা করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। চৈতন্তবিজয় শুনিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রথমে সপারিষদ নিঃশন্দ হইলেন। পরে কী করিয়া, কবে, কীরূপে অন্তর্জান হইয়াছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন।—

> চৈতন্মবিজয় লীলা করিলা শ্রবণ। —(চৈ: ম:—উত্তর খণ্ড)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দে ইহার প্রতিক্রিয়া তারপর পাছে মহাপ্রভুর তিরোভাবে বৈষ্ণবেরা হতাশ হইয়া পড়েন, প্রচারে বাধা আসে, তাই গম্ভীর স্বরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ

ছোষণা করিলেন-

নিজ্যানন্দ স্বরূপ সে বদি নাম ধরোঁ। আচপ্তাল আদি যদি বৈষ্ণব না করোঁ। আতি ভেদ না করিব চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিঞা সভায় নাচামূ কীর্দ্ধনে।
কুলবধ্ নাচাইমূ কীর্দ্ধনানন্দে।
আন্ধ বধির পলু নাচিবে অচ্ছন্দে।
আবৈত আইমূ চৈতন্ত ন আইমূ সে চৈতন্ত।
গৌড় উৎকল রাজ্য করিমূ ধন্ত ধন্ত।
—(চৈ: মঃ—উত্তর ধণ্ড)

মহাপ্রভুর অন্তর্জানের পরমূহূর্ত্তেই শ্রীপাদ নিজানন্দের মুখে বাঙালীর বৈষ্ণব-ধর্মের মর্ম্মকথা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোষিত হইল। চণ্ডালে যবনে, যে বৈষ্ণব সে জাতিভেদ করিবে না—কুলবধ্ কীর্ত্তন-আনন্দে নাচিবে; আন্ধ, বধির ও পঙ্গু স্বচ্ছন্দে নাচিবে; গৌড় ও উৎকল রাজ্য ধন্য ধন্য হইবে।

বিংশ শতাকীর বাঙ্গালী কান পাতিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এই অভিভাষণ শুন, আর বোড়শ শতাকীতে শ্রীচৈতক্তদেবের গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বাঙ্গালীর "সে বজ্ঞনির্ঘোষে কি ছিল বারতা" নির্জ্জনে বিস্মা চিস্তা কর।

वाग्न वामानज

[জন্ম—১৪·• খং'র মধ্যভাগ ॥ মৃত্যু, **আ**তু,—২৫৩৪ খং]

॥ तारा तामानम ॥

"কিবা বিপ্রা, কিবা গ্রাসী, শৃদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতন্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

মহাপ্রভূ ১৫১ • ।২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন প্রাতে কাটোয়ায়
কেশব ভারতীর নিকট সন্ধাস গ্রহণ করিলেন। পরে হরিদাসের
ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আচার্যা অদৈতের গৃহে শচীমাতার সহিত
পরামর্শ করিয়া ফাল্কনের শেষে নীলাচলে আসিয়া দোলযাত্রা
দেখিলেন।—

ফান্ধনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।

कास्त्रत्व (भारत मानवाजा तम मिथन।

—(कि: कः—मधा, १म शः)

মহাপ্রভু সন্মাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন—গেরুয়া বসন পরিধান করিয়াছেন।—

"ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ো মাথা করক লইয়া হাতে।"

জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া বিলাপ করাইতেছেন।—

সে হেন চাঁচর কেশে কি কৈলে গোসাঞি।

সোনার অঙ্গে রাকা বসন কেমন শোভা করে।

আর না দেখিব তোমার সঙ্গ পৈতা কান্ধে। আর না দেখিব তোমার কেশের তেন ছান্দে।

—(कि: य:-- मन्नाम थख)

প্রাক্-চৈততা গৃহী-বৈষ্ণব আচার্য্য অধৈত ও জ্রীবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচল আসিলেন না। সন্মাসের সময় গদার্থর পশুত স্পষ্টই আপত্তি করিয়া মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—"তোমার মতে কি গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই ?" অর্থাৎ, গৃহস্থ-বৈষ্ণবও আছে। আচার্য্য অছৈত বলিয়াছিলেন—"ঈশবের বৈরাগ্য কেন করে ?" হরিদাস করুণ বচনে বলিলেন—"নীলাচলে যাবে ভূমি মোর কোন গতি ?" প্রভু বলিলেন—"তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।" সম্ভবতঃ যবন হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গেই নীলাচল আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যথন নীলাচলে গিয়া উপনীত হইলেন, রাজা প্রতাপরুদ্ধ তথন নীলাচলে ছিলেন না। যুদ্ধ করিতে বিজয়নগরে গিয়াছিলেন।—

মহাপ্রভুর নীলাচলে আসমনের সময়ের অবস্থা যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তথন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥ যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।

—(চৈ: ভা:—অস্ত্য, ২য় **অ:**)

তা'ছাড়া, সমগ্র উৎকলে তথন বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে বিষম রেষারেষি ও দলাদলি চলিতেছিল। রাজা প্রথমে বৌদ্ধদের পক্ষ নিয়াছিলেন। পরে অতিমাত্রায় বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হইয়া বৌদ্ধদের রাজসভা ও রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি পর্যান্ত পুড়াইয়া ফেলিলেন। অথচ পুরাপুরি ব্রাহ্মণদের পক্ষও অবলম্বন করিলেন না। সেই সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের পতাকাহন্তে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

নীলাচলে আসিয়াই মহাপ্রভু বাস্থদেব সার্ব্বভৌমের সহিত একটা শান্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। শুধু পরাস্ত করিলেন না, তাঁহাকে ভাবাবেশে ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"চৈতত লীলার ব্যাস দাস কুলাবন। ভাহার আফ্রায় করি ভার উদ্দিষ্ট চর্বাণ।"

িক্ত সার্বভৌম-মিলন সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী জ্ঞাতসারে বৃন্দাবনদাস

তারপর বেদান্ত ছাড়িয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলেন। সার্বভৌম বলিলেন—কৃষ্ণকথা "আমি কিছু নাহি জানি, সব জানে রায়।"

রায় রামানন্দ—যিনি গোদাবরীতীরে আছেন, রাজার একজন বিশিষ্ট অমাত্য—তিনি এই রাধাকৃষ্ণ-কথা ও রসতত্ত্ব বিষয়ে অতিশয় প্রাক্ত। তিনি ইহা সমস্তই বলিতে পারিবেন। অতএব, আমার অমুরোধ—তুমি একবার তাঁর কাছে গিয়া সাক্ষাৎ কর।

সার্বভৌম প্রভূকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন।—

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে। অধিকারী হয়েন তিহোঁ বিভানগরে॥

ছইতে শুধু পৃথক নয়, বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। বুন্দাবনদাসে আছে—
ভাগবতের প্রসক। আর কবিরাজ গোস্বামীতে আছে—বেদাস্কের শাঙ্কর ভায়ের
প্রসক। হুই গ্রন্থ এক নয়, হুই বিচার-পদ্ধতিও হুই গ্রন্থে এক নয়। বুন্দাবনদাস অন্ধিত করিয়াছেন—আচার্য্য অবৈতের শ্রীচৈতক্ত, যিনি চক্রধারী, ক্লেকর
অবতার। "সংকীর্ত্তন প্রারম্ভে মোহার অবতার।" "সাধু উদ্ধারিম্, হুই বিনাশিম্"
—অবতারের উদ্দেশ্য। সার্ব্বভৌমকে তিনি ভাবাবেশে তাহাই বিশিশেন।

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী অন্ধিত করিয়াছেন—রায় রামানন্দের প্রীচৈতক্ত। "রাধাভাবছাতি স্বলিতং নৌমি রুষ্ণ স্বরূপং"। 'নিজরুস আসাদন' অবতারের উদ্দেশ্য। নবনীপ হইতে উড়িক্সায় অবতারের রূপান্তর হইয়াছে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন. ইহা ক্রমবিকাশ।

বৃন্দাবনদানে পাই—মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বড়ভুক্ত দেখাইলেন: রামলীলার ধছকধারী, কৃঞ্জীলার বংশীধারী, গৌরলীলার করকধারী। নবৰীপে অভাপি এই ঐতিহুই প্রচলিত আছে।

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীতে পাই—প্রথমে চতুর্ভু জ (নারারণ), পরে ছিতুজ 'স্তামবংশীমুখ' ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ।

্র এ বিবরে আমি আমার 'বাংলা চরিত গ্রাহে ঐতৈতন্ত' (পৃঃ ২০৮-২৪৬) প্রছে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।]

সার্বভোষ কর্তৃক মহাপ্রভুর নিকট রার রামানন্দের পরিচয় শুদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে ।
তোমার সঙ্গের বোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ।
পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরস ঘূহেঁর তিঁহো সীমা।
সম্ভাবিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা।
অলোকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না ব্রিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
তোমার প্রসাদে ইবে জানিয় তার তম্ব।
সম্ভাবিলে জানিবে তার বেষন মহন্ব।

—(टेड: ठ:--मधा, १म भ:)

১৫১০।৭ই বৈশাখ প্রভু নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রচারের জক্ষ বহির্গত হইলেন। সন্ত্যাস লওয়ার পর প্রভুর এই প্রথম প্রচার। এবং শেষ প্রচারও বটে। পুরী হইতে গোদাবরীতীর—বিভানগর যাইতে যে-কয়দিন লাগে, সেই কয়দিন পরেই রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর সাক্ষাং হইল। এবং রসতত্ত্বেরও আলোচনা হইল। চৈতক্ত-চরিতামতে এই ঘটনা স্থন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্থামী, দামোদর স্বরূপের করচা অমুসারে ইহা লিখিয়াছেন#।—

স্বরূপ দামোদরের করচা অন্ন্সারে। রামানন্দ মিলন কথা করিল প্রচারে।

—(कि: क:—यथा, २य भः)

রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন।
সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি একসহস্র ব্যক্তি। বাদকেরা
রামানন্দ রায়ের সহিত
মহাপ্রভুর প্রথম মিলন
সঙ্গে আসিয়াছেন। বিধিমত তর্পনাদি করা
সমস্ত শেষ হইল। প্রভুই প্রথম রায়কে দেখিতে পাইলেন। এবং

বছ চেটা করিয়াও আমি দামোদর অরপের করচা পাই নাই। উহা
 কোথাও পাওয়া বাইবে কি-না সম্পেহ।

দেখিয়াই চিনিলেন। শুধু চিনিয়া কান্ত হইলেন না। রায়ের সহিত মিলিত হইবার জন্ম উৎকৃতিত হইলেন। কিন্তু অপেকা করিলেন।

এইবার রায়ের দৃষ্টি প্রভুর উপর পতিত হইল।—

স্থ্যশতসম কাস্কি অরুণ বসন।
স্বলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন॥
দেথিয়া তাঁহার মন হইল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

—(कि: क:--यशा, ५म भ:)

প্রভূবসিয়া ছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নমস্কারের উত্তরে বলিলেন—'কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। প্রভূর আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কি রায় রামানন্দ?

তি হো কহে হই মৃঞি দাস, শৃন্ত, মন্দ।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

তারপর প্রভু রায়কে তাঁর ছই বিশাল ভুজদ্বারা আ**লিঙ্গনে বদ্ধ** করিলেন।—

তবে তাঁরে কৈল প্রভূ দৃঢ় আলিন্ধন।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

কিন্তু এই আলিঙ্গন ব্যাপারটাকে বৈদিক ব্রাহ্মনগণ থ্ব সুস্থচিন্তে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ রায়ের আঞ্জিত। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সন্ন্যাসীর তেজ ব্রহ্মসম। অথচ রামানন্দ জাতিতে শৃত্র, তাঁকে আলিঙ্গন করিয়া এই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করেন কেন?—ব্রাহ্মণেরা মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন।—

এই ত সন্মাসীর তেক দেখি বন্ধ সম।
শৃত্তে আলিকিয়া কেন করেন ক্রন্থন ।
এই মহারান্ধ, মহাপণ্ডিত গন্ধীর।
সন্মাসীর স্পর্শে মন্ত হইল অন্থির।
——(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

ভারপর রায় ও প্রভূ সুস্থ হইয়া উভয়ে সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। প্রভূ হাসিতে হাসিতে রায়েকে বলিলেন যে, নীলাচলে সার্কভৌম ভোমার গুণের কথা সমস্তই আমাকে বলিয়াছে। এবং ভোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছে। তাই আমি এখানে আসিয়াছি। এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, অভি-অনায়াসেই আমি ভোমার দর্শন লাভ করিলাম।—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করেছে যতনে ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হইল, অনায়াসে পাইমু দর্মন ॥
——(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রায় বলিলেন: আমার প্রতি সার্বভৌমের অপার অমুগ্রহ।
তাই তিনি দয় করিয়া আমার মঙ্গলের জন্ম তোমাকে এখানে
পাঠাইলেন। আমি রাজসেবক। বিষয়ী। শৃ্জাধম। আমি অস্পৃশু।
তব্ তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে। ঘূণা বা বেদভয় কিছুই গ্রাহ্
করিলে না। আমার মনুযুজনা আজ সফল হইল।—

সার্ব্বভৌম তোমার রুপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্ত স্পর্নিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন।
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূলাধম।
মোর স্পর্নে না করিলে দ্বণা বেদভয়।
তোমার রুপায় তোমায় করায় সদয়॥

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

এই সময় 'বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ' আসিয়া প্রভূকে আহারের ক্ষ্মানমন্ত্রণ করিল। প্রভূ ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব জানিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। তারপর ঈবং হাসিয়া রায়কে প্রভূ বলিলেন— তোমার মূখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন। পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন।

—(टिः हः—यथा, ५व शः)

রায় ও প্রভূ উভয়েই উৎকণ্ঠিত। প্রভূ সাদ্ধা সন্ধ্যা সমাগত। স্নানকৃত্য সমাপনাস্তে বসিয়া আছেন। এমন রায়ের সহিত সাধ্য-সময় রায় আসিয়া মিলিত হইলেন। এইবার সাধন সম্পর্কে প্রভুর রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। প্রসঙ্গের কথোপকথন আরম্ভেই দেখিতে পাই যে, 'সাধ্য' অর্থাৎ

সাধনার বস্তু কী-প্রভু রায়কে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।-

প্রভূ কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়। প্রভূ কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে রুফ কর্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্য সার। প্রভূ কহে এহো বাহু আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥ প্রভু কহে এহো বাহা আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানমিশ্রভক্তি সাধ্য সার। প্রভু কহে এহো বাহ্ম আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানশৃক্ত ভক্তি সাধ্য সার। প্রভু কহে এছো হয় আগে কহ আর। রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার। প্রভূ কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কছে দাস্ত প্রেম সর্ব সাধ্য সার । প্রভূ কহে এহোত্তম আগে কহ আর। রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ববিদাধ্য সার। প্রভূ কছে এছোত্তম আগে কছ আর। রার কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্য সার । —(रेडः डः—यथा, ५य शः)

ভগবান আমার কান্ত (আমার প্রণয়ী—lover)—এই ভাবে कारा कार्य कार्य । यह अहे कार्य कार्य कार्य कार्य ।

গতামুগতিক আচার-নির্দিষ্ট ধর্মকে বাহিরের বস্তু বলিয়া ('এহো বাহা') প্রভু উপেক্ষা করিলেন। কর্ম ও জ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া ভক্তি-মুখে কেবল রাগানুগমার্গে একটা গতি লক্ষ্য করা গেল। ইহা নৃতন। বাস্থদেব সার্বভৌম ইহাকে 'অলৌকিক চেষ্টা' বলিয়া প্রথমে ভ্রম করিয়াছিলেন। দাস্ত, বাংসল্য ও মধুর—এই তিনটি রসের উল্লেখ হইল। তার মধ্যে কাস্তভাব, অর্থাৎ মধুর রসকেই প্রভু উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন।

পরে রসভত্ত্বের সাধনাঙ্গে একটি বিশ্লেষণমূলক বিচার ও মীমাংসা इडेन। त्राय विनातन-

> কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। ক্লফ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥ কিন্ত যার যেই রস সেই সর্বেগজম। তটম্ব হঞা বিচারিলে আছে তারতম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। এক ছই গণনে পঞ্চ পর্যান্ত বাডয়॥ खनाधिका चामधिका वाट्य नर्ख इतन । শাস্ত দাস্ত সথ্য বাৎসন্সা গুণ মধুরেতে বৈসে॥ ক্ষের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে। যে থৈছে ভব্দে ক্লম্ম তারে ভব্দে তৈছে॥ यण्जि जोन्सर्या कृष्ण माधुर्यग्र धुर्या। ব্রজগোপীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥

—(रेठः ठः—यथा, ५य शः)

এখানে দেখিতে পাইতেছি যে—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে আচার-নির্দিষ্ট বাহিরের ক্রিয়াকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন নাই। রায় যখন জ্ঞানমিশ্র ভক্তির কথা বলিলেন, তখনও প্রভু সমান উত্তর দিলেন—'এহো রাছ'। তারপর জ্ঞান ছাড়া ভক্তির কথা রখন রায় বলিলেন, তখন প্রভু বলিলেন: হ'তে পারে—'এহো হয়'. কিন্তু ইহাই শেষ নয়। কৰ্ম নাই, জ্ঞান নাই—শুধু ভক্তি, প্ৰেম ও রস। ভর্গবানের সঙ্গে জীবের রসের সম্পর্কই সবচেয়ে বড় সম্পর্ক। আর এই রদের বিচারে, রায় বলিলেন যে—প্রত্যেক পূর্ববর্ত্তী রদের গুণ পরবর্ত্তী রসে গিয়া সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক পরবর্ত্তী রস পূর্ব্ববর্ত্তী রসের গুণের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে স্বাদেরও আধিক্য হয়। স্থতরাং সর্বশেষ মধুর রসে পূর্ববর্ত্তী অপর চারি রসের গুণ থাকাতে, মধুর রসই সর্কোৎকৃষ্ট এবং সর্কশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সহিত মধুর রসের সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া, কর্ম ও জ্ঞান ছাড়িয়া কেবল রাগমার্গে ভজন করিলেই জীব মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে। একথাও রায় বলিলেন যে—যার যে রসে অধিকার, তার পক্ষে সেই রসই ভাল। রসের সাধনায়, সুতরাং, অধিকারীভেদ স্বীকার করা হইল। আর গীতার প্রতিধানি করিয়া রায় ইহাও বলিলেন যে— অধিকারীভেদে, যে-ভক্ত যে-রস অবলম্বন করিয়া ভজিবেন, কৃষ্ণ সেই ভজনাতেই তাহাকে সার্থক ও চরিতার্থ করিবেন। ইহাই 'সাধা', অর্থাৎ সাধনার বিষয়। তারপর-

প্রভূ কহে এই সাধ্যাবধি স্থনিশ্চয়।
কুপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

"রায় কছে ইহার আগে পুছে হেন জনে—এত-দিনে নাহি জানি আছয়ে ভূবনে" রায় আশ্চর্য্য হইলেন। এতদিন ধরিয়া রসের কারবার তিনি করিতেছেন। কিন্তু এর পরেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে—পৃথিবীতে এমন লোক আছে, তিনি ভাবিতেও পারেন

নাই।—

 মহাপ্রভূ যে এর পরের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, রায় তাহা ভাবেন নাই।

তারপর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রাধিকার প্রেমৈর কথা পাড়িলেন।—

রায় কছে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা।
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া।

—(कि: ह:--मधा, ५म श:)

শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপন। তাহাতে অস্থমানি শ্রীরাধিকার গুণ।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

রায়ের কথায় প্রভূ সম্ভুষ্ট হইলেন। বলিলেন—যে জন্ম তোমার কাছে আসা, তা আমার সার্থক হইল। কুপা করিয়া আর একট্ বল। কৃষ্ণের স্বরূপ কিরূপ, আর রাধার স্বরূপই বা কিরূপ ?—

রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্ব রূপ ?

—(कि: ठः—१: ১8२)

রায় বলিলেন-

দশর পরম রুঞ্চ স্বরং ভগবান।
সর্ব্ব অবতরি সর্ব্ব কারণ প্রধান।
অনস্ত বৈকুণ্ঠ আর অনস্ত অবতার।
অনস্ত বন্ধাও হই সবার আধার।
সচিদানন্দ তম্ব ব্রজেক্স নন্দন।
সর্ব্বেশ্বর্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস্পূর্ণ।
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ন্ত্রী কামবীক্ষে বার উপাসন।

কুৰেন বরুণ

আপন মাধুর্ব্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিছন।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রূপ দেখি আপনার ক্ষেত্রে হইল চমৎকার আস্থাদিতে মনে উঠে কাম। —(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

এইরপে কৃষ্ণের স্বরূপ রায় বর্ণনা করিলেন। তারপর রাধার স্বরূপের কথা উঠিল। রাধা, কৃষ্ণ ছাড়া নয়। বস্তু ও তার গুণ যেমন অভেদ, কৃষ্ণ ও রাধা তেমনি অভেদ। রাধা—কৃষ্ণের শক্তি। ভগবানের শক্তির নাম রাধা। রায় কহিলেন—

সচিতৎ আনন্দময় কুষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ। व्यानमाः (न स्लामिनी, गमः (न मिनी। চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥ ক্লফকে আহলাদে তাতে নাম আহলাদিনী। সেই শক্তি ছারে স্থথ আস্বাদে আপনি ॥ স্থরপ কৃষ্ণ করে স্থথ আস্বাদন। ভক্তগণে স্থথ দিতে হলাদিনী কারণ । হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময় রূপ রুসের আখ্যান 🛚 প্রেমের পর্ম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবরূপ। রাধাঠাকুরাণী। সেই মহাভাব হয় চিস্তামণি সার। ক্লফ বাস্থা পূর্ণ করে এই কার্য্য ভার । মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সধী তাঁর কার্য ব্যহরপ।

—(कि: क:-मधा, ५म शः)

মহাজাবচিস্তামণি রাধিকার স্বরূপ মহাভাবচিন্তামণিই রাধার স্বরূপ। সধীরা রাধিকার লীলার সহচরী। কুষ্ণের বাস্থা পূর্ণ করাই তাঁর কার্য্য।

রাধিকা কিলকিঞ্চিতাদি বিংশ প্রকারের ভাব-ভূষণ অঙ্গে পরিধান করিয়া, তাত্মূল রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, নেত্রযুগলে প্রেমকোটিলা কজ্জল মাখিয়া, মধ্যবয়স্কা ছুই সখীর স্কল্পে ভর করিয়া, কুঞ্জাভিসারে ধীরে অগ্রসর হুইবেন। কিন্তু কিলকিঞ্চিতাদি ভাবটি কী ?

শ্রীরূপ গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা শ্রীরাধিকার একটি দৃষ্টি। কৃষ্ণ রাধিকাকে, নির্জ্জনে নয়, অন্সের সম্মুখেই হঠাৎ আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীরাধিকা স্বভাবতঃই অপমান বোধ করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে। হইবারই কথা। লচ্জাও হইয়াছে—কেননা, অপরে দেখিয়াছে। অপমান, ক্রোধ, লচ্জা মিশিয়া চোখে এক ফোঁটা জলও আসিয়াছে। কিল্কিঞ্জিলিভাব—

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব—
কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাধিকা মনের মধ্যে একটা
ত্বৈকিনী' দৃষ্টি
গৌরবও অমুভব করিতেছেন—আমায় কত

ভালবাসেন, এই ভাবিয়া। গৌরবের অমুভূতিতে দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়াছে। লক্ষায় কথা বলিতে পারিতেছেন না, সম্পূর্ণ চোথ মেলিয়া চাহিতেও পারিতেছেন না। দৃষ্টি আধফোটা পদ্মের ছইটি পাঁপড়ির মত ঈবং রক্তিমাভ—কেননা, ক্রোথ আছে। দৃষ্টি বন্ধিম। এই অপাঙ্গদৃষ্টি কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের প্রকাশক। এক সঙ্গে অপমান, লক্ষা, ক্রোথ, গৌরব, অমুরাগ প্রভৃতি সাতটি ভাব যে দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়—ইহা সেই দৃষ্টি। শ্রীরূপ গোস্বামী এই দৃষ্টিকে 'স্তবকিনী' আখ্যা দিয়াছেন।

চোখে এমনি ভাবের চাহনি লইয়া জ্রীরাধিকা, কুঞ্চে প্রবেশ করিবেন। কৃষ্ণকে শ্রামরস ও মধুপান অর্থাৎ শৃঙ্গাররস ও মজপান করাইবেন। এবং সর্বাদা সর্ববিষয়ে তার কামনা পূর্ণ করিবেন।—

ক্বফকে করার আমরস মধুপান।
নিরম্ভর পূর্ণ করে ক্বফের সর্ব্ব কাম।
——(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

রাধিকা কী রকম ? না—

ষাহার সৌভাগ্য গুণ বাঙ্গে সত্যভামা। যার ঠাঞি কলাবিলাস শিক্ষে ব্রজরামা। যার সৌন্দর্যাদি গুণ বাঙ্গে লক্ষী-পার্ববৈতী। যার পতিব্রতা ধর্ম বাঙ্গে অঞ্জ্বতী।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

শ্রীরাধিকার পাতিব্রত্যের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার পাতিব্রত্য শ্রেষ্ঠ। আচার অপেক্ষা স্বাধীন ভালবাসা বড়। স্বাধীনতাই প্রেমের পাদপীঠ।

প্রভূ শুনিয়া সম্ভষ্ট হইলেন। বলিলেন: কৃষ্ণ-রাধা প্রেমতত্ত্ব জানিলাম। এখন ছুইজনের বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাই।—

রায় কহে রুঞ্চ হয় ধীর ললিত।
নিরস্তর কাম ক্রীড়া বাঁহার চরিত।
রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

প্রভূ বলিলেন: এ উত্তম—আর একটু আগে বল ৷— প্রভূ কহে এই হয় আগে কহ আর ৷

রায় কহে ইহা বই বৃদ্ধি গতি নাহি আর ।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

প্রভু স্পষ্টই সম্ভোগের বর্ণনা গুনিতে অভিলাষী।

এইবার মহাপ্রভুর প্রশ্নে রায় প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবার জোগাড়। বলিলেন—আর কথা চলে না। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের একটা স্মীভ আমি রচনা করিয়াছি। তাতে তোমার স্থুখ হয়, কি, না-হয় জানি না। যদি বল, তবে গাই। রায় গাহিলেন—

> পহিলহি রাগ নয়ন ভক ভেল। অস্কুদিন বাড়ল অবধি না গেল।

না সো বমন, না হাম বমণী।
ছঁছ মন মনোভাব পেশল জানি।
এ সধি সো সব প্রেম কাহিনী।
কাহঠামে কহবি বিছুবল জানি।
না খোঁজলুঁ দ্তী, না খোঁজলুঁ আন।
ছহঁকো মিলনে মধ্যেত পাঁচ বান।
অব সোই বিরাগ তুহঁ ভেলি দ্তী।
স্পুকৃষ প্রেমক ঐছন রীতি।

—(टिंड हः—यथा, ५व शः)

সম্ভোগের জয়দেব-বর্ণিত দৈহিক বর্ণনা ছাড়িয়া মনোরাজ্যে রায় বিলাস-বিবর্ত্তকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। জয়দেব অপেক্ষা রায়ের এইখানে উৎকর্ষ্য। প্রভূ ধৈর্যা ধরিয়া এই গীত শুনিতে পারিলেন না। রাধাপ্রেমের আবেশ হইল। তিনি গান বন্ধ করিবার জম্ম হাত দিয়া রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।—

> প্রেমে প্রভূ স্বহস্তে তার মৃথ আচ্ছাদিল ৷ —(চৈ: চঃ—পু: ১৪৫)

প্রভু রায়কে বলিলেন—তোমার দয়ায় সাধনার বস্তু যে কী, তা বুঝিলাম। এখন তা' পাইবার উপায় আমাকে বল।

এর আগে রায় বলিয়াছেন যে—ভগবানের সঙ্গে জীবের রসের সম্পর্কই সত্য। সেই রসের সম্পর্কের মধ্যে আবার মধুর রসের সম্পর্কই সর্বোত্তম। মধুর রসের অবলম্বন হইতেছে—রাধাকৃষ্ণলীলা। দাস্থ বাংসল্যাদি রসে এই লীলার স্বাদ পাওয়া যায় না। কেবল স্থিগণের ইহাতে অধিকার। স্থীরাই এই লীলা পরিপুষ্ট করে, বিস্তার করে—এই লীলার মাধুরী আস্বাদন করে। রাধাকৃষ্ণ যেকুষ্ণে বিহার করেন, সেই কুষ্ণ সেবার অধিকার কেবল এক স্থিগণেরই আছে। অস্থান্থ রসের অধিকারী যে ভক্তগণ, তাঁদের এই সর্বোচ্চ অধিকার নাই। ক্রেক্টিক্টেন ইহাই যদি বাঙালী বৈষ্ণবের ধর্মের

তত্ত্বকথা হয়—তবে ইহার উপদেষ্টা রায় রামানন্দ, আর শ্রোতা মহাপ্রভূ স্বয়ং নিজে। মহাপ্রভূর শেষ ১২ বংসর দিব্যোমাদে এই ভাবই বিরহের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।—

রাধারুক্ষ লীলা এই অতি গৃঢ়তর।
দাশ্র বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর।
সবে এক স্থিগণের ইছা অধিকার।
স্থী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার।
স্থী বিনা এই লীলা পুটু নাহি হয়।
স্থী লীলা বিস্তারিয়া স্থী আস্বাদয়।
স্থী বিনা এই লীলায় অন্তের নাহি গতি।
স্থীভাবে যে তারে করে অমুগতি॥
রাধারুক্ষ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

বলিবার ভঙ্গীতে কোন অস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। রায় খুব স্পষ্ট করিয়াই প্রভুকে বলিতেছেন যে, সথীভাবে রাধাক্ষেরে দেবা করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এখন, কাজেই দেখিতে হইবে সথী-ভাবটা কী ? সথীর স্বভাব কিরপ ? এবং সথী কাজটা করে কী ? কেননা, সথী-ভাব লইয়া যদি আমাকে ধর্ম্মসাধনা করিতে হয়—আর তাহাই যখন সর্বোত্তম সাধনা—তাহা হইলে সখীর কর্ত্তব্য কী, তার একটা স্কুম্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্রুই প্রয়োজন।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

স্থুতরাং রায় এক্ষণে সথীর স্বভাব সম্বন্ধে প্রভুকে বলিতেছেন—

সখীর স্বভাব এই অকথ্যকথন।
ক্রম্বসন্থ নিজ্ঞ লীলায় নাহি সখীর মন।
ক্রম্বসন্থ রাধিকার লীলা বে করায়।
নিজ্ঞ স্ব্থ হৈতে তাতে কোটি স্বথ পায়।
রাধার স্বরূপ ক্রম্ব প্রেম কর্ম্বলতা।
স্বীগণ হয় তার পরব পূব্দ পাতা।

সধীভাব

ক্বক্লীলামুতে যদি লভাকে সিক্ষ।

নিজ স্বৰ্ধ হৈতে পল্পবাদ্যের কোটি স্থপ হয়॥

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

বিপরীত রকমের একটা বিষম ভাবিবার কথা আসিয়া পড়িল দেখা যাক্।

প্রসঙ্গ চলিতেছে রায় বলিতেছেন-

यमानि नशीत कृष्ण नक्त्य नाष्ट्रियन। তথাপি রাধিকা যতে প্রেরি করায় সঙ্গম। নানাছলে ক্লফ প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্মহথ সঙ্গ হৈতে কোটি হুথ পায়॥ অন্যোগ্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট। তা সবার প্রেম দেখি ক্লফ হয় তুষ্ট। শহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কাম ক্রীড়া সামো তার কহি কাম নাম ॥ সেই গোপী ভাবায়তে যার লোভ হয়। বেদ ধর্ম ত্যাজি সে ক্লফকে ভজয়॥ রাগাত্মগমার্গে তাঁরে ভক্তে যেই জন। সেই জন পায় ব্ৰজে ব্ৰজেক্সনন্দন । ব্রজ্বলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভক্তে। ভাব যক্ত দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্ৰজে॥ তাহাতে দৃষ্টাস্ক উপনিবৎ अভিগণ। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্সনন্দন ॥ অতএব গোপীভাব করি অনীকার। রাজিদিন চিস্ত্যে রাধাক্তক্ষের বিহার । সিদ্ধদেহে চিন্তি করে ভাহাই সেবন। স্থীভাবে পায় রাধারুফের চরণ **৷** গোপী অহুগত বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে। ভক্তিলেহ নাহি পায় ব্রক্তেনন্দনে ।

তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ——(চৈ: চঃ—মধ্য, ৮ম প:)

কথাটা একরকম বুঝা গেল। সখী নিজে কৃষ্ণসঙ্গম করেন না।
প্রীরাধিকাকে যত্ন করিয়া কৃষ্ণসঙ্গম করান। এবং তাতে নিজের সঙ্গমমুখ অপেক্ষা কোটিগুলে বেশী সুখ পান। এই সখী-ভাবে সাধন
করিতে গেলে বেদধর্ম, অর্থাৎ শ্বৃতি-নির্দিষ্ট সমাজ-ধর্ম, এক কথায়
কুল, ছাড়িতে হয়। প্রীরাধা এবং সমস্ত সখীই কুলতাাগিনী। তাতে
তাঁরা ছঃখিত নন। কৃষ্ণের জন্ম কুলত্যাগিনী ও কলঙ্কিনী হইয়া বরং
তাঁহারা একটা আহলাদ ও গর্বে অমূভব করেন। নিরম্ভর অম্ভরে
রাধাকৃষ্ণের বিহার চিম্ভা করিতে হয়—অন্ম চারি রসে ইহা গোচরীভূত
হয় না। যদিও নিজ ইল্রিয়ের সুখ সখীদের উদ্দেশ্য নয়, কৃষ্ণের
ইল্রিয়-সুখই সখীদের উদ্দেশ্য; তথাপি রাধিকাকে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম
করাইয়া, তা দেখিয়া নিজেল্রিয় সঙ্গম-সুখ অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক
সুখ আস্বাদন করে।—

আত্মেন্দ্রির প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

ক্তম্বেন্দ্রির প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

কামদাবানশ—রতি সে শীতল। —()

আর সখীদের যে প্রেম, তা' কখনই প্রাকৃত কাম নহে। কেননা, যাহা কাম তাহা কামক্রীড়ার পরেই সাম্য হয়। সখীদের কামক্রীড়া নাই। কাজেই, সম্ভবতঃ তাহাদের প্রেমের কখনও সাম্য হয় না। এবং সেই জন্ম সখীদের প্রেমকে—প্রাকৃত কাম বলা হয় না। "সহজে গোপীর প্রেম"—'সহজ্ঞ' কথাটায় সহজিয়াদের কথাই মনে হয়। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কেননা—

এত শুনি প্রস্তু ভারে কৈল আলিন্ধন। ত্ই জনে গলাগলি করেন ক্রন্ধন।

—(टेड: ठ:-यश ५म, ११:)

মহাপ্রভু-চিহ্নিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মর্ম্মকথা আমরা রায় রামানন্দের কথোপকথনে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম। এবং এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ভিতরকার কথা। তত্ত্বকথা।

বাস্থদেব সার্ব্বভৌম প্রথমে রায়ের এইসব রসতত্ত্বের কথা শুনিয়া বৃষিতে পারেন নাই। অলোকিক বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। শাঙ্কর বেদাস্ত্রীর পক্ষে করিবার কথাই।

আবার রামানন্দ ও মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। ইহার পরে রায় প্রভুর রূপান্তর দেখিতে পাইলেন। প্রভুর আর সন্ধ্যাসী-মূর্ত্তি নাই। তার পরিবর্ত্তে 'শ্রামগোপরূপ' দেখিতেছেন। সম্মুখে 'শ্রামগোপরূপ' প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা। কাজেই রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার অর্থ কী? প্রভু প্রথমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রেম অত্যন্ত গাঢ়। আর প্রেমের এই স্বভাব যে, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে প্রেমা-স্পদকেই সে সর্ববন্ধণ দেখে।—

শীরাধাক্তকে তোমার মহাপ্রেম হয়।
বাঁছা তাঁহা রাধাক্তক তোমারে ক্ষুরয়।
——(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

খ্ব সঙ্গত এবং স্বাভাবিক সহজ উত্তর। কিন্তু চৈতক্সচরিতকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে প্রভূর এই উত্তর সাহায্য করে না। বিরোধ আনে। স্থভরাং, রায় সম্ভষ্ট হইলেন না। বলিলেন—ভূমি আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছ। – রায় কহে প্রভূ নোরে ছাড় ভারিভূরি।
নোর আগে নিজ রপ না করিছ চুরি ।
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্থাদিতে করিয়াছ অবতার ।
নিজ গৃঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্থাদন।
আম্সঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভূবন ।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

ধরা পড়ার পর আর চাতুরী চলে না।--

ভবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব ছই এক রূপ॥
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

একাধারে এই অভেদাত্মক যুগল রূপ দেখিয়া রায় উন্মন্তের মত ধরিতে গেলেন। কিন্তু পারিলেন না। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভূ তাহাকে স্পর্শ করিয়া চেত্রন করিলেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—

গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেক্স স্থত বিনা তিঁহে। না স্পর্শে অগ্যন্তন ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্মন।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্ঘ্য রস করি আত্মানন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রায় যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন—প্রভু তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইখানে অরুদ্ধতী অপেক্ষা শ্রীরাধিকার পাতিব্রভ্যকে বড় করা হইয়াছে। প্রভু বলিলেন—হই আমি কৃষ্ণপ্রেমে কুলটা, এই কলঙ্কই আমার ভূষণ। তথাপি সেই লম্পট ব্যতিরেকে আর কেহ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এইরূপে দশ দিন বিভানগরে থাকিয়া প্রভূ রায়ের সহিত রসভত্ত আলোচনা করিলেন। প্রভূ বলিলেন— বৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা।
দশদিনের কা কথা যাবং আমি জীব।
তাবং তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব।
নীলাচলে তুমি আমি থাকিব একসঙ্গে।
হথে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥
—(চৈ: চ:—মধ্য, ৮ম প:)

নবদ্বীপ-লীলায় আচার্য্য অদৈতের ইহা অভিপ্রায় ছিল না।
প্রভূ যথন রায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জ্বন্ত পুনঃ উৎকণ্ঠা ও
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন রায় কিঞ্চিং কুণ্ঠা প্রকাশ না-করিয়া পারেন নাই। কেননা, তিনি শৃদ্র আর বিষয়ী, অর্থাৎ গৃহী।
অক্তদিকে, প্রভূ শুধু ব্রাহ্মণ নন্—সন্মাসী। তখন যেমন ব্রাহ্মণে-শৃদ্রে
ভেদ ছিল, তেমনি গৃহী আর সন্মাসীতেও ভেদ কম ছিল না। বরং
খুব বেশীই ছিল।

রায়ের মুখে প্রভূ নিজের স্তব শুনিয়া বলিলেন—আমাকে সন্মাসী জানিয়া তুমি অনর্থক স্তবই বা কর কেন, আর নিজেকে শৃদ্র ভাবিয়াই বা সঙ্কোচ বোধ কর কেন ?—

শূন কৃষ্ণতত্ত্বেত্তা ক্ইলে গুৰু ক্ইতে পারে—রারকে প্রভু গুৰুর আসন দিজেহেন তোমার ঠাঞি আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্মাসী আনিয়া।
কিবা বিপ্র কিবা স্থাসী শূদ্র কেনে নয়।
বেই ক্লফ তন্তবেক্তা সেই গুরু হয়।
সন্মাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কুষ্ণরাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন।

—(कि: हः—यश, भ्य भः)

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারের বিরুদ্ধে ইহাই মহাপ্রভূর ধর্মের অভিযান। ইহাই প্রশ্ন যে—'শৃক্ত কেনে নয়' ? শৃক্ত যদি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হয়, তবে ক্ষেত্র গুরু পর্যান্ত হইতে পারে—'চণ্ডালোহপি জিল শ্রেষ্ঠ'। ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক স্মরণীয় এবং ইতিহাসে গৌরবান্বিত বিজ্ঞাহ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রায়কে প্রভূ নিজে গুরুর আসন দিতেছেন—রায়ের **কুণ্ঠা সত্ত্বে**ও। এবং রায়**ও শে**ষে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। রায় প্রভূর উপদেষ্টা এবং রসের সম্পর্কে তিনি সখা।

এইরূপে দশ দিন ধরিয়া রায়ের সহিত রসের আলোচনা হইবার পর, প্রভু দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গেলেন। রায়কে বলিয়া গেলেন যে— ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা হুইজনে একসঙ্গে নীলাচলে বাস করিবেন এবং রাত্রিদিন ক্লফ্টকথা আলোচনা করিবেন। রায়ও এই কথায় রাজী इटेलन। किन्न नविशेश-नौनाय अकथा िन ना। जिन्न कथा िन।

১৫১০।৭ই বৈশাখ প্রভু পুরী হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হুইয়া পড়েন। আবার ১৫১১।৩রা মাঘ নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ১ বংসর ৮ মাস ২৬ দিন দাক্ষিণাতা ভ্রমণে কাটিয়া যায়।

ত্রিমন্দনগরে বৌদ্ধদের সহিত প্রভুর শাস্ত্র-বিচার

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দকে ছাড়িয়া প্রভু ত্রিমন্দনগরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বহু বৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধেরা আসিয়া প্রভুর সহিত ধর্ম্মের বিচার করিল। ঐদেশের যে রাজা, তিনি মধান্ত হইলেন। বৌদ্ধেরা বিচারে পরাস্ত হইল।---

> রাষের নিকট হইতে লইয়া বিদায়। ত্রিমন্দনগরে প্রভু প্রবেশ করয়। বছ বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দনগরে। আসিয়া মিলিল সবে গৌরাক ক্রনরে। বৌদ্ধগণসহ প্রভু বিচার করিলা। ত্তিমন্দের রাজা আসি মধান্ত হইলা। বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল। পগুড দৰ্শক সবে হাসিতে লাগিল।

> > —(शाविन मारगद कदा।)

ত্রিমন্দনগর হইতেই গোবিন্দের হাতে প্রভুকে সমর্পণ করিয়া

আজ আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব। প্রভুর সহিত আর বেশী দূর দক্ষিণে আমাদের যাওয়া চলিবে না।

নীলাচলে আসিয়াই বৌদ্ধ-ব্রাক্ষণের দলাদলির মধ্যে মহাপ্রভু তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ত্রিমন্দনগরেও বিশেষভাবে তাঁহাকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম ও তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। নীলাচলে আসিয়া মাত্র ২।৩ মাসের মধ্যেই প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত. সার্ব্বভৌমকে অদৈত বেদান্তে পরাস্ত, রায় রামানন্দকে উপদেষ্টা করিয়া রসতত্ত্ব ও সখীতত্ত্বের তাৎপর্যা গ্রহণ, এবং দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসরপথে ত্রিমন্দনগরে আবার বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত—তিনি করিলেন। অনুমান নয়, ইহা প্রত্যক্ষ যে—এইসময় তাঁহার প্রচার-কার্যা অত্যন্ত ক্রত চলিতেছিল। এই সময় হইতে ৭ বংসর তাঁহার শরীর ও মনের বল অপরিমেয়, অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহিত বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রভুর যে-সব তর্ক হইয়াছিল, তার বিস্তৃত বিষরণ আমরা কোন গ্রন্থেই পাই না। কেবল পাই যে, তর্কে তিনি বৌদ্ধদের পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থানে বৌদ্ধদিগকে নিজের মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের যে-সমস্ত বৌদ্ধদের সহিত তিনি তর্ক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মত ১৫১০ খুষ্টাব্দে যে কিরূপ ছিল—তাহাও এখন নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই। কেননা, দেশভেদে ও কালভেদে বৌদ্ধদের ধর্ম্মত এক রকম ছিল না। নেপাল ও তিব্বতে এখনও 'মহাযান'-মত প্রচলিত। আবার লঙ্কাদ্বীপে 'হীনযান'-মত প্রচলিত। তিব্বতের বৌদ্ধেরা কালীপূজা করে, মন্ত্রতন্ত্রসহ হোম জপ করে, মানুষ পূজাও

দেশভেদে কালভেদে বৌৰধর্শের বিভিন্ন মৃষ্টি করে। চীনদেশের বৌদ্ধেরা সকল রকম মাংস খায়, এবং প্রাণী বধ করে। জাপানীরা বলে যে—মহাযান অপেক্ষাও ভাদের ধর্ম.

शैनयान, पर्यत्नेत्र पिक पित्रा अत्नक উচ্চে—अथि नाना त्रकम (प्रयापन्त्रीत अभागनाथ जाता करत्र थारक। বৌদ্ধ ধর্ম যে কেবল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মৃর্ত্তিতেই প্রকাশ, তাই
নয় এক বাঙলা দেশেই সমাজের বিভিন্ন অবস্থান-স্তরে বৌদ্ধ
ধর্মের আচার-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেখা যায়। বিভিন্ন যুগেও
বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ একের পর আর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাপ্রভূ যে কোন্ মতের বৌদ্ধদের সহিত কিরকম যুক্তি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তা আমরা জানি না। শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রণীত তর্কপাদে বৌদ্ধদের শৃন্যবাদকে 'বিনাশবাদ' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। নৈয়ায়িক-দিগকেও অর্ধ্ধ-বিনাশবাদী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কেননা, স্থ-ছঃথের নির্ত্তিকেই নৈয়ায়িকেরা অপবর্গ বা মুক্তি বলিয়াছেন। স্থত্ঃথ একেবারে না-থাকিলে, আত্মার অস্তিত্ব পাথরের মত হইয়া

শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ শৃক্তবাদ যায়। শৃত্যের স্থানে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—জ্ঞানমার্গে মুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু শৃষ্টের

স্থানে রাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার কী যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং কী রকমেই বা জ্ঞান-কর্ম ছাড়িয়া কেবল রাগান্থ ভক্তিমার্গে রাধাকৃষ্ণের বিহার চিম্ভা করিয়া মধুর রসের রায় রামানন্দ-কথিত সখী-ভাবের মেয়েলী ভজন প্রবর্ত্তন করিলেন—তাহার বিবরণ আমরা কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাই না। ইহা পাওয়ার দরকার ছিল।

প্রতাপরুজের পর, ১৫৫১ খুষ্টাব্দে মুকুল্দদেব উড়িয়ার রাজা হন।
মগধ পর্যাস্ত তাঁর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। মুকুল্দদেব কিন্তু বৈশ্বব
ছিলেন না। তিনি আবার বৌদ্ধমতের খুব গোঁড়া ভক্ত হইয়া
পড়িলেন। প্রতাপরুজের সময় যেসকল বৌদ্ধ নির্যাতিত ও
বিতাড়িত হইয়াছিল, মুকুল্দদেবের সময় আবার তাঁহারা রাজসভায়
আসিয়া বেশ জাঁক করিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন। বলরামদাস—
যিনি প্রতাপরুজের সময় বৌদ্ধ নির্যাতনের ফলে রাজসভা পরিত্যাগ
করিয়া গিয়াছিলেন, মুকুল্দদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন।
শহরের অবৈভবাদের বিরুজে বলরামদাস পুনরায় বৌদ্ধ শৃক্তবাদ

প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিলেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদে ও কাব্যে,
ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে—
বলরামদাস বৈষ্ণব হইলেও প্রচ্ছর বৌদ্ধ মাত্র। তাহা হইলে দেখা
যাইতেছে যে, মহাপ্রভু ১৫০০ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হইবার পাঁরে উৎকলে,
অস্ততঃ রাজসভায়, বৌদ্ধদের পুনরাগমন একটা সত্যি ঘটনা এবং বড়
ঘটনা। কেবল বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে নয়—বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবেও দলাদলি,
রেষারেষী চলিয়াছিল।

বৌদ্ধমতের যে-সমস্ত 'যান' আছে, সে সম্পর্কে আগেই বলিয়াছি যে—দেশতেদে ও যুগভেদে তা লোকের মনের ভাব বুঝিয়া পরিবর্ত্তিত ইইয়াছে। বাঙলাদেশে, উড়িয়া ও দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর সময়ে কোথায় কোন্ কোন্ মতের বৌদ্ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল—তা বলিবার অবসর আজ হইবে না। তবে রায় রাম্যানন্দ প্রভুকে যে মধুর রসের সখী-ভাবের ভজনের কথা বলিলেন—এবং প্রভুও যাহা গ্রহণ করিলেন—তাহার সহিত পূর্ব্বগামী বৌদ্ধ কোন প্রসিদ্ধ মত বা যানের সাদৃশ্য আছে কি-না একটু দেখা দরকার।

স্কলেই জানেন, 'মহাযান' 'হীনযানে'র পরে দেখা দিয়াছে। হীনযান একেবারে শৃন্তকেই নির্বাণ বলে। এবং কেবল এক শৃন্তে লীন হইবার জন্তই উপদেশ দেয়। জগতের উদ্ধার সম্পর্কে হীনযানীরা উদাসীন। মহাযানীরা প্রতিবাদ করিয়া হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ
নিজের নির্বাণ চান নাই। তিনি মগধের ও

জগতের উদ্ধারের জন্ম জীবনধারণ ও জীবনপাত করিয়াছেন। তিনি জগতের জন্ম মহাকরুণায় আচ্ছন্ন ছিলেন। অতএব, নির্বাণের সঙ্গে করুণাও থাকা চাই।—হীনযানে আর মহাযানে সংক্ষেপতঃ এই পার্থক্য।

কিন্ত মহাযান মতের এই নির্ববাণলাভও সহজ ব্যাপার নয়। অনেক ধ্যান-ধারণা, সমাধি করিয়া—শৃক্তের উপর শৃক্ত, তার উপর শৃক্তে উড়িয়া তবে নির্বাণ লাভ হয়। স্থভরাং একটা সহজ পথের প্রয়োজন লোকে অমুভব করিতে লাগিল। সাধারণ লোক শৃষ্ম ব্রিভে পারিত না। কাজেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শৃষ্মতার নাম দিলেন—'নিরাত্মা'। শব্দটি স্ত্রীলিল। কাজেই নিরাত্মা দেবী হইলেন। এখন নির্বাণ অর্থ, শৃষ্মতার মধ্যে লীন হইয়া যাওয়া। আর শৃষ্মতা যদি নিরাত্মা দেবী হইলেন, তবে তাঁর কোলে ঝাপাইয়া পড়ার নামই নির্বাণ। পুরুষ স্ত্রীলোকের কোলে ঝাপাইয়া পড়িলে যাহা হয়, সাধারণ লোকে তা খুব স্পষ্টই বৃঝিতে পারিল। নির্বাণের শৃষ্মতা আর তত কাঁকা বা শৃষ্ম বোধ হইল না। মহাযান-মত খুব চলিল।

কিন্তু আরও সহজ হওয়ার প্রয়োজন অমুভব করা গেল। যাহারা এই প্রয়োজনমত উপদেশ দিলেন, তাহারা সহজবাদী। তাহাদের যানের নাম 'সহজ্বান'। তাহারা নির্কাণের বৌদ্ধ সহজ্বান ও সহজ্বিয়া সাধক-সাধিকা অবস্থাকে অস্তি নয়, নাস্তি নয়; তত্তভয়ও নয়, অমুভয়ও নয়—এরপ বলিলেন না। তাহারা বলিলেন—নির্কাণের অবস্থায় আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাহারা মুখ বলেন—মহামুখও বলেন। এবং এই মুখ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগজ্বনিত মুখ।

সহজ্বাদীরা বলিলেন-

রাগেন বধ্যতে লোকো রাগেনৈব বিম্চাতে। বিপরীত ভাবনা ছেষা ন জ্ঞাতা বৃদ্ধ তীর্থিকৈ:। —(হেবক্সতম্ভ)

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়। আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা, বৌদ্ধেরা ইহা জানে না। আমরা সহজবাদীরাই কেবল ইহা জানি।

তাহারা আরও বলিলেন যে, ভোগ ত্যাগ করিবে না। পঞ্চাম উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বোধির সাধনা করিবে। আর ভোগের মধ্যে স্ত্রীসংযোগজনিত ভোগই সর্বোত্তম। ইহাকে মহাস্থলীলা বলা হইরাছে। এই মহাস্থলীলায় যার প্রতিষ্ঠা নাই, ভার পক্ষে নির্বাণ লাভ অসম্ভব। নিরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, তাহার চিত্ত মহামুখে লীন হইবে না। সে নির্বাণ পাইবে না।

সাধারণ লোক মাতিয়া উঠিল। উঠিবারই কথা। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মেও একদিন বঙ্গ, উৎকল, এমন কি দাক্ষিণাত্যও মাতিয়া উঠিয়াছিল। সহজ্বাদীয়া বৈষ্ণবদের মত গান গাহিয়া তাঁহাদের ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নীরস উপদেশ অপেক্ষা ইহা আরও চিত্তাকর্ষক হইল। এইবার রূপক আরম্ভ হইল। বোধিসত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে বিবাহ বলা হইল। তক্ষলতা সাজান হইল। হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া চলিল। এ একরকম বৌদ্ধ-বৃন্দাবন। যেন বোধিসত্ত হইলেন বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ, আর নিরাত্মাদেবী হইলেন রাধিকা।

যাঁহারা এই সহজ মতের গুরু হইলেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে—"এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি ভেমনি আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাঙলার কিরূপ অবস্থা ছিল ভাবিলে চমংকৃত হইতে হয়।" ইহা একটা ঐতিহাসিক কল্পনা।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন-

"ইহারা যে সহজ ধর্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম এখনও চলিতেছে। তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজ-ভাবে মন্ত থাকিতেন। এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজ-ভাবে ভার হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই যুগনজ ক্রীড়া করিতেন। এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনজ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।"

এই বৌদ্ধ সহজ্ঞ্যান বাঙলায় ছিল। পাল রাজদিগের সময়েও ছিল। এখন, রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে যে স্থীতন্ত্রে আরাখনার কথা বলিরাছেন, তা আপনারা শুনিয়াছেন। কৃষ্ণসূহ নিজ লীলার স্থীর মন নাই — ক্ষুস্ট রাধিকার লীলা বে করার। নিজ হব হৈতে তাতে কোটি হব পায়।

—(¿5: 5:)

আবার-

वालि नथीत कृष्ण नक्त्य नाहि यन। তথাপি রাধিকা যতে প্রেরি করায় সভয । নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সক্ষম করায়। আত্মহুখ সন্ধ হৈতে কোটি হুখ পায়।

—(कि: ह:-मधा, ध्य श:)

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—রায় রামানন্দ-কথিত বৈষ্ণব-ধর্মাই বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম। কেবল রূপ বদলাইয়াছে মাত্র। আগে রায় রামানন্দ-কথিত সহজিয়ারা নিজেরা সহজ-ভাবে সধী-ভাবই বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম-কেবল থাকিতেন। এখন দেবতাদের (রাধা-কুঞ্জের) রপান্তর হইয়াছে মাত্র সহজ-ভাবে ভোর হইয়া থাকেন।-কথাটা চিন্তা করিবার বিষয়।

তবে এই যে রূপাস্তর, ইহাও চারিটিখানি কথা নয়। নিজে যৌন ক্রীড়ায় মন্ত হওয়া আর তব্বের দিক দিয়া কেবল রাধা-ক্লঞ্চের যৌন ক্রীড়া অস্তরে চিস্তা করিয়া আনন্দ উপভোগ করা—মনো-বিজ্ঞানের একই **অমু**ভূতি বা আনন্দ নয়। এক শ্রেণীর কি-না তাহাও বিবেচ্য। অপরের যৌন ক্রীড়া দেখিয়া যে আনন্দ-রায় বলিতেছেন—তাহা নিজের যৌন ক্রীড়ার আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণে বেশী সুথদায়ক। আর সাধক নিজে ক্রীড়াসক্ত নয় বলিয়া ইছা---রায় বলিতেছেন--প্রাকৃত কাম নয়। ইহার কখনই সাম্য নাই। স্তরাং ইহা অপ্রাকৃত। ইহা ছিল, আছে এবং থাকিবে। Reality এবং Eternity.

প্রভূর নিকট রায় রামানন্দ-কথিত বৈষ্ণবধর্ম যদি বৌদ্ধ সহজ-

যানের রূপান্তর মাত্র হয়—তবে ইহা সামাশ্ত রূপান্তর নয়—যেহেত্ বৌদ্ধ সহজিয়ারা নিজেরা যৌন ক্রীড়ায় মন্ত। আর বৈশ্ববেরা সখী-ভাবের সাধনায় নিজেরা যৌনক্রীড়া বৌদ্ধ সহজিয়া ও সধী-ভাব, একবন্ত নয় এই কথাটার উপরেই বিশেষ শক্ষ্য রাখিতে ইইবে। কেননা, বৌদ্ধ সহজিয়া আর রামানন্দ-কথিত বৈশ্বব-ধর্মে, ইহাই প্রভেদ। এবং খুব বড় রকমের প্রভেদ। উভয়ে এক বস্তু নয়।

রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে কেন যে বৌদ্ধ-মতের এত নানা রক্ষের কথা বলিতে হইল, তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন। মনে হয়, ঐতিহাসিক পারস্পর্য্যের দিক হইতে এই কথাটির আরও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদ আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোচনার মধ্যে বাঙলার ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

श्रीक्रण लासाप्ती

[জন্ম—১৪৯• ৠঃ॥ মৃত্যু—১৫৬৩ খঃ॥ १৪ বৎসর]

॥ গ্রীরূপ গোসামী॥

"রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। রূপে রুপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥"

১৫১৪ খৃষ্টাব্দ। আশিনের শেষ কিংবা কান্তিকের প্রথম। গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে জ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৫১০ খৃঃ, ২৯শে মাঘ মহাপ্রভু সন্ধাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বংসর শেষ হইতেছে। সন্ধাস লইয়া তিনি পুরী যান। ফাল্কনের শেষে তিনি পুরীতে পৌছেন। দেড়মাস তথায় থাকিয়া ৭ই বৈশাখ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। ১ বংসর ৮ মাস ২৬ দিন পরে তিনি পুরীতে ফিরিয়া আসেন। এই গেল প্রথম তুই বংসরের হিসাব।

বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা প্রাকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রামানন্দ রায় যাইতে দেন নাই।

পঞ্চম বংসরে—অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে, গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা দেখিতে পুরী আসিলেন এবং রথযাত্রা দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। এই বংসরে সার্কভৌম ও রায় রামানন্দকে ব্ঝাইয়া বিজয়া দশমীর দিন গৌড়দেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সন্ধ্যাকালে পুরী ত্যাগ করিলেন। এবং গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর বয়স তখন ২৯ বংসর চলিতেছে।

গৌড় তখন বাঙলার রাজধানী। ইহার অপর নাম লক্ষণাবতী।
বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। গৌড়েশ্বর হুসেন শা' তখন
রাজহ করিতেছেন। Stewart-এর মতে ১৪৯৯—১৫২০ শৃঃ
হুসেন শা'র রাজহুকাল। কিন্তু Vincent Smith বলেন—
১৪৯৩—১৫১৮ শৃঃ, ২৬ বংসর তাঁহার রাজহুকাল। ১৫১৪ শৃষ্টাব্দে
মহাপ্রভুর আগমনকালে—উভয়ের মতেই, হুসেন শা'-ই গৌড়ের
অধিপতি।

প্রাক্ত ঐতিহাসিকগণের বিবেচনায়, বাঙলার মুসলমান নরপতিদিগের মধ্যে ছসেন শা' সবচেয়ে ক্সতানালী, আর সবচেয়ে
ভাল। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ হিন্দুদিগের
প্রতি উদার ছিলেন। বিশেষতঃ বাঙলা সাহিত্যের তিনি এত বড়
উৎসাহদাতা ছিলেন যে, তাঁহার নামে যদি বাঙলা সাহিত্যের একটা
যুগ চিহ্নিত হয় তবে 'অমুচিত হইবে না'—এরূপ সাহিত্যের কোন
প্রাসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ছসেন শা'র
উৎসাহে কবীক্র, পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অমুবাদ
করেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মা পুরাণ এবং অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থে
গৌড়েশ্বর ছসেন শা'র নাম-যশঃ-কীর্ত্তি সম্বমের সহিত বর্ণিত
আছে।

ছসেন শা' যথন গোড়ের সিংহাসনে—দিল্লীর সিংহাসনে তথন সিকান্দার লোদী। তিনি ২৮ বংসর রাজত্ব করিয়াছেন (১৪৯১-১৫২॰ খঃ)—Stewart-এর মতে। Elphinstone বলেন—সিকান্দারের মৃত্যু-তারিথ ১৫১৭ কিংবা ১৫১৮ খঃ। কিন্তু Vincent Smith বলেন—তিনি ১৫১৭ খঃ নভেম্বর মাসে মারা যান। Vincent Smith-এর গণনাই ঠিক। প্রায় সকল ঐতিহাসিকই বলেন যে—সিকান্দার বাদশা খুব হিন্দু-বিদ্বেরী ছিলেন। হিন্দুদের দেবদেবীমূর্ডি ও মন্দির যাহা যাহা পাইয়াছেন ও পারিয়াছেন, তাহা তিনি ভান্দিয়াছেন। হিন্দুদের তীর্থযাত্রায় বাধা দিয়াছেন। আর বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে পবিত্র নদনদীতে যাত্রীদের স্নান করিতে দেন নাই।

এক সময়ে তাঁহার রাজ্যে কোন এক ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রচার করিতেছিলেন যে—"সমস্ত ধর্মই, যদি অকপটে আচরণ করা হয়—তবে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন।" Elphinstone অমুমান করেন যে, ব্রাহ্মণটি কবীরের জনৈক শিশ্ব—(অধ্যাপক উইলসন্, Asiatic Researches; Vol. XVI, পৃ: ৫৫ ফুইব্য)। Vincent Smith-এর মতে—কবীর ১৫১৮ শ্বঃ দেহত্যাগ করেন।

তবেই দেখা যায়, তিনি সিকান্দার বাদশার সমকালীন। এবং কবীরের মৃত্যুর পরেও মহাপ্রভু পুরীতে ১৫ বংসরকাল জীবিত ছিলেন।

সিকান্দার এই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহার এইরপ কবীরপন্থী উদার ধর্মমতের জক্য তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের বড় অধিক দ্রে হইবে না। একজন মৌলভী সিকান্দার বাদশাকে বলিয়াছিলেন যে—ভীর্থযাত্রী হিন্দুদের অত্যাচার করা উচিত নয়। ইহার উত্তরে বাদশা কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া মৌলভীকে এই বলিয়া বধ করিতে গিয়াছিলেন যে—"পাপীষ্ঠ, তুমি মূর্ভিপূজা সমর্থন কর।" মৌলভী এই উত্তর দিয়া বাঁচিলেন যে—"না, তা নয়। আমার বক্তব্য এই যে, রাজ্যা প্রজাকে অত্যাচার করিবে না।"

মহাপ্রভু যদি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে রামকেলি না-আসিয়া দিল্লী যাইতেন, তবে সিকান্দার বাদশার দরবারে পূর্ব্বোক্ত কবীরপন্থী ব্রাহ্মণ প্রচারকের মত তাঁহার শিরশ্ছেদ হইলে, আশ্চর্যা হইবার কিছুছিল না।

এখন দেখা যাক্ এই সময়ে দিল্লীর সঙ্গে গৌড়ের সম্পর্ক কী ?
তখন পাঠান আমল। সিকান্দার বাদশা ও হুসেন শা',
উভয়েই আফগান পাঠান। 'হিন্দুস্থানে তখন পাঠান সাম্রাজ্য
বলিয়া কিছু ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা ছিলেন।
গৌড় তখন দিল্লীর অধীন নয়। সিকান্দার বাঙলা আক্রমণ করিতে
আসিয়াছিলেন সত্যা, কিন্তু স্ববিধা করিতে পারেন নাই। বার
নামক স্থানে যে সন্ধি হয়, তাহাতে সিকান্দার বাঙলাকে স্বাধীন
রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

এইরপ স্বাধীন বাঙলার রাজধানী গোড়ের নিকট মহাপ্রভূ আসিলেন। হুসেন শা'র সহিত দেখা করিতে তিনি আসেন নাই— তিনি আসিয়াছিলেন হুসেন শা'র হুই প্রধানমন্ত্রী সাকর মলিক ও দ্বীর খাস, ঞ্জীরূপ ও শ্রীসনাতন-এর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে। তথু সাক্ষাৎ নয়, এই ছই প্রধান ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রীকে মন্ত্রিক পরিতাগ করাইয়া তাঁহার শিশুত্ব গ্রহণ করাইতে এবং তাঁহার দলভূক্ত করিতে। এই ছই রাজমন্ত্রীকে দিয়া মহাপ্রভূ বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাইবেন এবং মথুরা ও রন্দাবন, এই ছই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবেন — এ সঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই প্রভূর মনে ছিল। এবং সাক্ষাতের সময় তিনি এই কথা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর সহিত রামকেলিতে ঞ্রীরূপ-সনাতনের যে কথোপকথন হয়, তাতে দেখা যায় যে—শ্রীসনাতন প্রভুকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং এই ছুই মন্ত্রীর সহিত ষহাপ্রভুর রামকেলি অাসিবার উদ্দেশ্য কী পরামর্শ চলিতেছিল। রামকেলিতে আসা,

এমন কি বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গৌড়ে আসিবার প্রধান এবং একমাত্র কারণ—শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে মন্ত্রিছ ছাড়াইয়া, মহাপ্রভুর ধর্মান্দোলনের কার্য্যে তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিকে নিয়োজিত করা। কেবল 'জননী ও জাহুবী' দেখিবার জন্ম মহাপ্রভূ ১৫১৪ খুষ্টান্দে বাঙলায় আসেন নাই।

সে-কথা পরে হইতেছে। তার পূর্বে সংক্ষেপে দেখা যাক্
উড়িয়া মহাপ্রভূকে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে কীভাবে বিদায় দিল। ছই বংসর
পূর্বে মহাপ্রভূ যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া পুরীতে প্রভাবর্তন
করেন, তখন হইতেই উড়িয়ার রাজা প্রভাপক্ষদ্র প্রভূর একান্ত ভক্ত
হইয়া পড়েন। উড়িয়াও স্বাধীন। দিল্লী বা গৌড় কাহারও অধীন
নয়। গঙ্গাবংশীয় রাজা অনস্তবর্মন একাদশ শতানীর শেষভাগে
জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্মাণ করেন। মহাপ্রভূর সময়ে ঐ
মন্দিরের বয়ক্রেম ৪০০ বংসরের অধিক হইবে না। বাঙলার সহিত
উড়িয়ার যুদ্ধ হইয়াছে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু একে অস্তবেক
অধীনস্থ করিতে পারে নাই। পাঠান আমলের পর মোগল রাজ্বত্বর
গোড়াপন্তন্ত্র আকবর বাদশাই প্রথম বাঙলা ও উড়িয়াকে সাআল্যের
আক্রেক্ত্র এবং অধীন করেন। কিন্তু সে ক্র্রেটনা মহাপ্রভূর দেহত্যাগের

৪০ বংসর পরে। কালাপাহাড়ের অভিযানও আকবরের পূর্ব্বে সত্য, কিন্তু মহাপ্রভূর উড়িস্থা-সীলার পরে।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে যখন স্থির হইল মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন—তখন প্রতাপরুজ তাঁহার গমনের যে আয়োজন করিলেন, তাহা ৫০০ বংসরের মধ্যে ২৯-বংসর-বয়স্ক কোন বাঙালী যুবকের ভাগ্যে অভাপিও ঘটে নাই।

রাজ্যমধ্যে মহাপ্রভুর বাঙলাদেশে গমনের সংবাদ ঘোষণা দ্বারা জানান হইল। প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর প্রতাপক্ত ও মহাপ্রভু নিকট আজ্ঞাপত্র পাঠান হইল। যে পথ দিয়া প্রভু যাইবেন, সেই পথে—

> গ্রামে গ্রামে নৃতন আবাস করিবা। পাঁচ সাত নবা গ্রহে সামগ্রী ভরিবা। আপনি প্রভূকে শঞা তাঁহা উত্তরিবা। রাত্রি দিবা বেত্রহন্তে সেবায় রহিবা। ছুই মহাপাত্ত* হরিচন্দন, সঙ্গরাজ। তাঁরে আজা দিল রাজা, কর সর্বাকাজ । এক নবা নৌকা আনি রাথ নদী তীরে। ষাহা স্নান করি প্রভু যান নদী পারে। তাঁহা হুছ রোপণ কর মহাতীর্থ করি। নিতা স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি। চতুর্বারেশ করহ উত্তম নব্য বাস। রামানন যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ । সন্ধাতে চলিবে প্রভু নৃপতি গুনিল। হস্তী উপর তামু গৃহে স্বীগণ চড়াল। श्रकु ठिनवात्र भर्ष त्रहर गाति रुका । সন্ধাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা।

- সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা।
- † কটকের অপর পারে অবস্থিত চৌহুয়ার নামক গ্রাম।

চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল সান। মহিষী সকল দেখে করমে প্রণাম ।

—(टेंड: ह:-मधा, ३७म श:)

ত্রিবাঙ্কর-অধিপতি ক্সপতি ও মহাপ্রভূ চারি বংসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে এক Travancore-এর রাজা রুজপতির নিকট ভিন্ন, মহাপ্রভু আর কোন স্বাধীন

রাজার নিকট এত বড় সম্মান পান নাই।—

সম্মাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্র পতি।
ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীত্র গতি।
হন্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দ্র দেশে।
সম্মাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে।

—(গো: করচা—পু: 88)

উড়িয়া যদি সমস্ত ভারতবর্ষ হইত, তবে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের মত বৈশ্ববধর্মের এক পুনরাভিনয় দেখা যাইত, এবং প্রতাপরুদ্ধ সমাট অশোকের স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু ৩০০ বৎসর ব্যাপিয়া ধর্মে ও রাষ্ট্রে হিন্দুস্থান—অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, মানবের ভাতৃভাব ঘোষণাকারী, সাম্যবাদী, ইস্লাম পতাকাবাহী, এক অতি হর্দ্দমনীয় মহিয় জাতির দ্বারা আচ্ছয় ও পর্যুদ্ধন্ত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ-প্রধান হিন্দু-সমাজ এই গতি রোধ করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহন রায় ১০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া ছইটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম —"হিংসা ত্যাগকে ধর্ম বলিয়া জানা।" দ্বিতীয়—"হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।"—(ব্রাহ্মণ সেবধি, ১ম পৃঃ)।

বোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সমগ্র ভারতবর্ষ বৈষ্ণব হওয়ার আশা,
দ্রাশামাত্র। তথাপি এই দ্রাশা মৃষ্টিমেয় একদল বাঙালী
মহাপ্রভূকে সমূধে রাধিয়া একদিন নববীপে শ্রীবাসের আজিনায়

দাড়াইয়া ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পোষণ করিয়াছিল। আজ অতি-আধ্নিক তরুণ বাঙলার কাছে তাহা স্বপন-কথা বলিয়া মনে হইবে।

সে-কথা থাক্। এখন প্রশ্নঃ রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে কড
দূর আসিয়াছিলেন? চৈত জাচরিতামৃত প্রথম বলেন—ভক্তক পর্যান্ত
রায় আসিয়াছিলেন। পরে বলেন—রেমুনা পর্যান্ত আসিয়াছিলেন।
বালেশবের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভক্তক। আর ৩ ক্রোশ পূর্কেরেমুনা।
উড়িয়্রার প্রান্তসীমা পর্যান্ত প্রভাপক্ষর তত্বাবধান করিয়াছেন। তার
পরে 'মস্তেশ্বর হুইনদ' পার হইয়া পিছলদায় পৌছিতে হইবে। কিছু
উহা যবন অধিকারে। সেই যবনরাজ প্রভুর শিক্ষত গ্রহণ করিল।
জলদস্থার ভয়ে দশ নৌকা ভরিয়া সৈত্য লইয়া প্রভুকে নদী পার
করাইল। মনে হয়, প্রভু নৌকাযোগে স্বর্ণরেখা দিয়া ক্রেমে মস্ত্রেশর
নদী পার হইয়া পিছলদায় উপস্থিত হন। তথা হইতে যবন রাজাকে.
বিদায় দিয়া, নৌকাযোগে পাণিহাটী আসেন। অমুমান, স্বর্ণরেখার
মৃথ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া গঙ্গায় প্রবেশ করেন। ক্রমে
কুমারহট্ট, ফুলিয়া, শান্তিপুর, রামকেলি, কানাইরের নাটশালা—
আসিয়া পৌছেন।

এই নাটশালা হইতে শ্রীসনাতন ও কেশবছত্রীর পরামর্শে ছসেন
শা'র ভয়ে পুনরায় তিনি পুরীতে ফিরিয়া যান। বৃন্দাবন যাওয়া
হইল না। সেজগু কিন্তু কোন আক্ষেপ মহাপ্রভুর মূথে শুনা যায়
নাই। কারণ কী ! অনুমান করি—বে জগু তাঁহার গৌড়ে আসা,
তা সফল হইয়াছিল। কাজেই বৃন্দাবন যাইতে না-পারায় তিনি
বিশেষ ছংখিত হন নাই। প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের জগুই গৌড়ে
আসিয়াছিলেন। এবং এই ছই রাজমন্ত্রী মন্ত্রিছ ত্যাগ করিয়া তাঁহার
দলে আসিয়া ঈল্গিত কার্য্যে যোগ দিবে—এই প্রভিশ্রুতি পাইয়া
তিনি হুইমনে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আর ইহাও অনুমান
করি বে—ছসেন শা' উদারনৈতিক ছিলেন সভ্য, তথাপি মন্ত্রী
শ্রীসনাতন ও কেশব ধান যথন যাবনরাজভীতি-প্রযুক্ত গড়িষারপথে বৃন্দাবন যাইতে নিবেধ করিলেন, তথন প্রভু সভর্কভা অবলম্বন

করিয়া বৃদ্ধিমানের কার্যাই করিয়াছিলেন। চৈতক্সচরিত্রে দেবন্ধ ও তদঙ্গীয় অলৌকিকন্থ পরে পরে আরোপিত হওয়ায় বৃদ্ধি, বিছা, চন্তুরতা, সম্প্রদায় গঠনে উপযুক্ত লোক সংগ্রহের ক্ষমতা—এই সমস্ত অসাধারণ মন্মুয়োচিত গুণাবলী ও প্রতিভা, যথাযথরূপে চিত্রিত হয় নাই। ভাহাতে চৈতক্সচরিত্র অলৌকিক ও কাল্পনিক হইয়া পড়িয়াছে।
—সত্যি, চৈতক্সচরিত্র আবর্জনায় আচ্ছয় হইয়া রহিয়াছে।

প্রভুরামকেলি আসিয়াছেন। সন্ধাস গ্রহণের পর বাঙলাদেশে প্রভুর এই প্রথম ও শেষ আগমন। লক্ষ লোকের সংঘট্ট। যে-পথ দিয়া তিনি আসিয়াছেন, সেই পথের ধূলি নিতে গিয়া লোকে

মহাপ্রভুর রামকেলি আগমন মাটি গর্জ করিয়া ফেলিয়াছে। অত্যক্তি বাদ দিয়া বুঝা যায় যে, প্রভূকে দেখিবার জন্ম বাঙলাদেশ খুব একটা ইতিহাসে-স্মরণীয়

ভীড় সেদিন করিয়াছিল। করিবার কথাই। উড়িক্সা যে রাজোচিত আয়োজনে প্রভুকে বিদায় দিয়াছিল—তাহাতে বাঙলাদেশের এই ভক্তি ও কৌতৃহল মিশ্রিত জনতা খুব স্বাভাবিক। বাঙলায় সেদিন হিন্দু রাজা থাকিলে হয়ত প্রতাপরুক্তের মত আয়োজনেই প্রভুর সম্বর্জনা হইত। তবু, জনসাধারণ কিছু কম করে নাই।

ছদেন শা'র দরবারে প্রভুর আগমনের কথা উঠিল। ইহা খুব স্বাভাবিক।

হসেন শা' সম্বন্ধে চৈত্সভাগবতে বৃন্দাবনদাস হুই রক্ম কথাই লিখিয়াছেন—

> বে হুসেন শাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে। দেবমূর্ত্তি ভান্ধিদেক দেউল বিশেবে।

Vaishnava Faith And Movement In Bengal—Dr.
 S. K. Dey; pages 77—78. ভা: দে'র অভিনত টেকাই নর।

গুডুদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ। জানিদেক কত কত করিল প্রমাদ। —(চৈ: ডা:—অস্তা, ৪র্থ জঃ)

Stewart-এর ইতিহাসে কেবল আছে: "The Tributory Rajas, as far as Orissa, paid implicit obedience to his (ছসেন শা'র) commands"—এই প্রয়ন্ত। প্রতিমা ভাঙ্গার কথা কিছু নাই। Vincent Smith ইহার উল্লেখণ্ড করেন নাই।

ন্থান শা', কেশব খান বা কেশব ছত্রীকে প্রথম মহাপ্রভুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

> কহত কেশব খান কেমত তোমার। শ্রীকৃষ্ণচৈতক্ত বলি, নাম বোলো ধার। —(চৈ: ভা:—অস্ত্য, ৪র্থ অ:)

চতুর্দ্দিক হইতে এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে কেন ?
কেশব খান—পাছে গৌড়েশ্বর প্রভুর কোন
হবেন শা'ও কেশব
অনিষ্ট করে, এই ভয়ে বলিল: 'কে বলে
গোঁসাই' ? এক ভিকুক সন্ন্যাসী, নিতাস্ত

গরীব, গাছের তলায় থাকে, ছই-চারজন দেখিতে আসে—এইমাত্র।
কেশব ছত্রী গোপনে এক ব্রাহ্মণকে প্রভূর নিকট পাঠাইয়া দিল

এবং বলিতে বলিল ষে—তিনি যেন এই স্থান ত্যাগ করিয়া যান।
যদিও প্রভুর প্রতি গৌড়েশ্বরের মনের ভাব এখন পর্যাস্ত খুব ভাল,
কিন্তু যদি কোন 'পাত্র' আসিয়া কুমন্ত্রণা দেয় এবং গৌড়েশ্বরের মন
পরিবর্ত্তন হয়! স্থতরাং—"রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া!"
—(চৈ: ভা:—অস্ত্র্যা, ৪র্থ অঃ)। যবনেরা ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরকে যে
কুমন্ত্রণা দিতেছে, তার প্রমাণ কেশব ছত্রীর কথায় বুঝা যায়।—

ৰবনে তোমার ঠাই কররে লাগানি।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, শৃঃ ৯৪)

প্রভূ শুনিয়া বলিলেন—বেশ, রাজা ডাকে, যাব ৷ তার জ্ঞা ভয় কী !—

> তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে। রাজা আমা চাহে মৃঞি যাইমু আপনে।

> > —(চৈ: ভা:—অস্তা, ৪র্থ অ:)

হুসেন শা' ও দ্বীর খাস্ গৌড়েশ্বর তারপর দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর দবীর খাস গৌড়েশ্বরের মনের ভাব বৃঝিবার জম্ম উত্তরে পাণ্টা প্রশ্ন

করিলেন-

তোমার চিত্তে চৈতজ্ঞের কৈছে হয় জ্ঞান। তোমার চিত্তে যেই শয় সেইত প্রমাণ। —(চৈ: চ:—মধ্য, পৃ: ১৪)

কবিরাজ গোস্বামীর মতে—মহাপ্রভুকে ছদেন শা' সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বুন্দাবনদাসও তাই লিখিয়াছেন।—

হিন্দু বারে বলে 'রুফ', 'থোদার' ববনে।
সেই জিঁহো নিশ্চয় জানিহ সর্ববন্ধনে।
—(চৈঃ ভাঃ—অস্ত্য, ৪র্থ অঃ)

ইহা অনেকটা অত্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। তবে এমন ঘোষণা হয়তো হুসেন শা' দিয়া থাকিতে পারেন।—

> কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে। কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে।

—(চৈ: ডা:—অস্ত্য, ৪র্থ অ:)

এইবার ঞ্রীরূপ-সনাতন—ছুই ভাই, স্বাধীন গৌড়ের ছুই প্রধান-মন্ত্রী, ছুপুররাত্ত্রে বেশ লুকাইয়া প্রভূকে রূপ-সনাতনের গৃহিত দ্বিতে আসিলেন। গোপনে। গৌড়েশ্বর মহাপ্রভূর প্রথম-বিশন না জ্বানিতে পারে—ছুই মন্ত্রীর তাই ঘরে আসি ছুই ভাই যুকুতি করিয়া।
প্রাপ্ত দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া।
আর্দ্ধরাত্তে ছুই ভাই এলা প্রাভূ স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে।
——(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গেই ছিলেন।—

তারা ত্বইন্ধন জানাইলা প্রভ্র গোচরে।
রূপ, সাকর মল্লিক আইল তোমা দেখিবারে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

মন্ত্রীদ্বয় আসিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন ।—

মেচ্ছ জাতি, মেচ্ছ সঙ্গী, করি মেচ্ছ কর্ম। গো-বান্ধণন্তোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

জগাই মাধাই হুই করিলে উদ্ধার। তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন-

শুনি মহাপ্রস্থ বলে শোন দবির থাস।

তুমি তুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥

আজি হৈতে তুঁহা নাম রূপ সনাতন।

দৈশ্য ছাড় তোমা দৈশ্যে ফাটে মোর মন॥

দৈশ্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।

সেই পত্রী বাবে জানি তোমার ব্যাভার॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—রাজমন্ত্রী জ্রীসনাতন নীলাচলে মহাপ্রভূকে গোপনে কতকগুলি (বার বার) পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রে মহাপ্রভূর রামকেলি আসিবার কথা ছিল। ইহা ১৫১২-১৩ খুষ্টাব্দের ঘটনা।

ভারপরে, এইবার আসল কথা বলিলেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোহা মিলিবারে ইহ আগমন।
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন এলে রামকেলি গ্রামে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

এখন বুঝা গেল, রামকেলিতে প্রভু আসিয়াছিলেন কেন।

এত বলি দোঁহা শিরে ধরি ত্বই হাতে।
ত্বই ভাই ধরি প্রভূ পদ নিল মাথে॥
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

সৈশ্য ও রাজস্ব বিভাগের স্বাধীন বাঙলার ছই প্রধানমন্ত্রী কৌপীনমাত্র পরিধান এক উন্মাদ সন্মাসীর পায়ে যখন মাথা লুটাইলেন—বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলন তখন ইতিহাসের আর এক নৃতন পথে যাত্রা স্থক্ষ করিল।

অর্দ্ধরজনীর অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন— ফিরিবার পথে যে-আলোক লইয়া তাঁহারা ফিরিলেন, বাঙলার দীর্ঘ ৫টি শতাব্দী আজিও সেই আলোকে উজ্জ্বল—ভাস্বর—দ্যুতিমান।

যাইবার সময় ঞ্রীরপ-সনাতন প্রভূকে বলিলেন-

ইহা হৈতে চল প্রাকু ইহা নাহি কাজ।
বল্যপি ভোমারে প্রীতি করে গৌড়রাজ।
তথাপি ববন জাজি, না করিহ প্রতীতি।
(জার) তীর্থবাত্তার এত লোকের সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।

বার সংক চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বুক্লাবন যাবার এ নহে পরিপাটী।
——(চৈঃ চঃ——মধ্য, ১ম পঃ)

প্রভূবন্দাবন গেলেন না। নীলাচলেই ফিরিয়া গেলেন।
এইবার একটু কর্কশ বাদামুবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।
সাকর মল্লিক এবং দবির খাস—এই হুই নাম আমরা চৈতক্ষভাগবত এবং চৈতক্সচরিতামুতে পাই। 'বিশ্বকোষে' শ্রীসনাতনের
উপাধি 'সাকর মল্লিক' করা হইয়াছে। 'সপ্তগোস্বামী' গ্রন্থে 'সাকরমল্লিক' শ্রীরূপের উপাধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিশ্বকোষের
সিদ্ধান্ত ভুল ইহাও বলা হইয়াছে।

চৈত্তগুভাগবতে আছে—

সাকর মন্ত্রিক আর রূপ হুই ভাই।
—(চৈ: ভা:—অস্ত্য, ১০ম প:)

কাজেই শ্রীরূপ—সাকর মল্লিক নন। চৈতক্সভাগবতে আরও আছে—

সাকর মন্ত্রিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধৃত থুইলেন নাম।
—(চৈ: ভা:—অস্ত্য, ১০ম প:)

এখানে স্পষ্ট বলা হইল যে—সাকর মল্লিক হইভেছে শ্রীসনাতন।
কিন্তু দবির থাস যে শ্রীরূপ, ইহা চৈতস্মভাগবতে স্পষ্ট কোথায়ও
নাই। যেখানে আছে "দবির খাসেরে প্রভূ বলিতে লাগিলা"—
সেখানে শ্রীরূপকে সম্বোধন করিতেছেন, এমন বুঝা যায় না। বরং
বুঝায়, শ্রীসনাতনকেই সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীসনাতনের সঙ্গেই
প্রভূর কথাবার্জা হইরাছে। শ্রীরূপ একা কোন উত্তর করেন নাই।
গ্রাছে নাই।

চৈতস্মচরিতামতে আছে (মধ্য লীলা)—"দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভতে।" হুসেন শা' এখানে শ্রীরূপকে সম্বোধন করিলেন, এমন ব্ঝায় না। বরং শ্রীসনাতনকে সম্বোধন করিলেন, এইরূপই ব্ঝায়। কেননা, সর্ব্জেই শ্রীরূপ অপেক্ষা শ্রীসনাতনের সহিতই মন্ত্রণাদি বেশী হইয়া থাকে—"রাজমন্ত্রী সনাতন বৃদ্ধে বৃহস্পতি"।

চৈতস্যচরিতামতে আছে—"তবে দবির খাস এলা আপনার ঘরে"। কী প্রমাণ যে—ইহা শ্রীরূপকে ব্ঝায়, শ্রীসনাতনকে ব্ঝায় না। একটু পরেই আছে—

রূপ, সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে।
—(চৈ: চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

শ্রীরূপই সাকর মল্লিক—ইহা সিদ্ধান্ত করিলে, চৈতগুভাগবতের স্পষ্ট উক্তি অস্বীকার করা হয়। কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। শ্রীরূপ, সাকর মল্লিক—ত্বইজন ধরিলেই হয়। চৈতগুভাগবতে তা-ই আছে।—

শুনি মহাপ্রভু কছে শুন দবির থাস।

আন্ধ হৈতে হুঁহা নাম রূপ সনাতন।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

এখানে 'দবির খাস' সম্বোধনে প্রভু শ্রীসনাতনকে সম্বোধন করিতেছেন—এমন প্রমাণাভাব। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবভরত্ব, 'সপ্তগোস্বামী' গ্রন্থের মত গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ দেখান নাই।*

* এই প্রসঙ্গে Sarkar's 'Shivaji And His Times'—p 464.

রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজলার ইতিহান'—২য় খণ্ড, ৯ম জা, পৃঃ ২৪৪ ঃ
রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর 'গৌড়ের ইতিহান'—২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪…ক্রইবা।

শ্রীদনাতনকেই সাকর
মান্ত্রিক ও দবির খাস,
এই তুই নামে অভিহিত
করা হইতেছে—শ্রীরূপ
সর্কাত্রই রূপ নামে
আখ্যাত হইতেছেন

আমার মনে হয়, সাকর মল্লিক ও দবির খাস—জ্রীসনাতনকেই এই ছই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জ্রীরূপের নাম সর্ব্বত্রই 'রূপ' বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। চৈতগ্রভাগবত ও চৈতগ্রচরিতামতের প্রমাণের উপর আমার এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছি।

আর এক কথাঃ শ্রীরপ-সনাতন জাতিতে কী ছিলেন ?
কর্ণাট দেশের রাজা বিপ্ররাজ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কি-না আলোচা।
হইলেও নিজেশ্বর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে তাঁহারা 'মেচ্ছ জাতি', অর্থাৎ
মুসলমান। বৈষ্ণব হইরাও—গোস্বামী পদবী লাভের পরেও—তাঁহারা
পুরীতে যবন হরিদাসের বাড়ীতেই থাকিতেন। এবং শ্রীরূপ,
সনাতন ও যবন হরিদাস—এই তিনজনে কদাপি জগরাথদেবের
মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে অতি বড় নীচ
জাতিরও অন্ততপক্ষে জগরাথদেবের মন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে।
হয়ত মেচ্ছ ছোঁয়াচ্ তাঁহাদের সম্পর্কে শেষ পর্যাস্ত টিকিয়া ছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর দিতীয় সাক্ষাং—প্রয়াগে।
মহাপ্রভু পুরী গিয়া কিছুদিন থাকিলেন। পরে উড়িয়ার ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন গেলেন। মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়া পুরী ফিরিতেছেন
(১৫১৫ খঃ)—এমন সময় শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতা অমুপমকে
সঙ্গে লইয়া গৌড় হইতে প্রয়াগে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিলেন।

কিন্তু শ্রীরূপের গৌড় হইতে প্রয়াগে আসা সহজ ব্যাপার ছিল না।

গোড় হইতে—

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা।
বান্ধণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুৰ ভরনে।

গৌড়ে রাথিল মূল্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যন্ত করে রহে মূদি ঘরে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

শ্রীরূপ ত্ইজন লোক পাঠাইয়া নীলাজি হইতে সংবাদ আনিলেন যে—প্রভূ বনপথে বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন।—

ভিনিয়া শ্রীরূপ দিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতক্ত গোসাঞি ।
আমি হই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তৃমি বৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে।
দিশ সহস্র মূলা তাঁহা আছে মূদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীদ্র আত্মবিমোচনে ।
বৈছে তৈছে ছুটি তৃমি আইস বৃন্দাবন।
এতে লিখি হুই ভাই করিলা গমন ।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

প্রভূ প্রয়াগে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া পূর্বপরিচিত এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রের 'গৃহে আসি নিভূতে বসিলা' ৷—

প্রদ্বাগে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপের বিতীয়বার মিলন বিপ্র গৃহে আসি প্রভূ নিভূতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্পত হুঁহে আসিয়া মিলিলা।
ছই গুচ্ছ তৃণ ছুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভূ দেখি দূরে পড়ে দগুবং হকা।
নানা শ্লোক পড়ি উঠে-পড়ে বার বার
প্রভূ দেখি প্রেমাবেশ হইল হুঁহার।
শ্রীরূপ দেখি প্রভূর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন।

তবে মহাপ্রভূ তারে নিকটে বগাইলা। গুনাতনের বার্ত্তা কহু তাহারে পুছিলা। রূপ কহেন তিঁহো বন্দী রাজ ঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে।
প্রভূ কহেন সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

তারপর—

ত্রিবেণী উপর প্রভূর বাসা ঘর স্থান। ছই ভাই বাসা কৈল প্রভূ সন্নিধান॥

প্রয়াগে মহাপ্রভূ এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রের বাড়ীতে ছিলেন।
শ্রীরূপ নিকটেই একটি পৃথক বাসায় অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভূ
শ্রীরূপকে দশদিন যাবং শিক্ষা দিলেন। শক্তি সঞ্চারণ করিলেন।
রসগ্রন্থ লিখিবার আদেশ দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইলেন।

লোকভীড় ভয়ে প্রভূ দশাশ্বমেধে যাঞা। রূপ গোঁসাইকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া। —(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

ইতিপূর্ব্বে গোদাবরীতীরে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রায় রামানন্দের কাছে যে-সকল রসতত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের কথা প্রভৃ শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথাই শ্রীরূপকে বলিলেন।—

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
ক্রপে রুপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

কবি কর্ণপুর তাঁর রচিত চৈতস্যচরিতামৃত কাব্য ও চৈতস্বচন্দ্রোদয় নাটক—এই ছুই সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।—

শিবানন্দ সেন পূত্র কবি কর্ণপুর।
ক্রপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১০শ পঃ)

চৈতস্মচন্দ্রোদয়—নবম অন্ধ. পঞ্চসপ্ততি শ্লোক—প্রতাপরুদ্রের প্রতি সার্বভৌম বাকা---

> প্রিয় স্বরূপে দয়িত স্বরূপে। প্রেম স্বরূপে সহজাতি রূপে । নিজাম্বরপে প্রভুরেক রূপে। ততান রূপে স্ববিলাস রূপে ॥ এই মত কর্ণপুরে লিখে স্থানে স্থানে। প্রভু ৰূপা কৈল থৈছে রূপ সনাতনে। —(रेहः हः)

ঞ্জীচৈতন্তের ধর্ম্মের রসতত্ত্ব প্রভু নিজে ঞ্জীরূপ গোস্বামীকে এইবার বলিতে লাগিলেন-

> প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তি রুসের লক্ষণ। স্ত্ররপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন। পারাবারশৃত্য গম্ভীর ভক্তিরসদিন্ধু। তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু। —(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

ভক্তিরস একটা শাস্ত্র। রসশাস্ত্র একটা বিজ্ঞান। শাণ্ডিল্য-সুত্রের 'সা পরান্তরক্তিরীশ্বরে'—ঈশ্বরে অনুরাগই ভক্তি—ইহা হইতেই প্রাচীনেরা এই শাস্ত্রকে একটা পৃথক বিজ্ঞানরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান ইহার ভিত্তি। যোডশ শতাব্দীতে এীচৈতগুদেবের সমসাময়িক রঘুমণি যেমন মিথিলার গৌতমীয় প্রাচীন স্থায় ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালীর নবাস্থায় উদ্ধাবন করিয়াছিলেন—তেমনি ঞ্জীচৈতন্তদেব প্রাচীন রসশাস্ত্রের উপর বাঙালীর নৃতন রসশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভক্তি ঞ্রীচৈতগ্রদেব নিজের জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন—প্রেমে, ব্রজের ব্রজগোপীর পিরিভির্সে। এই রসস্প্রিই—ভগবানের সহিত জীবের যত প্রকার সম্বন্ধ, তার মটো শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপন্থী রামাযুক্ত, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি হইতে

এইখানে ঐতিতত্যের ধর্মের রসবিজ্ঞান বা রসশান্তের বৈশিষ্টা।
প্রভূই ঐক্রিপকে ইহা বলিয়াছেন। ঐক্রিপ গোস্বামী লক্ষ প্রস্থে
ইহা প্রথম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অভাপি ঐক্রিপের প্রস্থই
এ বিষয়ে আমাদের প্রধান অবলম্বন। ঐক্রিপ গোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ্ ও উজ্জ্বলনীলমণি যিনি পড়েন নাই, তিনি ঐতিচতত্যের
বৈষ্ণবধর্মের রসশাস্ত্র বৃঝিবেন না। বক্তৃতা শুনিয়া দর্শন, ইতিহাস,
রাজনীতি বৃঝা যাইতে পারে। রসশাস্ত্র বৃঝা যায় না। তবে
দিগ্দর্শন হয়।

প্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন—

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।

অক্স বাঞ্চা, অক্স পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম। (*ক)
আমুকুল্যে সর্ব্বেলিয় কৃষ্ণামূশীলন। (*থ)
এই শুদ্ধ ভক্তি, ইছা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ-রাত্রে ভাগবতে এ লক্ষণ কয়। (*গ)
—(চৈ: চ:—মধা, ১৯শ পঃ)

তারপর প্রভু বলিলেন—

ভূক্তি-মূক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ —(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

^{(*}ক) অক্স বাঞ্ছা—অর্থ, ভগবানের সেবা ছাড়া নিজের স্থপ বাঞ্ছা।
জ্ঞান-কর্ম—অর্থ, শহরের জ্ঞানপথ ও কুমারিলের কর্মপথ পরিত্যাগ।

^{(*}থ) সর্ব্বেচ্ছিয়ের কাহ্য ত্যাগ নহে, তাহাদিগকে ক্লফ সেবায় নিয়োজিত করা।

^{(*}গ) পঞ্চ-রাত্র—অর্থ, নারদপঞ্চরাত্র। ইহাতে শুদ্ধভক্তির কথা আছে।
স্তব্জক্তি হইতে প্রেম হয়—ইহাই নুষ্ঠন কথা।

কর্মের ফল—ভোগ। জ্ঞানের ফল—মৃক্তি। এ ছই বাস্থা করিয়া সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন হয় না। প্রেম অহৈতৃকী। নিকাম।

ভূক্তিমৃক্তিস্পৃহা যাবং পিশাচী হৃদি বর্দ্ধতে।
তাবং ভক্তি স্থখন্তাত্র কথমভূাদয়োভবেং।
—(ভক্তিরসসিদ্ধু—পূর্ববিভাগ, ২য় দহরী, ১৬শ শ্লোক)

প্রভূ বলিলেন-

সাধন-ভব্জি হৈতে রতির উদয়। (*ঘ) রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ (*ঙ) প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেছ মান প্রণয়। (*চ) রাগ-অফুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

এই সব কৃষ্ণ ভক্তি রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব-অন্থভাব। (*ছ)
স্থান্থিক-ব্যাভিচারী-ভাবের মিলনে।(*জ)
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

শ্রীরূপ শুনিতেছেন, প্রভু বলিতেছেন।—

শাস্ত দাশু সধ্য বাৎসন্য মধুর রস নাম। কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥

- (*ঘ) সাধন-ভক্তি—হই প্রকার: (১) রতি, (২) ভাব। ইন্দ্রির দারা যে ভক্তি সাধিত হয়, তার নাম রতিভক্তি। ভাবরূপ ভক্তি দারা দা সাধিত হয়, তার নাম সাধন-ভক্তি।
- (*6) **ঞ্জিকে** মমতা আদে বে ভাব হইতে, তার নাম প্রেম।
- (*b) প্রেম গাঢ় হইয়া মন একেবারে প্রবীভূত হইলে স্নেছ হয়।
- (*ছ) বিভাব—উদীপনা। অহভাব—চিত্তের একাগ্রতা।
- (**স) স্বান্তিক-ব্যাভিচারী-ভাব—আট প্রকার: (১) ন্তম্ভ (২) দর্ম (৩) ম্বরভেদ (৪) রোমাঞ্চ (৫) কম্প (৬) বর্ণবিক্তডি (৭) অঞ্চ (৮) প্রকার।

ভারপর---

পুন: রুক্ষরতি হয় ছুইত প্রকার। ঐশব্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥ গোকুলে কেবলা রতি ঐশব্য জ্ঞানহীন। পুরীষ্ট্রে বৈকুণ্ঠাত্যে ঐশব্য প্রবীণ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া প্রভূ দেখাইলেন বে, শাস্ত ও দাস্তো ঐশ্বর্যোর বৃদ্ধি চলিতে পারে। কিন্তু বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-এ ভগবানের ঐশ্বর্যা সঙ্কৃচিত হয়।—

> শাস্ত দাশু রদে ঐশ্বর্য কাঁছাও উদ্দীপন। বাৎসল্যে সংখ্য মধ্র রদে সন্ধোচন।
> —(চৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ পা:)

ভারপর 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়', ভাহাও বলিলেন।—

এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমংকার। —(চৈ: চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

শ্রীরূপকে বৃন্দাবন যাইতে বলিয়া পুনরায় গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।—

> বৃন্দাবন হৈতে তৃমি গৌড় দেশ দিয়া। আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া। —(চৈ: চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

বৃন্দাবনে এরপ গোস্বামী কিরূপে থাকিতেন ?

অনিকেতন ঘুঁহে রহে ষত বৃক্ষণণ। একেক বৃক্ষ তলে একেক বাজি শয়ন ঃ বিপ্র গৃহে স্থুল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরি।

শুষ্ক কটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনে

করিলেন।-

করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁ ডা বহিবাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস ॥ অষ্ট প্রহর ক্লফভজন চারিদণ্ড শয়নে। নামসংকীর্ত্তন প্রেমে নহে কোনদিনে ॥ কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে শিখন। চৈতন্ত কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন।

—(टेड: इ:-यश्र, २२भ भः)

শ্রীরূপের সহিত এইবার প্রভুর তৃতীয়বার সাক্ষাং। বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ কৃষ্ণলীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া গৌড়দেশ দিয়া পুনরায় নীলাচল আসিলেন। "রন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল। গৌড়ে আনিয়া অনুপমের গঙ্গা-শ্রীরূপের নীলাচলে প্রাপ্তি হইল ॥"—(চৈঃ চঃ—অস্ত্যু, ১ম পঃ)। আগ্ৰমন গোড হইতে শ্রীরূপ একা চলিলেন। পথে সত্যভামা স্বপ্ন দেখাইলেন যে, তাঁর নাটক যেন পুথক করিয়া রচনা করা হয়—"আমার নাটক পুথক করহ রচন।"—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১ম প:)। নীলাচল আসিয়া জ্রীরূপ দশমাস একাদিক্রমে বাস করিলেন। শ্রীরূপ, ঠাকুর হরিদাসের বাসস্থলে উপনীত হইলেন—"আসি উত্তরিলা হরিদাস বাসস্থলে"। সেইখানেই মহাপ্রভুর সহিত জ্ঞীরূপের প্রথম সাক্ষাৎ হইল।

> সনাতনের বার্দ্তা যবে গোসাঞি পুছিল। রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল। আমি গন্ধা পথে আইলাম তিঁহো রাজপথে। অতএব আমার দেখা না হৈল তাঁর সাথে।

ঞ্জীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু শ্রীসনাতনের থবর জিজ্ঞাসা

প্রবাগে শুনিল তেঁহো গেল কুলাবনে।

অহপনের গলাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদনে।

রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১ম প:)

রথষাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তেরা আসিয়াছেন। আচার্য্য অছৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ—তাঁহারাও আসিয়াছেন। প্রভূ বলিলেন—

অবৈত নিত্যানন্দ তোমরা হুই জনে।
প্রভূ কহে রূপে রূপা কর কায়মনে।
—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১ম প:)

—যাহাতে তোমাদের ছই জনের কৃপাতে জ্রীরূপ কৃষ্ণরসভক্তি-মূলক নাটক রচনা করিতে পারেন।

তারপর প্রভু বলিলেনঃ রূপ, আমার কৃষ্ণকে বৃন্দাবন-ছাড়া করিও না।—

> কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রন্ধ হৈতে। ব্রন্ধ ছাড়ি কৃষ্ণ কভূ না যান কাঁহাতে। —(চৈঃ চঃ—অস্ত্য, ১ম পঃ)

সত্যভামার স্বপ্ন আর মহাপ্রভুর আদেশ—আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়া গেল। এই কথার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের একটা দার্শনিক ইঙ্গিত আমরা পাই। বৃন্দাবন এই সংসারক্ষেত্র। বৃন্দাবনের মিলন, সস্তোগ ও বিরহ লইয়াই মানবজীবন। অতএব বৃন্দাবন সম্পূর্ণ। মথুরার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন নাই।—ইহাই ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী বৈষ্ণবের নৃতন কথা।

আর দিন মহাপ্রস্কু দেখি জগরাথ।
সার্বাজৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ।
সবা মেলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে।
——(চৈচ চঃ——অস্কা, ১ম পঃ)

রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, ঠাকুর হরিদাস, সার্বভৌম—এই
সকলকে লইয়া পরামর্শ করিয়া প্রভু শ্রীরূপকে
বিদয়নাধব ও ললিতমাধব নাটক
লাগিলেন (বিদশ্ধমাধব, ললিভমাধব—
ছই নাটক)।—

বিদশ্বমাধব আর সলিতমাধব। তুই নাটকে প্রেমরস অভুত সব। —(চৈ: চ:—অস্তা, ১ম প:)

প্রভূ গোদাবরীতীরে (১৫১০ খৃঃ) রায় রামানন্দের নিকট যে কৃষ্ণরাধার যুগল-রসতত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, প্রয়াগে (১৫১৫ খৃঃ) শীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে নীলাচলে রায় রামানন্দ স্বয়ং উপস্থিত। স্থতরাং প্রভূ রায়ের সহিত শীরূপের রায়-কথিত রসতত্ত্ব সাক্ষাং-আলোচনার স্থ্যোগ দিলেন। রায়ের সহিত শীরূপের কথাবার্তা চলিল।—

রায় কছে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি কারণ। পূর্বাস্থরাগ বিকার চেষ্টা কাম দিখন। ক্রমে শ্রীরূপ গোসাঞি সকলি কহিল। ভূমি প্রভূর ভক্তগণে চমৎকার হৈল।

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় রুঞ্চবিষয় ভাব।
রায় কহে সহজ কহ প্রেনের লক্ষণ।
রূপ গোসাঞি কহে সাহজ্ঞিক প্রেম ধর্ম।
—(হৈ: চ:—অস্তা, ১ম প:)

त्रारत्रत्र উপদেশে 'मश्**य'** कथांगि व्यामिन्नारे পড়ে।

রার করে তোমার কবিদ্ব অমৃতের ধার। বিতীয় নাটকের করু নান্দী ব্যবহার ঃ রপ করে কাঁহা তৃমি স্বর্গ্যোপম ভাস।
মূঞি কোন্ কৃত্ত যেন খন্যোত প্রকাশ।
——(চৈঃ চঃ——অস্ত্য, ১ম পঃ)

রায়ের রসসিদ্ধান্তই শ্রীরূপ গ্রহণ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী চৈতস্মচরিতামূতে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দিতেছেন।—

একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন।
গন্ধমেতে হুঁহে উঠি দওবং হৈলা।
হুঁহে আলিন্মিয়া প্রভু আসনে বসিলা।
কাঁহা পুঁথি লিখ বলি একপত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে স্থা হৈল।
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মৃক্তার পাতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্কৃতি।
—(চৈ: চ:—অস্তা, ১ম প:)

শ্রীরপ তাঁহার রচিত নাটকে মহাপ্রভুর অবতারত্ব লিপিবন্ধ করিলেন। মহাপ্রভুকে তাহা শুনাইলেন।—

> সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরতু বং শচীনন্দনং। —(বিদশ্বমাধব—প্রথমাক, বিতীয় শ্লোক)

প্রভু কহিলেন—

কাঁহা তোমার রুক্ষরদ কাব্যস্থগালিক।
তার মধ্যে মিথা। কেনে স্ততি কার বিন্দু ।
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর ।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পুর ।
প্রভূ কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস ।
ভনিতেও লক্ষা লোকে করে উপহাস ।
— (চৈ: চ:—অস্তা, ১ম প:)

কোন আন্দোলনই তার সাহিত্য ব্যতিরেকে ইতিহাসে বাঁচিঙে

পারে না। ঞ্জীচৈতম্যদেব অতি আশ্চর্য্য রকমে এই সত্য পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র রচনায় মহাপ্রভূর প্রেরণা, তাঁহার সংগঠন-শক্তির আর এক অম্ভূত পরিচয়। শ্রীরূপ, মহাপ্রভূর সৃষ্টি।

শ্রীরপের সহিত রামকেলিতে প্রভ্র যখন প্রথম সাক্ষাং হয়, তখন হুসেন শা'র রাজস্ব বিভাগের এই মন্ত্রীটির বয়স ২৫ বংসর মাত্র। প্রভু অপ্রকট হইবার পরেও (১৫০৩)২৯শে জুন) ত্রিশ বংসর শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে জীবিত ছিলেন। শুধু জীবিত ছিলেন না—গ্রন্থ লিখিয়াছেন।*

এইবার শ্রীরূপকে গৌড় দেশ দিয়া প্রভূ পুনরায় বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।—

বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইহ সনাতনে।
একে বায়া রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ততীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ।
ক্ষম্পেনা রসভক্তি করিও প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার॥
এত বলি প্রভূ তাঁরে কৈল আলিনন।
রূপ গোঁসাঞি শিরে ধরে প্রভূর চরণ।
পুনরপি গোঁড়পথে বৃন্দাবনে আইলা।

—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ১ম প:)

* শ্রীরূপ গোস্বামী ষে-সকল গ্রন্থ লিথিয়াছেন তাহা এই—(১) হংসদৃত (২) উদ্ধবসন্দেশ (৩) রুষ্ণজন্মতিথি (৪) গণোন্দেশদীপিকা (৫) স্তবমালা (৬) বিদশ্বমাধব (৭) ললিতমাধব (৮) দানকেলিকৌমূদী (৯) আনন্দ-মহোদধি (১০) ভক্তিবসায়তসিদ্ধ (১১) উজ্জ্বলনীলমণি (১২) প্রযুক্ত্যাখ্যাত-চন্দ্রিকা (১৩) মথ্বামহিমা (১৪) পদ্খাবলী (১৫) নাটকচন্দ্রিকা (১৬) লঘু-ভাগবভায়ত (১৭) গোবিন্দবিকদাবলী ভিত্তাদি আরও গ্রন্থ।

ञ्जीमनाठन शासाप्ती

[জন্ম—১৪৮৮ খঃ ॥ মৃত্যু—১৫৫৮ খঃ ॥ ৭১ বৎসর]

॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী॥

"প্রস্থ কছে তোমা স্পর্ণি আত্ম পবিত্রিতে। ভক্তিবলে পার তুমি বন্ধাণ্ড শোধিতে।

আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আগ্য।"

গোড়ে হুসেন শাহের রাজত্বের (১৪৯০—১৫১৯ খৃঃ) পটভূমিকার উপর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আমরা প্রথম দেখিতে পাই রাজমন্ত্রীরূপে। "রাজমন্ত্রী সনাতন বৃদ্ধে বৃহস্পতি।"

তারপর শেষ তাঁহাকে দেখিতে পাইব বৃন্দাবনে। শ্রীচৈতক্তের বৈষ্ণৰ-ধর্ম্মের প্রচারক—বৈরাগী, সন্মাসী রূপে।

ছদেন শাহের সাতাশ বংসরব্যাপী দীর্ঘ রাজস্বকাল বছ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার বহিভূতি। অথচ সংক্ষেপে কিছুটা না-বলিলেও সঙ্গত হইবে না।

ভুসেন শাহের জন্মভূমি আরব দেশ। বাল্যকালেই তিনি তাঁহার পিতার সহিত গোড়ে আসেন। দরিত্র অবস্থায় তিনি এক রান্ধানের রাখালী করিতেন, অর্থাৎ গরু চড়াইতেন। তারপর সুবৃদ্ধি রায়ের অধীনে যখন কাজ করেন, তখন তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে চাবৃক পর্যন্ত খাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি গোড়ে সামুস্থদ্দিন মজাফ্ফরের (১৪৯১—১৪৯০ খৃঃ) অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার পর মজাফ্ফরেক হত্যা করিয়া (পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের মতে) তিনি গোড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। এবং সমুদ্ধশালী গোড় নগরীকে লুগুন করিবার আজ্ঞা দেন। হিন্দু নগরবাসিরাই অধিকতর সমুদ্ধশালী ছিল। তাহারা সোনার থালায় ভাত খাইত। এই সমস্ত সন্ত্রান্ত হিন্দুদের বাড়ীঘর ধনসম্পত্তি সমস্তই বেমালুম লুন্তিত হইল। পরে, লুগুন যথন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া অতিরিক্ত হইল, তখন বারো হাজার লুগুনকারিকে তিনি হত্যা

করিবার হকুম দিলেন, এবং হতা। করিলেনও। এবং পৃষ্ঠিত জব্য সরকারে বাজেরাপ্ত করিলেন। তাঁহার রাজত্বে বহু যুদ্ধবিগ্রহের ধবর আমরা পাই। সিকান্দার লোদীর আক্রমণ হইতে বাংলার আধীনতা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পাটনার নিকটবর্তী বাঙ্গলার সীমা বন্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ (আসাম) জয় করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আর উড়িয়ার তো কথাই নাই। রাজা প্রতাপক্রজের সহিত বহুবার তাঁহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উড়িয়ার সহিত যুদ্ধগুলি আমাদের দৃষ্টি সমধিক আকর্ষণ করে।

বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন-

হসেৰ শাহ

বে হসেন শাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভান্ধিলেক দেউল বিশেষে।
ডফুদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভান্দিলেক কত কত করিল প্রমাদ।
—(চৈ: ভা:—অস্তা, ৪র্থ অ:)

যে-সৰুল ঐতিহাসিক হুসেন শাহকে আকবরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষেত্রে আওরক্ষীবের সহিতও হুসেন শাহকে তুলনা করিলে অস্থায় করিতেন না।

ন্থান শাহের রাজ্বকালে আমরা স্থইটি জিনিস লক্ষ্য করি। ১ম, জ্রীচৈতক্স-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ২য়, হুসেন শাহের পূর্চপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হুসেন শাহ যাহা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইহা ছাড়া, তিনি লোকহিতকর কার্য্যও—হাসপাতাল, ক্লেজ্ব প্রভৃতি—প্রত্যেক জেলায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।*

শ্রীসনাতন গোস্বামী কে ? এবং কবে তিনি হুসেন শাহের মন্ত্রিছ

^{* &}quot;He built public mosques and hospitals in every District, and settled pensions on the learned and devout,...

প্রহণ করিয়াছিলেন ? কথিত আছে, তিনি কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। কর্ণাটের রাজবংশসন্তৃত। যে কারণেই হউক, তাঁহারা করেক পুরুষ বাবং গোড়ে আসিয়া বসবাস করিতে ছিলেন। এবং একরপ বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের বাল্যজীবন আমরা কিছুই জানি না। কথিত আছে, তিনি এবং তাঁহার আতা শ্রীরূপ শ্রীসনাতন গোষামী নবদ্বীপের টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াকে ছিলেন। পরে, কোন্ সূত্রে যে তিনি ও তাঁহার আতা শ্রীরূপ হুসেন শাহের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার মন্ত্রিত গ্রহণ করিলেন, তাহা সঠিকরূপে নিরূপণ করা কঠিন। ইতিহাসে অথবা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইহার কোনই স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এক অমুমানের উপর ভরসা।

হুদেন শাহের রাজ্বরে প্রথমেই দেখিতে পাই—তিনি রাজপ্রাসাদের বিশ্বাসঘাতক রক্ষী হাবসী (Abyssinian) সৈক্তদের বরখাস্ত করিলেন। তাহারা ফতে শাহকে (১৪৮৩—১৪৯১ খৃঃ) প্রাসাদমধ্যেই হত্যা করিয়াছিল। এবিসিনিয়ান্দের ঝাড়েবংশে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। এবং অভিজ্ঞাত বংশীয় সম্ভ্রাস্ত মুসলমান ও হিন্দুদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই, অনুমান হয়, জ্রীসনাতন ও জ্রীরূপ হুসেন শাহ কর্তৃক মন্ত্রিষ গ্রহণে আমন্ত্রিত হন। এবং তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন। সনাতনকে 'দবীর খাস্' উপাধি দেওয়া হয়। দবীর-খাস্ অর্থ, বিশ্বস্ত খাস্ মুন্দি (প্রাইভেট সেক্রেটারী)। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। শুধু রূপসনাতন নহেন, আরও অনেক সম্ভ্রাস্ত হিন্দুকে হুসেন শাহ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরুন্দের খানকে উজ্বিরী দিয়াছিলেন। তাঁহার

পুরন্দর ধানকে ডাজরা দিয়াছলেন। তাহার নাম গোপীনাথ বসু। তাঁহার প্রধান চিকিৎসক—মুকুন্দদাস। তাঁহার he settled a grant of lands for the support of the tomb, college and hospital…."—History Of Bengal; Stewart, p. 129.

দেহরক্ষীদের প্রধান—কেশব ছত্রী। ট কশালের অধ্যক্ষ অমুপ।
বিতীয় ত্রিপুরা যুদ্ধে গৌড় মল্লিক প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—ইহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই ক্ষেত্রে সম্রাট
আকবরের সহিত ছসেন শাহকে নিঃসন্দেহে তুলনা করা যাইতে
পারে।*

সনাতন গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর তিনবার সাক্ষাতের কথা আমরা পাই।

১ম—গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে। ২য়—কাশীতীর্থে। ৬য়— নীলাচলে।

সন্ন্যাসের (১৫১॰ খঃ) পর 'পঞ্চম বর্ষে' মহাপ্রভু রামকেলি আদিলেন। ইহা ১৫১৪ খঃ, ডিসেম্বর মাসে হইতে পারে। বাহিরে

* "One of the first acts of Ala Adeen's Government was to reduce the corps of Paiks, who had so frequently assisted in dethroning their sovereigns......He also dismissed the whole of the Abyssinian troops."—History Of Bengal, Stewart, page 127.

"In appointing Hindus to high offices.....to put them in charge of highly confidential work was certainly something more than mere diplomatic expediency. His wazir (Gopinath Basu, entitled Purandar Khan), his private physician (Mukunda Das), his chief of the body-guards (Kesava Chhatri), Master of the mint (Anup)—were all Hindus; the Rajmala adds the name Gaur Mallik, his General in charge of the Second Tipperah Expedition. The name of the two brothers Rup and Sanatan, one of whom held the highly important office of the Private Secretary (Dabir-i-Khas) are well known."—History Of Bengal, Vol. II, p. 153., edited by Sir Jadunath Sarkar.

প্রকাশ, 'জননী ও জাহ্নবী' দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন।

নীলাচলে মহাপ্রভূকে সনাভন গোস্বামী কতকগুলি চিঠি দিয়াছিলেন কিন্তু বাহিরে প্রকাশ নয়—এমন একটা গোপন উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে লুকারিত আছে। রামকেলি আসিবার জন্ম সনাতন গোস্বামী ১৫১৩ খৃঃ নীলাচলে মহাপ্রভূকে কতকগুলি

চিঠি লিখিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরপকে উদ্ধার করিবার জন্ম ঐ চিঠিগুলিতে, অনুমান হয়, অনুরোধ ছিল। প্রভু সেই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্মই রামকেলি আসিয়াছেন। কেননা, যবনরাজভীতি-প্রযুক্ত হুসেন শাহের মন্ত্রিছ ছাড়িয়া রূপ-সনাতনের পক্ষে নীলাচল যাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ সেই বৎসরে প্রতাপরুদ্ধের সহিত হুসেন শাহের পুনরায় যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি চলিতেছিল।

সনাতন শুধু রাজমন্ত্রী নন, দবীর খাস্—হসেন শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। গৌডরাজ্যে সর্বাপেকা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি (চীফ্ মিনিষ্টার)। তাঁহার আবার উদ্ধারের কী প্রয়োজন ? কিসের উদ্ধার তিনি চান ? এ প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক। মন্ত্রী হওয়ার পর রূপ-সনাতন আর কর্ণাটী ব্রাহ্মণ নহেন। य कात्रां इडेक, हिन्दू সমাজ তাঁহাদিগকে বৰ্জন (বয়কট) করিয়াছে। রূপ-সনাতন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা 'মেচ্ছ জাতি' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অথচ, এই মেচ্ছজাতির অন্তর্ভু ক্ত থাকিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। 'গোবান্ধণজোহী সঙ্গে' দিবারাত্রি থাকিয়া মন্ত্রিছ করিতেও তাঁহাদের বিভূষণ জন্মিয়াছে। হিন্দু সমাজ তাঁহাদের আর পুনরায় গ্রহণ করিবে না। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহাদের এই উপায়ে ক্লেক্রনাট্য হইতে উদ্ধার পাইবার বাসনা হইয়াছিল। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মে তথন মুসলমানের প্রবেশ-অধিকার ছিল। যবন হরিদাসকে দিয়া তিনি নামের মাহাত্ম প্রচার করিয়াছেন। মথুরা-বুন্দাবন যাইবার পথে তিনি পাঠানদের বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।-

"সেই তো পাঠান সব বৈরাগী হইলা। পাঠান বৈষ্ণব বলি হইলা তাঁর খাতি ॥"

যবন হরিদাসকে মহাপ্রভু বালমাভিলেন—

"এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়। তোমার বে জাতি সেই জাতি মোর দড়।"

বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন-

"বৈষ্ণবের জাতি বৃদ্ধি যে করে। কোটি কোটি জন্ম অধম ষোনিতে ভূবি সে মরে॥"

ব্রাহ্মণ-পরিচালিত হিন্দুসমাজ ও মহাপ্রভুর পরিচালিত বৈষ্ণব-সমাজ—এই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব, সনাতন গোস্বামী ফ্লেচ্ছজাতির হইতে মহাপ্রভুর এই বৈঞ্চব-সমাজে প্রবেশাধিকার চাহিয়াছিলেন। ইহারই নাম উদ্ধার।

মহাপ্রভু রামকেলি আসিয়া উপনীত হইলেন। সঙ্গে ঞ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস আছেন। সন্মাসের পর বাংলাদেশে মহাপ্রভুর এই প্রথম ও শেষ আগমন। হুসেন শাহের দীর্ঘ সাতাইশ বংসর রাজত্বকাল শেষ হইবার আর মাত্র পাঁচ বংসর বাকি।

প্রভূ যে-পথে আসিলেন সেই পথে তাঁহাকে দেখিবার জন্ম কৌতৃহলী জনতা অভাবনীয় রকমের ভীড় করিয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইরূপ আছে যে—লোক তাঁহার চরণচিহ্নিত পথের ধূলি নিবার

জম্ম মাটি গর্ভ করিয়া ফেলিয়াছিল। ছুই ছদেন শাহ ও কেশব পাশের বৃক্ষ মাথা নোয়াইয়া প্রভূকে প্রণাম हजी করিয়াছিল। এইসব অতিরঞ্জিত কথা ছসেন

শাহের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি কেশব ছত্তীকে ভাকিয়া স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—

> কছত কেশব খান কেমত তোমার। শ্ৰীক্ষ চৈড্ড বলি নাম বোলো বাঁর।

চতুর্দ্দিক হইতে এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে কেন? কেশব খান, পাছে গোড়েশ্বর প্রভুর কোনো অনিষ্ট করে, এই ভয়ে বলিল: 'কে বলে গোসাঞি'? এক ভিক্কৃক সন্মাসী, নিতান্ত গরীব, গাছের তলায় থাকে, চুই-চারিজন দেখিতে আসে মাত্র।

কেশব ছত্রী গোপনে এক ব্রাহ্মণকে প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বলিতে বলিল যে—তিনি যেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। যদিও গোড়েশ্বরের মনের ভাব প্রভুর উপর এপর্য্যস্ত ভাল, কিন্তু যদি কোন পাত্র আসিয়া কুমন্ত্রণা দেয় এবং গোড়েশ্বরের মন-পরিবর্ত্তন হয়, স্থতরাং "রাজার নিকট গ্রামে কী কার্য্য রহিয়া।"

যবনেরা ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরকে কুমম্বণা দিতেছে, তার প্রমাণ কেশব ছত্রীর কথায় বুঝা যায়—"যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি"।—(চৈ: চ:—মধ্য, ৯ম আ:)।

গৌড়েশ্বর তারপর দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা হুসেন শাহ ও দবীর করিলেন। চতুর দবীর খাস্ গৌড়েশ্বরের খাস্ মনের ভাব বৃঝিবার জন্ম উত্তরে পাণ্টা প্রশ্ন

করিলেন-

তোমার চিত্তে চৈতন্তের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইতো প্রমাণ।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

কবিরাজ গোস্বামীর মতে—মহাপ্রভুকে ছসেন শাহ 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। রন্দাবনদাসও তাহাই লিখিয়াছেন।—

> ছিন্দু বাবে বলে ক্লফ খোদার ববনে। গেই তিই নিশ্চর জানিহ সর্বজনে। —(চৈঃ ভাঃ—অস্তা, ৪র্থ অঃ)

ইহা অনেকটা অভ্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। তবে এমন একটা বোষণা হয়ত হলেন শাহ দিয়া থাকিবেন— কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে।

—(চৈ: ভা:—অস্তা, ৪র্থ অ:)

জয়ানন্দ আরও পরিকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, তুই পার্শ্বের বৃক্ষদকল প্রভুকে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করে—ছদেন শাহ এই কথা শুনিয়া কেশব খানকে বলিলেন যে: "কেমন কৃষ্ণ চৈত্ত্য গাছে নোয়ায় মাথা"; তাহাকে আমার নিকট ধরিয়া আন।

এই কথা শুনিয়া, প্রভূ রামকেলি হইতে শাস্তিপুর চলিয়া গেলেন—

> রূপ দেখিয়া কুলবধু চূল নাঞি বান্ধে। গাছে মাথা নোঞাএ গোঁসাঞি ভার নাটে॥

রাজা বলে কেশব থাঁ ধরিয়া আন এথা। তাহা শুনি নিবর্ত্ত হইলা চৈতক্ত ঠাকুর। সর্ব্ব পার্বদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর॥

—(জয়ানন্দ, চৈ: ম:—বিজয় খণ্ড)

হসেন শাহ মহাপ্রভূকে ধরিয়া আনিবার হকুম দিয়াছিলেন জয়ানন্দ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, হুসেন শাহ প্রভূকে ধরিয়া আনিবার হুকুমই কেশব খানকে দিয়াছিলেন। কেশব খান সৈনিকপুরুষ। হুসেন শাহের দেহরক্ষিদের

প্রধান।

এইবার রূপ-সনাতন হুই ভাই—স্বাধীন গোড়ের হুই প্রধান
মন্ত্রী—হুপুর রাত্রে বেশ লুকাইয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন।
গোপনে। গোড়েশ্বর না-জানিতে পারেন, হুই মন্ত্রীর তাই
অভিপ্রায়।—



ঘরে আসি তুই ভাই যুকুতি করিয়া প্রাভূ বেধিবারে চলে বেশ সুকাইয়া ঃ অর্থনে হই ভাই এলা প্রভূ স্থানে।
প্রথমে মিলিল নিজানন্দ হরিদাস সনে।
ভারা ভূইজনে জানাইল প্রভূর গোচরে।
রূপ, সাকর মল্লিক আইলা ভোমা দেখিবারে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

মন্ত্রীদ্বয় আসিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন-

মেচ্ছ জাতি, মেচ্ছ সঙ্গী, করি মেচ্ছ কর্ম। গোত্রাহ্মণন্যোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

রূপ-সনাতনের সহিত মহাপ্রভুর মিলন

জগাই-মাধাই হুই করিলে উদ্ধার। তাহা উদ্ধারিতে শ্রম না ছিল তোমার॥

আমা উদ্ধারিয়া যদি রাথ নিজ বল। পতিতপাবন নাম তবে তো সফল॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভূ বলিলেন—

ভনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস।
তোমা হুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপ সনাতন।
দৈক্ত ছাড়, তোমা দৈক্তে ফাটে মোর মন॥
দৈক্ত পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী বারা জানি তোমার ব্যাভার॥

ভারপর, এইবার আসল কথা বলিলেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহে মিলিবারে ইহ আগমন।
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে এল রামকেলি গ্রামে ।

এখন বুঝা গেল রামকেলিতে প্রভূ আসিয়াছিলেন কেন।

এত বলি দোঁছা শিরে ধরি হুই ছাতে। হুই ভাই ধরি প্রভূপদ নিল মাথে। —(চৈ: চ:—মধ্য, ১ম প:)

স্বাধীন বাংলার সৈতা ও রাজস্ব বিভাগের তুই প্রধান মন্ত্রী—
কৌপীনমাত্র পরিধান, এক উন্মাদ সন্ধাসীর পায়ে যখন মাথা লুটাইল,
বৈক্ষব-ধর্মের আন্দোলন তখন ইতিহাসের আর এক নৃতন পথে যাত্রা
স্থক্ষ করিল। অর্ধ্বরজনীর অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা
আসিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে যে-আলোক লইয়া তাঁহারা ফিরিলেন
—বাঙলার দীর্ঘ পাঁচটি শতাকী আজিও সেই আলোকে উজ্জ্ল,
ভাস্বর, ত্যুতিমান রহিয়াছে।

যাইবার সময় রূপ-সনাতন প্রভূকে বলিলেন—

ইহা হইতে চল প্রভূ ইহা নাহি কাজ।
যন্তপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
(আর) তীর্থযাত্রায় এত লোকের সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।
যাহার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্ধাবন যাবার এ নহে পরিপাটি।

প্রভূ বৃন্দাবন গেলেন না। নীলাচলেই ফিরিয়া গেলেন। ১৫১৫
খৃষ্টান্দের এপ্রিল মাস মধ্যে প্রভূ নীলাচলে
রামকেলি হইতে
থত্যাবর্ত্তন করিলেন।
ফাপ্রভূর নীলাচলে
প্রভ্যাবর্ত্তন করিলেন।
চাঁদকাজীর বাড়ী লুঠনের (১৫১০ খুঃ)
অব্যবহিত পরেই মহাপ্রভূ ক্রেক্টার সন্ধ্যাস

—(है: हः—मधा, ३म शः)

मंदेश नौमाठम ठिमशा यान।

ছনের শাহের আঠারোটি পুত্রকন্তা ছিল। চাঁদকাজী, ছসেন

শাহের একজন দৌহিত্র। চাঁদকাজীর বাড়ী পুঠনের সময় হুসেন শাহ গৌড়ে ছিলেন না। উড়িয়ায় যুদ্ধে গিয়াছিলেন। রামকেলি হইতেও তিনি হুসেন শাহের ভয়েই কেশব ছত্রী ও সনাতনের কথায় নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যে মহাপ্রাভূর অবস্থান নিরাপদ ছিল না।—

শীরপ-সনাতন রহে রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে।
ত্ই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় স্থজিল।
বহু ধন দিয়া তুই ব্রাহ্মণ বরিল।
কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল তুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্ত চরণ।
—(হৈ: চ:—মধ্য, ১৯শ প:)

—ক্লেচ্ছজাতিত্ব হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ম ব্রাহ্মণ দিয়া পুর*চরণ করিতে হইল।

শ্রীরূপ নৌকাতে ভরিয়া বছ ধন লইয়া আপনার ঘরে আসিলেন।

গৌড়ে রাখিল মূদ্রা দশ হাজারে। সনাতন ব্যয় করে রহে মূদি ঘরে॥

এপা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন।
কোন মতে রাজা ধনি মোরে কুন্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়।
অস্বান্থ্যের ছন্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না-ষায় রাজ্বারে।
লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাম্বের বিচারে।

হসেন শাহ আচম্বিভে সনাতনের বাড়ী আসিলেন

ভটাচার্যা পঞ্জিত বিশ-ত্রিশ লঞা। ভাগবৎ বিচার করে সভাতে বসিয়া ৷ আর দিন গোডেশ্বর সঙ্গে একজন। আচম্বিতে গোগাঞি সভাতে কৈন আগমন। পাতদা দেখিয়া দবে সম্ভ্রমে উঠিলা। সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা। রাজা কহে তোমা স্থানে বৈছ পাঠাইল। বৈত কহে ব্যাধি নাহি স্বন্থ যে দেখিল। আমার যা কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা। কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া। যোর যত কার্যাকাম সব কৈলে নাল। কি তোমার হাদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥ সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম। আর একজন দিয়া কর সমাধান । তবে ক্রন্ধ হঞা রাজা কহে আরবার। তোমার বড ভাই করে দফা ব্যবহার॥ कीव शक्ष माति किन ठाकना गव नान। এথা তুমি কৈলে মোর সর্বকার্য্য নাশ। সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর। যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল। এতো শুনি গৌডেশ্বর উঠি ঘরে গেলা। পালাইবে বলি স্মাতনে বান্ধিলা। হেনকালে গেল রাজা ওডিয়া মারিতে। সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥ তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা ভাঙিতে। মোর শক্তি নাহি ভোমার সঙ্গে যাইতে॥ তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন। —(टेठः ठः—यश, ১৯५ शः)

হসেন শাহ সনাতনকে বলী করিলেন

ছদেন শাহ, প্রধান মন্ত্রী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী (দবীর খাস্) স্নাতন গোস্বামীকে বন্দী করিলেন কেন ? ১ম। দবীর খাস্ অস্বাস্থ্যের ভান করিয়া রাজদরবারে যান না। লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করেন বটে, কিন্তু ভাহাতে সনাতনের অভাব পূরণ হয় না।

২য়। তিনি বিশ-ত্রিশজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া বাড়ীতে শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। স্বতরাং মেচ্ছজাতিতে পতিত হইলেও, তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই।

তয়। হুদেন শাহ উড়িয়া আক্রমণে যাইবেন। সনাতনকে সঙ্গে নিতে চান। তিনি তাহা যাইবেন না। তিনি স্পষ্ট হুদেন শাহকে বলিতেছেন—'তুমি যাবে ওড়িয়া মারিতে,' 'তুমি যাবে দেবতা ভাঙিতে,' আমি সঙ্গে যাব না। মহাপ্রভুর সহিত মিলনের প্রতিক্রিয়া সনাতনের মনে দেখা গেল।

৪র্থ। শ্রীরূপ আগেই পালাইয়া গিয়াছেন। সনাতনও পালাইয়া যাইতে পারেন। অতএব হুসেন শাহ কারাগারে তাঁকে বন্দী করিয়া, একাই সৈম্মসামস্ত লইয়া উড়িয়া-অভিযানে বহির্গত হইলেন।

এগা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
প্রীরপ গোসাঞির পত্তী আইল হেনকালে।
পত্তী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা।
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান।
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা।
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা-ছাড়ি করো প্রত্যুপকার।
পূল্য, অর্থ তুই লাভ হইবে তোমার।
তবে সেই যবন কছে তুন মহাশর।
তোমারে ছাড়িয়া কিন্তু করি রাজ্তর।

সনাতন কহে তুমি না কর রাজভর ।

দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি আইসর ॥

তাহাকে কহিও সেই বাহুকুত্যে গেল।

গলার নিকট গলা দেখি বাঁপে দিল ॥

কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।

দরবেশ হঞা আমি মকায় যাইব॥

তথাপি যবন মন প্রসর না দেখিল।

সাত হাজার মুলা তার আগে রাশি কৈল॥

লোভ হইল যবনের মুলা দেখিয়া।

রাত্রে গলা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥

গড়িষারপথ ছাড়িল নারে তাঁহা যাইতে।

রাত্রি দিনে চলি আইল পাত্ডা পর্বতে॥

সনাতন কারাগার হইতে মৃক্তি পাইলেন

—(कि: हः—मधा, २०भ शः)

শ্রীসনাতন কারাগার হইতে মৃক্তি পাইলেন। গোড় হইতে দিল্লী পর্যান্ত বিস্তৃত যে প্রশন্ত পথ, তাহাকেই বলে 'গড়িদ্বারপথ'। সনাতন এই পথে গেলেন না। কেননা, তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইলে গোড় হইতে তাঁহাকে এইপথে অনুসরণ করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে পারে। কারা-রক্ষকের সহিত কথাবার্তায় তাঁহার মেচ্ছ জাতিকের প্রমাণ পাওয়া গেল। কারা-রক্ষকে তিনি বলিলেন—'দরবেশ হঞা আমি মকায় যাইব'। হয়তো তিনি দাড়ি রাখিয়াছেন। মৃদলমানী বেশ অঙ্গে পরিধান করিয়াছেন। মকায় যাওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কাশী যাওয়া, ধারনার অতীত। অথচ তিনি মকায় না-যাইয়া কাশী অভিমৃথেই যাত্রা করিলেন। গোড়ের প্রধানমন্ত্রীর জীবননাট্যের এই নাটকীয় উপাদান অভিশয় চিন্তাকর্ষক। তারপর, বেশ পরিবর্তন করিলেন। 'হাতে করোয়া ছিঁড়া কাছা নির্ভয় হৈলা'—(চৈ: চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)। শুধু বৈরাগ্য নয়, রাস্তা চলিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আত্মগোপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। হাজীপুর আসিয়া তাঁহার ভন্নীপতি শ্রীকান্তের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীকান্ত আবার 'করে রাজকাম'। অর্থাৎ, ছসেন শাহের কর্মচারী। সুনাতনকে তিনি দিনছুই থাকিতে বলিলেন।

> গোসাঞি কহে এককণ ইহা না রহিব। গকা পার করি দেহ একণি চলিব॥

> > —(कि: ह:—यश, २०४ शः)

পলায়নমুখে সনাতন খুব ক্রতগতিতে পথ চলিতেছেন ৷—

গন্ধা পার করি দিল, গোসাঞি চলিল। তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কড দিনে।

-(कि: क:-यशा, २०म शः)

চৈতক্সভাগবতে সনাতনের সহিত রামকেলিতে মহাপ্রভুর এই প্রথম-সাক্ষাতের (১৫৪৮ খৃঃ) কথা নাই। প্রীপাদ নিত্যানন্দ সক্ষেই ছিলেন। আর বৃন্দাবনদাস প্রীপাদের শেষ সাক্ষাং-শিষ্য। তাঁর কাছে শুনিয়াই তিনি চৈতক্সভাগবং লিখিয়াছেন। তবে, এতবড় একটি ঘটনার অমুপ্রেখ বিশ্বয়কর। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের মুখে শুনিয়া চৈতক্সচরিতামুত (১৬১৫ খৃঃ) লিখিয়াছেন। মৃতরাং চৈতক্সচরিতামৃতের প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। বিশেষতঃ, বাংলাকে কেন্দ্র করিয়াই চৈতক্সভাগবং লেখা হইয়াছে। আর রামকেলির প্রথম-সাক্ষাং গোড়ের অতি নিকটের ঘটনা। তবু বৃন্দাবনদাস ইহা বিশ্বত হইলেন কেন—বুঝা গেল না।

রামকেলিতে সাক্ষাতের সময়—মাত্র একদিন। কাশীতে—ছুই
মাস। নীলাচলে—এক বংসর। এখন, কাশীর কথাই হইতেছে।
মহাপ্রভু মথুরা-বৃন্দাবন হইতে ফিরিতেছেন। প্রয়াগে শ্রীরূপকে
দশদিন যাবং রসভত্ব (Rhetorio) সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন
পাঠাইয়াছেন।—

"রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা। শ্রীরূপে রূপা করি সব তাহা কহিলা।"

কাশীতে সনাতনের জন্ম অপেকা করিয়া চক্রশেখর-ভবনে অবস্থান ১২ করিতেছেন। এমন সময় 'বাহির ছয়ারে' ঞ্জীসনাতন আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভূ বলিলেন—ছারে এক বৈষ্ণব কাশীতে সনাতনের সাহিত মহাপ্রভূর মিলন আন। চন্দ্রশেধর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

বৈষ্ণব কেছ নাই, তবে একজন দরবেশ (মুসলমান ফকির) দ্বারে বিসিয়া আছেন। প্রভু বলিলেন—ঠিক হইয়াছে, তাঁহাকেই ভাক।

মহাপ্রভূ সনাতনকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গাত্রে প্রীহন্ত বুলাইলেন। আলিঙ্গন করিলেন। নিজের পার্শ্বে পিণ্ডার' উপর বসাইলেন। সনাতন ইহাতে 'বিস্তর কুঠা' প্রকাশ করিলেন। এবং স্পট্টই মহাপ্রভূকে বলিলেন যে, তিনি ফ্রেক্স্পাতি। তাঁহাকে স্পর্শ করা প্রভূর কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। প্রভূ উত্তরে বলিলেন—তুমি ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পার। তোমাকে আমি স্পর্শ করি নিজে পবিত্র হইবার জন্তা। তোমাকে আমি দেখি, তোমাকে আমি স্পর্শ করি, তোমার গুণ আমি গাই—ইহাতে আমার অপার আনন্দ।

প্রভু চম্রশেখরকে বলিলেন—

বাবে এক বৈষ্ণব হয় বোলাই ভাহারে।
চক্রশেষর দেখে বৈষ্ণব নাহিক ছ্যারে।
বাবেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভূকে কহিল।
কেই হয়, করি প্রাভূ ভাহারে পুছিল।
তিঁহ কহে এক দরবেশ আছে বারে।
তাঁরে আন, প্রভূ বাকো কহিল ভাহারে।
প্রভূ ভোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
তাঁহারে অন্ধনে দেখি প্রভূ হাঞা আইলা।
তাঁরে আলিকন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
প্রভূম্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইই কহে গদগদ বচন।

प्रदेखान ग्रमागमि द्यापन चलात । मिथि ठळाल्थादात देश्य हमश्कात । তবে প্রভূ তার হাত ধরি লঞা গেলা। পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা । শ্রীহন্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জন। তি হো কছে প্রভূ মোরে না কর স্পর্ণন। প্রভূ কহে ভোমা স্পর্ণি আত্ম পরিত্রিতে। ভক্তিবলে পার তুমি বন্ধাও শোবিতে। —(टेड: ठ:—मधा, २०म श:)

কবিরাঙ্গ গোস্বামী, বৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের মুখ হইতে এইসব কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন। এই চুই মহাপণ্ডিত বিনয়ী ভক্ত। বৈষ্ণব। কেহ মিখ্যা কথা বলেনও নাই এবং কেহ মিখ্যা কথা লেখেনও নাই।

প্রভু সনাতনকে বেশ-পরিবর্তন করাইলেন। এমন কি, ক্ষৌর করাইলেন। অঙ্গে ভোটকম্বলখানিও মহাপ্রভুর দৃষ্টিনিক্ষেপে বিদূরিত হইল। চম্রুশেখরের নিকট একখানা পুরাতন বন্ত্র লইয়া অন্তর্বাস ও বহিবাস প্রস্তুত করিয়া লইলেন। গৃহস্থের দারে দারে মাধুকরী মাগিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সনাতনকে প্রভু নিভূতে কাছে রাখিয়া দিনের পর দিন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চৈত্সচরিতামূতের মত অনুযায়ী দেখা যায়—এই শিক্ষাপন্ধতি মনোবিজ্ঞানকৈ ভিত্তি

স্নাতনকে শিক্ষাদান ৰনোবিজ্ঞান সম্বত

করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অভি স্থন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে। সোপানপরস্পরার মত, এই শিক্ষাপদ্ধতি একের পর এক

ধর্মরাক্সে উন্নতির দিকে সাধককে লইয়া যাইতেছে। যিনি শিক্ষা मिटिएइन, जिनि १९५ पूर्थ कथा विनिटिएइन ना । कथा व्यक्षायो निर्व দেহে ও মনে ভাষাম্বর প্রাপ্ত হইয়া শিষ্কের সম্পূথে প্রকট হইতেছেন। ভাব-সমাধির কথা বলিতে গিয়া প্রভু বাহাজ্ঞান হারাইয়াছেন। ভাব-সমাধি বস্তু কী—নিজে সমাধিগ্রন্থ হইয়া সনাতনকে তাহা (मथाইटिङ्न। এইक्रिंश किছुक्रन थाकिया, शूनः वाक्ष्ञान कितिया

আদিলে আবার বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। ৫০০ বংসর পূর্বের আবৈত বেদান্ত ও মায়াবাদের সর্ববিপ্রধান দূর্গ কাশীতীর্থে বসিয়া যে-বাঙ্গালী শব্ধর বেদান্তকে অত্যন্ত দূঢ়তার সহিত নিরসন করিতেছেন, তাঁহার দার্শনিক চিন্তার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের বল ও সাহসের পরিমাণ চিন্তা করিয়া আমরা আজ্ব পাঁচ শতাব্দী পরে বিশ্বয়ে অভিভূত না-হইয়া পারিতেছি না। সনাতনকে শিক্ষা দিতে সব্ধর করিয়াই প্রভূ কাশীতীর্থে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শব্ধর বেদান্ত খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি অস্থান্ত স্থান ছাড়িয়া অবৈত বেদান্তের কেন্দ্র কারীয়া দেখিবার বিষয়। এই প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিকে সহসা এবং সহজে এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না।

শ্রীরূপকে প্রভূ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রসতত্ত্ব ব্ঝাইয়াছেন। শ্রীসনাতনকে এখন তিনি 'ভক্তির সিদ্ধাস্ত' (philosophy) ব্ঝাইতে স্মারম্ভ করিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিথিয়াছেন—

> "সনাতন রূপায় পেছ ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ রূপায় পেছ রসভাব প্রান্ত॥"

শ্রীভাগবতকে অবলম্বন করিয়াই প্রভূ তাঁহার প্রবর্ত্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইতেছেন। ইহা পরে শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্-সন্দর্ভে পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভাগবতে-কথিত সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটি স্বন্দাপ্ত ভাগে তিনি সনাতনকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বন্ধ বিভাগে ভারতীয় ব্রহ্মবিভার বিবর্তন-পথে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব,

সৃষ্টিতত্ব, জীবতত্ব, লীলাতত্ব প্রভৃতি ব্যাখ্যা সংস্ক-অভিধেম-প্রয়োজন ব্রহ্ম এক। সাধক নিজে চিস্তা করিবেন— অহম্ ব্রহ্মান্মি, আমিই ব্রহ্ম। গুরু শিব্যকে বলিবেন—তৎ ত্বম্ অসি,

অংম্ একা। মানহ একা। ওকা নিয়কে বালবেন—ভং খম্ আন, ভূমিই ব্ৰহ্ম। যিনি শৈব, তিনিও অকৈতের ভূমিতে দাঁড়াইয়াই বলিবেন—শিবোহম্, আমিই শিব। অহৈত বেদাস্তের ছারা অতিমাত্রায় আক্রাস্ত আচ্ছন্ন ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন তীর্থে বসিয়া প্রভূ সনাতনকে সমুখে রাখিয়া ঘোষণা করিলেন—'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'।

প্রভু আক্ষেপ করিতেছেন—

"কুফের নিত্যদাস জীব তাহা ভূপি গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বাদ্ধিল।"

অনাদি হইতে অনস্তকাল—জীব আর কৃষ্ণ অর্থাং ব্রহ্ম, ভিন্ন।
এক নয়। যেহেতু, জীব সর্বকালে এবং সূব্ধ অবস্থাতে কৃষ্ণের দাস
মাত্র। ইহা শঙ্করের অতি সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। সনাতনকে সম্মুখে
রাখিয়া পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রতিবাদ তিনি করিয়া গিয়াছেন।
অবশ্যই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে—জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধনির্ণয়ে তিনি পুরাপুরি দ্বৈতবাদী ছিলেন না। ভেদাভেদ-তত্ব বিশ্লেষণে
জীব ব্রহ্ম হইতে কোন্ অংশে ভেদ এবং কোন্ অংশে অভেদ—এমন
আভাস এবং ইঙ্গিতও তাঁহার কথায় আমরা পাই।

জীবতত্ব ছাড়িয়া সৃষ্টিতত্বের বিচারে সাংখ্য, বেদান্ত ও পুরাণ— এ তিনেরই আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনের সংমিশ্রণে তিনি সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বলিলেও ঠিক বলা হইবে না। এই তিনকে অতিক্রম করিয়াও তিনি নিজে স্বাধীন ও স্বতম্বভাবে নৃতন কিছু বলিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বাভাবিক যে তিন শক্তি—চিংশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—ইহার ব্যাখ্যা বেদান্ত-অমুগামী হইলেও ইহার অভিনবত্ব অন্থীকার করা যায় না।—

> মায়া বাবে স্চেন ভিঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ। জড় রূপ প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ। —(চৈ: চ:—মধ্য, ২০শ প:)

ইহাতে সাংখ্য ও বেদাস্তের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। মায়ার অক্তিছও

শীকার করা হইয়াছে। অস্থান্থ স্থানেও মায়ার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। আশকা হয়, মায়াকে অতিক্রম করা মহাপ্রভূব পক্ষেও কঠিন কার্য্য ছিল। কে জানে, অপ্রাকৃতকে ছাড়িয়া প্রাকৃতের আবরণে সেই মায়াই আবার মুখোস বদলাইয়া বৈষ্ণবের দার্শনিক পংক্তিভোজনে ফিরিয়া আসিল কি-না! চৈতস্থচরিতামূতকারের মতে—প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতের জন্ম যদি একই ক্ষণে হইয়া থাকে, ভবে অপ্রাকৃতের মত প্রাকৃতের অস্তিত্বও তো অস্বীকার করা যায় না।—

প্রাক্বতাপ্রাক্বত স্বৃষ্টি কৈলা একক্ষণে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ২১শ প:)

আর এই প্রাকৃতই ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হত্তে মায়ার বোড়শ শতান্দীর রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই এতিহাসিক বিবর্ত্তন-পথে অবতার-তত্ত্ব দেখা দিয়াছে। মহাপ্রভূ-বর্ণিত অবতারবাদ বৈদান্তিক অবতারবাদকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।—ইহাও একদিক দিয়া বেদান্তের প্রতিবাদ। অত্তৈত্ত বেদান্ত বলে—আত্মাশে জীব যতই মায়ামুক্ত হয়, ততই তাহার ব্রহ্মস্বরূপ দেখা দেয়। আত্মাশে জীব কৃষ্ণের নিত্তাদাস নহে। জ্ঞান দ্বারা জীব আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে। বেদান্ত বলে—ব্রহ্মবিৎ বক্ষইব ভবতি।

বক্ষকে জানিলে, জীব বক্ষ হইয়া যায়। এইরূপে বক্ষজ্ঞানী বক্ষভাবাপর জীব বক্ষ-দৃষ্টিতে নিজেকে বক্ষ বলিয়া ভাবিতেও পারেন, কহিতেও পারেন। যদি এই দিক দিয়া বিচার করা যায়, তবে একথা খতঃসিদ্ধ অযৌক্তিক নিশ্চয়ই নয় যে—মায়ামূক্ত উপাধিবিচ্ছিত প্রত্যেক জীবই বক্ষের অবভার।—ইহাই বৈদান্তিক অবভারবাদ।

মহাপ্রভূ সনাতনকে শিক্ষা দিতে গিয়া এই বৈদান্তিক অবভার-বাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সনাতন ভাঁহার শ্রীমুখ হইতে বে প্রবভারবাদের কথা শুনিয়াছিলেন, ভাহা চারিটি ভাগে বিভক্ত। যথা—লীলাবতার, গুণাবতার, মরাস্থর-অবতার ও যুগ-অবতার। ভারতীয় দার্শনিক চিস্থার বিবর্ত্তন-পথে মহাপ্রভূ-বর্ণিত এই অভিনব অবতারবাদ পৌরাণিকী বলিয়া অভিহিত। বৈদান্থিক অবতার-বাদের সহিত ইহার স্থাতন্ত্রা স্থপরিস্ফুট।

এই অবতারবাদ বলে যে—ব্রহ্ম কখনো কখনো জীবের উদ্ধারের জন্ম মনুন্মদেহ ধারণ করিয়া মনুন্মদিগের মধ্যেই অবতীর্ণ হন। অবতারের কতকগুলি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট লক্ষণ মহাপ্রভু সনাতনকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই লক্ষণাক্রান্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমস্ত অবতারই জীব-উদ্ধারের জন্ম এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা বৈদান্তিক অবতারবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী না-হইলেও, তাহা হইতে সম্যুকরূপে ভিন্ন।

সনাতন মহাপ্রভূকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন—কলিযুগে অবতার কে ? মহাপ্রভূ উত্তর করিলেন—'অবতার শান্তদারা জানি'; আর কলিযুগে কলিই অবতার। সনাতনের ভাবে ও ভঙ্গিতে যেন আর একটি প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল। তাহার অর্থ—তুমি কে ? যদিও বহু প্রস্থে বহুস্থানে মহাপ্রভূ এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন যে, আমি কৃষ্ণের দাস, আমি কৃত্র জীবমাত্র—তথাপি এবার সহসা বক্সনির্ঘোষে তিনি এক রহস্থের অবতারণা করিলেন। প্রভূ কহিলেন—

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ২০শ প:)

মহাপ্রভ্র চরিত্র-বিশ্লেষণে আমরা তাঁহার মধ্যে পর পর হুইটি
ভাব দেখিতে পাই। নবদ্বীপ-লীলায় যথন
অবভারত্ব সম্পর্কে মহাথ্রভ্র চরিত্রে পর পর
—তখন তিনি নিজেকে কুফের অবভার
বিশ্বাই বিশ্বাস করিলেন। বিশ্বাস নাকরিলে, তিনি ও-কথা বলিবেন কেন? শ্রীবাসকেও তিনি বলিয়াছিলেন—

"কাহারে বা পৃঞ্জিন, করিন কার খান। বাহারে পৃঞ্জিন তাঁরে ভাব বিদ্যমান ॥"

নীলাচলে বাস্থদেব দার্বভৌম তাঁহাকে দাধারণ মাসুষ ভাবিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সন্নাদ গ্রহণের অধিকার লইয়া কথা তুলিয়াছিলেন। তথন ভাবাবেশে উন্মন্ত হইয়া তিনি গর্জন করিয়া
বলিয়াছিলেন—"কিরে দার্বভৌমা, সন্নাদের কিরে মোর নাহি
অধিকার।"

এইসকল ক্ষেত্রে তিনি অবতার-ভাবে ভাবিত হইয়া কথা বলিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনে কালীদহে রজনীতে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছেন বলিয়া কোলাহল উখিত হইলে, তখন তিনি বলিলেন—

রুক্ষ কেন দরশন দিবে কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্থ লোক করে কোলাছলে।
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ১৮শ প:)

সেখানে তাঁহাকে প্রশ্নও করা হইয়াছিল যে—আপনিই ও ক্লেফের অবতার। উত্তরে প্রভু জিভ কাটিয়া বলিলেন—

বিষ্ণু বিষ্ণু, ইছা না কহিও। জীবাধমে রুফ জ্ঞান কভু না করিও। —(চৈ: চ:—মধ্য, ১৮শ প:)

এখানে তিনি নিজেকে জীবাধম বলিতেছেন। স্ক্তরাং অবতার-ভাব এবং জীব-ভাব পর পর তাঁহার মনোরাজ্যে ক্রিয়া করিয়াছে।

বেদান্ত-মতে আত্মাংশে প্রত্যেক সাধারণ জীবই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে মহাপ্রভুর মত অসাধারণ অতিমানব যে কত স্থুপরিক্ট্রপে বন্ধার অবতার, তাহা কি বুলিয়া শেষ করা যায় ? যাঁহারা পুরা অবৈত্তমতে বৈদান্তিক, এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহারাও মহাপ্রভুকে অবতাই বন্ধাের অবতার বলিয়া স্বীকার করিবেন—আশা করা যায়। সৃষ্টিতম্ব ছাড়িয়া সম্বন্ধ অধ্যায়ে মহাপ্রভ্-বর্ণিত ব্রহ্মাতন্ত্বের দিকে এখন আমরা অগ্রসর হইতেছি। ভারতীয় স্থপ্রাচীন ও উপনিষ্টিক এই ব্রহ্মাতন্ত্বকে, মহাপ্রভ্ সনাতনের নিকট কৃষ্ণতন্ত্বকেপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট পাঁচ শতান্দী পূর্বে হইতেই কৃষ্ণতন্ত্বই ব্রহ্মাতন্ত্ব। সনাতনের নিকট এই কৃষ্ণতন্ত্বকে প্রভ্ আবার ছইভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং কৃষ্ণের অস্তরঙ্গা (চিংশক্তি), বহিরঙ্গা (মায়াশক্তি), তটন্থা (জীবশক্তি)-বিষয় অনেকটা বেদাস্থান্থগামী হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াও কৃষ্ণকে ব্রহ্ম (নির্বিশেষ), পরমাত্মা (কৃষ্ণের একাংশ), কর্মাতন্ত্ব (ভারিপূর্ণ এক নিত্যকালস্থায়ী বিগ্রহ)-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ-তন্ত্বের মহাপ্রভ্-বর্ণিত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে বিভক্ত যে ছইভাগ—সম্বন্ধ অধ্যায়ে সৃষ্টিতন্ব, অবতারতন্ত্ব ও জীবতন্ত্বের আভাসে সেই ঐশ্বর্য্যতন্ব এতক্ষণ দেখান হইল।

তারপর মহাপ্রভূ সনাতনকে কৃষ্ণের মাধুর্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন। ঐশ্বর্যা অপেক্ষা মাধুর্যোর উপরই মহাপ্রভূ অধিক জোর দিয়াছেন। কৃষ্ণক্ষেত্রের কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনের কৃষ্ণই স্থুল ও স্ক্রে, রূপ ও স্থরে—অধিকতর প্রাচুর্য্যে বর্ণিত হইয়াছেন। আর ঐতিহাসিক একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে—শ্রীমণ্ডাগবতের বৃন্দাবন যেখানেই হউক আর যা-ই হউক, বিংশ শতান্দীতে যে বৃন্দাবন আমরা দেখিতেছি তাহা অবিসংবাদিতরূপে যোড়শ শতান্দীর বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। বাঙ্গালীর স্থিটি। মহাপ্রভূর কল্পনায়, রূপস্নাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের জীবনপণ সাধনায়, উত্তর ভারতের বাঙ্গালীর এই তীর্থ পাঁচ শতান্দী পূর্বেব এই সময় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘ এই পাঁচ শতান্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের ভোরণ-ছারে কত বড় বড় রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও নিক্ষমণ আমরা বৃন্দাবনের অনভিদ্রে আগ্রা ও দিল্লীতে নিরীক্ষণ করিলাম। মোগল কত বড় একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য গড়িয়া ভূলিল। আবার সে-সাম্রাজ্য

মাত্র হুইটি শতাব্দীর অল্পকাল মধ্যেই দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়াও গোল। আজিকার বৃন্দাবন তার আধাাত্মিকতার গোরবকে হয়তো সমস্ত দিকে অক্ষত রাখিতে পারে নাই। কিন্তু তবুও সে মরে নাই। মহাপ্রভূর কল্পনায় যে লুগুতীর্থের নবকলেবর হইয়াছিল, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—আজিও তাহা বাঁচিয়া আছে। বাঙ্গালীকে মনে রাখিতে হইবে যে—আগে নবদ্বীপ, পরে বৃন্দাবন। নবদ্বীপই বৃন্দাবনকে সম্ভব করিয়াছে।

মহাপ্রভ্ কর্তৃক সনাতনকে শিক্ষা প্রদানের গুরুষ ও সফলতা অত্যস্ত অধিক। এই জক্মই সনাতনের নিকট কৃষ্ণের এখার্য্য বর্ণনাকালে যদিও প্রভূর কৃষ্ণক্র্ তি হইয়াছিল, কিন্তু মাধ্র্য্য বর্ণনাকালে তাঁহার নিজের স্বীকার-উক্তিতেই আমরা দেখিতে পাই যে তিনি সেই স্রোতে একেবারে বহিয়া গিয়াছিলেন।—

মাধুগ্যতত্ত

মোর চিত্ত ভ্রম করি নিজৈশ্বর্য মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ২১শ প:)

আবার বলিতেছেন-

আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।

কুষ্ণের মাধ্য্য স্রোভে আমি যাই বহি।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ২২শ প:)

প্রভু সনাতনকে স্পষ্টই বলিলেন যে, কৃষ্ণের যে মাধুর্য্য ভা নারায়ণে নাই—'এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে'।—

> ভাতে সাক্ষী সেই রমা নারারণের প্রিয়তমা পতিব্রতাগণের উপাজা। ভিঁহো সে মাধুর্য লোভে ছাড়ি সব কাম ভোগে ব্রত করি করিল তপজা।

লক্ষী নারায়ণকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণের মাধ্যালোভে কৃষ্ণসঙ্গম বাছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, রাসে লক্ষীর স্থান হয় নাই। কারণ, লক্ষ্মী গোপী-ভাব লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রভু বলিভেছেন—

স্থি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণে।

কৃষ্ণৰূপ স্মাধুরী পিবি পিবি নেত্ৰ ভরি

শ্লাঘা করে জন্ম তব্ মনে।

তথনকারদিনে ঈশ্বরলাভের জন্ম প্রচলিত যে-সকল সাধন-পদ্ধতি ছিল, তাহা অপেক্ষা রাগমার্গে মাধুর্য্য-ভজনকেই প্রভূ সনাতনের নিকট অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া অকুষ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিলেন।—

কর্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপ ধাান

ইহা হইতে মাধুর্যা হুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অহুরাগে

তারে কৃষ্ণ মাধুর্যা হুলভ।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ২১শ প:)

ইহাই যদি মহাপ্রভ্-বণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম হয়, তবে আজ পাঁচ শতান্দী ধরিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্মসাধনায় রাগমার্গে যদি মাধুর্য্যের ভজনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বরং তাঁহারা, দোষই হউক আর গুণই হউক, এই ধর্মের বিশেষত্বের উপরেই যথাসাধ্য জোর দিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু একটা ভাবিবার কথা আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন রায়, এবং ঐ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে বহিম, শেষ ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন এই কথাটি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া গিয়াছেন। কথাটি এই যে—কান্তভাবাক্রান্ত পরকিয়াবাদে আচ্চন্ন রাগমার্গে এই মাধুর্য্যের ভল্পন, গত পাঁচ শত বংসর বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রকে যে-দিকে এবং বে-ভাবে প্রভাবাহিত করিয়াছে, ভাহার কল কিন্তপ দাঁভাইয়াছে ?

ভাল হইয়াছে, কি, মন্দ হইয়াছে ? কেহ বলেন ভাল হইয়াছে, কেহ বলেন মন্দ হইয়াছে।

বস্তুতঃ চৈত্রভারিতামুতে, সনাতনকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার সময়, কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মুখ দিয়া যে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে আজ পাঁচ শতাব্দীরও অধিককাল যাবং আলোচিত হইলেও অতাপি সেই আলোচনার প্রয়োজন শেষ হয় নাই। জাতীয় চরিত্রের কোন কোন দিক এই ধর্মদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার কোনো কোনো দিক যে ভাবোন্মাদের প্রতিক্রিয়াম্বরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় নাই, জড়তাগ্রস্ত হয় নাই, তুর্বেগ হইয়া পড়ে নাই—একথা বলাও নিতান্তই হুঃসাহসের কার্য্য। কেননা, অত্যাত্ত কারণের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কোন বিশেষ ধর্ম বা কোন ধর্মের বৈশিষ্ট্য একটা জাতীয় চরিত্রকে কিরূপ গঠিত করে, সংশোধিত করে, পরিবর্তিত করে—ভাহা আমরা এখন বিধিমত বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি। আর বাঙ্গালীর বর্তমান জাতীয় চরিত্র দোষগুণে আমাদের শুধু অনুমানের বস্তু নয়, ইহা প্রত্যক্ষ।

কথায় কথায় আমরা অনেকদ্র আদিয়া পড়িলাম। এখন প্রভাবের্তন করা যাক।

> ঐশব্য কহিতে প্রভূর কৃষ্ণ কৃষ্টি হইল। মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল।

— শ্লোকটি শ্রীমন্তাগবতের তয় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক, যাহা বিদুরের প্রতি উদ্ধব বলিতেছেন !

এই শ্লোক পাঠের পর প্রভূ সনাতনের নিকট ক্ষের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। এই রূপ বর্ণনাকালে, এমন একটি তত্ত্ব মহাপ্রভূর শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ পাইল, যাহা ষোড়শ দ্বালাতেই স্ক্রেছ

প্রভূ ব্লিলেন যে—ঈশবের যত রকমের প্রকাশ বা লীলা আছে,

ভার মধ্যে মনুয়ালীলাই সর্বজ্যেষ্ঠ। দেবদেবীবাদ, মৃর্দ্তিপূজা, অবভার-বাদ—এ সমস্তেরও উপরে মানবভার আসন। মনুয়েই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় প্রকাশ।—

> ক্ষের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপ বেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর নরলীলা হয় অফ্রুপ।

রুক্তের মধুর রূপ শুন সনাতন।

যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভূবন

সর্ববি প্রাণী করে আকর্ষণ ॥

—(চৈ: চ:—মধ্য, ২১শ প:)

মাস্থবের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে সার্থক।
কিন্তু মান্থবের মধ্যেই তার প্রকাশের শেষ নয়। কেননা, তাঁর রূপের
মাত্র এক কণিকা সমস্ত বিশ্বসংসারকে 'তুবায়'। তবে সেই বিরাট
রূপের কত বড় অংশ অব্যক্ত! আর এই রূপ কিছু জড়বস্তুও নয়।
বেহেতু ত্রিভ্বনের সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করিয়া নিয়মিত করিবার,
চালিত করিবার শক্তি এ রাখে।

এখন প্রশ্ন: এই রূপ আসিল কোথা হইতে ? উত্তর: 'প্রকট কৈল নিতালীলা হইতে'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নিত্য-লীলা বলিয়া একটা-কিছু আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের লীলাবাদে এই 'নিত্যে'র স্থান নির্দেশ ও হৃদয়ক্ষম করিতে না-পারিলে, ইহার দার্শনিকতা বুঝা কঠিন। যা-কিছু এখানে প্রকাশ, তা সমস্তই 'নিত্য' হইতে আসিতেছে। এখান হইতে যা চলিয়া গেল বলিয়া আমরা মনে করিতেছি, তাহা লুপ্ত হইল না। 'নিত্যে' তাহা ফিরিয়া গেল মাত্র। সেইজম্ম একজেনীর বৈষ্ণব-দার্শনিক বলেন যে—মহাপ্রভুর লীলা এখনও 'নিত্যে'র মধ্যে হইতেছে। এমন কি, কোন কোন ভাগ্যবান ইহা দেখিতেও পায়। 'নিত্য' যদি থাকেই, তবে তাহা যে দেখিতে পার, সে ভাগ্যবান—তাহাতে আর সন্দেহ কি! তবে পরিভাপের বিষয় এই যে, ভাগ্যবানের সংখ্যা সংসারে কত কম!

এখন, 'নিতা' হইতেই যদি এই রূপের উদ্ভব হয়, তবে এই রূপও
অ-নিতা হইতে পারে না। সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিতে গেলে,
রূপের প্রসঙ্গে শঙ্কর বেদান্ত ও মহাপ্রভূ-বর্ণিত লীলাবাদ পরস্পরবিরোধী। শঙ্কর মায়াবাদে, রূপ মিথা। মহাপ্রভূর লীলাবাদে,
রূপ সত্য। আবার শুধু রূপ নয়, মধুর রূপ। কাজেই—

রূপ দেখি আপনার ক্লন্ডের হৈল চমংকার আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

নিজের রূপকেই নিজের আম্বাদন করিতে ইচ্ছা হইল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ইহার হয়তো প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।—

চড়ি গোপী মনোরথে সন্মথের মনমথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প ক্ষমং নব কন্দর্প
রাস করে শঞা গোপীগণ।

নিজ সম সধা সঙ্গে গোগণ চারণ রক্ষে
বৃন্ধাবনে স্বছন্দে বিহার।

যার বেণু ধ্বনি শুনি স্থাবর জন্ম প্রাণী

পুলক কম্প অঞ্চ বহে ধার।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

—চারটি শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কাব্যাংশে ইহার তুলনা কোথায়!

কৃষ্ণ-রূপ প্রদঙ্গ শেষ হয় নাই। চলিতেছে। কিন্তু তারই মধ্যে যেন মনে হয় 'দার্দ্ধ চিকিশ অক্ষর'-সমন্বিত কামগায়ত্রী মন্ত্র প্রভূত্ব সনাতনকে দিলেন। এবং এই মন্ত্রকেই কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া ্লা বুঝাইলেন। চৈতস্যচরিতকার মন্ত্রটি উল্লেখ করেন নাই। কেননা, মন্ত্র অপ্রকাশা। (কামবীজ = ক্লীং, কামগায়ত্রী = কামদেবায় বিশ্বহে, পূষ্পা বাণায় ধীমহি, তলোনেক প্রচোদয়াং।) তবে তাহার ইক্লিড ধুব সুস্পাই।—

> কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় ক্রফের স্বরূপ সার্দ্ধ চবিবশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চব্র হয় ক্রফে করিল উদয় ত্রিজগথ কৈল কামময়। —(চৈ: চ:—মধ্য, ২১শ প:)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাধুর্য্যের প্রসঙ্গে স্থুল হইতে সুন্ধে, রূপ হইতে স্থুরে, একটা ধারাবাহিক গতি এবং ক্রমপরিণতি লক্ষ্য কর। যায়।—

> বংশী ছিদ্ৰ আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে ধ্বনি ক্লপে পাইয়া পরিণামে। সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অন্তর্ভেদি বৈকুঠে বায় বলে পৈশে জগতের কানে।

কানের ভিতর বাসা করে আপনি তাহা সদা ক্ষ্রে অক্ত শব্দ না দের প্রবেশিতে। আনকথা না শুনে কান আন বলিতে বলে আন এই ক্লফের বংশীর চরিতে। —(হৈ: চ:—মধ্য, ২১শ প:)

রূপে যে মাধুর্যোর আরম্ভ প্রভু করিয়াছিলেন, স্থুরে আসিয়া তা শেষ হইল। বলিতে বলিতে এইখানে প্রভুর বাহাজান লোপ পাইয়াছিল।

সম্বন্ধ বিভাগে ক্ষতত্ত্বের ঐশ্বর্যা ও মাধ্ব্য বর্ণনার আভাস আপনারা পাইলেন। ইহা জীজীব গোস্বামীর বট্-সন্দর্ভের অসুগামী হইলেও কাব্যাংশে কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিকতা ও অভিনবন্ধ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে না।

এখন, প্রভূ অভিধেয় বিভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিভেছেন।
সম্বন্ধ বিভাগে প্রভূ সনাতনকে ঈশ্বরতত্ত ব্ঝাইলেন। কিন্তু তত্ত্ব ব্ঝা
এক কথা, আর ঈশ্বর লাভ করা ভিন্ন কথা। না হইলেও ঠিক সেই
কথাই নয়। অভিধেয় বিভাগে ঈশ্বর লাভের উপায় প্রভূ ব্ঝাইয়া
দিলেন।

কাশীতীর্থে বসিয়া সনাতনকে প্রভু বলিলেন যে—কেবল জ্ঞান, মুক্তি দিতে পারে না। এখানেও আমরা শঙ্কর বেদান্তের স্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাই। ভক্তি বিনে ঈশ্বর লাভ হয় না—এই ত গেল প্রথম কথা।

তারপর, এই সাধন-ভক্তি হুই প্রকার।—

বৈধী ও রাগাসুগা ভক্তি

ş. ·

এইত সাধন-ভক্তি ছুই তো প্রকার। এক বৈধী ভক্তি রাগান্থগা ভক্তি আর।

—(চৈ: চ:—মধ্য, ২২শ প:)

বৈধী ভক্তি কিরূপ ?—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥

এই বৈধী ভক্তি প্রসঙ্গে প্রভূ সনাতনকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন I—

অবৈষ্ণৰ সৃষ্ণ ত্যাগ, বছ শিশু না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বজ্জিবে।
মহাশ্রন্থ ধর্মের
মীতিবাদ, বেছি ধর্ম
ইইতে গৃহীত কি-না
অক্ত দেব অক্ত শাস্ত নিন্দা না করিবে।

বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে।

প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উবেগ না দিবে । তেওঁটোদি

—(रेहः हः—गधा, २२भ शः)

বাঁহারা গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে বাঙ্গলার বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতিধ্বনি
পুঁজেন—তাঁহারা মহাপ্রভু কর্তৃক সনাতন শিক্ষার নীতিবাদের মধ্যে
সম্ভবতঃ কিছু পাইতে পারেন। তদ্ধের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের ফুলিঙ্গ পাওয়া বায় না, এমন নহে। তবে গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের অহিংস নীতিবাদের মধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্মের চিহ্ন সম্যক স্থপরিক্ষুট।—

'প্রাণী মাত্রে মনবাকো উদ্বেগ না দিবে।'

ইহার পর রাগান্ধগা ভক্তি। ইহার অধিকারী ব্রজবাসী, বিশেষতঃ ব্রজগোপীগণ।—

শাস্ত্র যুক্তি নাছি মানে রাগাস্থগার প্রকৃতি।
—(চৈ: চ:—মধ্য, ২২শ প:)

রাগান্থগা ভক্তি, বৈধী ভক্তি অপেকা শ্রেষ্ঠ। ইহার পরে প্রয়োজন বিভাগ। ইহা যেন রাগান্থগা ভক্তির স্বাভাবিক পরিণতি। প্রয়োজন অর্থ, প্রেম। কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলেই প্রেম অভিধান পায়। রতি পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্ত, সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রতিই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পরিণতি লাভ করে। রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িকা।—

> "ব্রজ্জেনস্থন রুঞ্চ নায়ক শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥"

চৈতক্মচরিতামতের মতামুযায়ী, অভিধেয় ও প্রয়োজন অধ্যায়ের অতি সংক্ষেপে আমি আভাস দিলাম। ইহার কোন কোন ব্যাখ্যা প্রচলিত মতের সহিত যদি না মিলে, তবে হুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে-দায়িত্ত নিজের উপরই রাখিলাম।

সম্বন্ধ, অভিধের, প্রয়োজন—এখন, এই তিনটি আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সোপানপরস্পরার মত একের পর আর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইতেছে। মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর এই শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। মহাপ্রভূ-বর্ণিত দার্শনিক মতবাদ লইয়া পণ্ডিতসমাজে বিরোধ থাকিতে পারে। পূর্বেও ছিল। এখন নাথাকিলেই আশ্চর্য্য হইবার কথা। কিন্তু এই শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালী এমন প্রণালীবদ্ধ এবং স্কুসংবদ্ধ যে—যদি কেহ এই সাধনপথে অগ্রসর হন, তবে তিনি ইহার মনোহারিছ ও উপকারিতা উপলব্ধি নাকরিয়া পারিবেন না। সম্বন্ধ বিভাগ—ঐশ্চর্য্যে আরম্ভ হইয়া মাধুর্য্যে শেষ হইয়াছে। পরে অভিধেয় বিভাগ—বৈধী ভক্তিতে আরম্ভ হইয়া রাগান্থগা ভক্তিতে শেষ হইয়াছে। রাগান্থগা ভক্তিতে শেষ হইয়াছে। রাগান্থগা ভক্তিতে শেষ হইয়াছে। রাগান্থগা ভক্তির পরিণামস্বন্ধপ প্রয়োজন বিভাগ পিরীতিরস লইয়া আপনি আসিয়া দেখা দিয়াছে। মনোবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে পাঁচ শতান্ধী পূর্বের বাঙ্গালী বৈষ্ণবের এই ধর্ম্মশিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক জগতের যে-কোনো প্রসিদ্ধ ধর্মশিক্ষা-পদ্ধতির নিকট সগোরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। যদি না-পারে, তবে সে-অপরাধ বাঙ্গালী জাতির। মহাপ্রভূর কিংবা কবিরাজ গোষামীর নহে।

এদিকে, হুসেন শাহ গোড়ে রাজ্য করিতেছেন। তাঁহার রাজ্য শেষ হইতে মাত্র তিন বংসর বাকী। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী দবীর খাসকে লইয়া কাশীতীর্থে বসিয়া মহাপ্রভূ এইসব কাণ্ড করিতেছেন। বৈষ্ণব আন্দোলনকে ইতিহাস-পথে চালু করিবার জন্ম মহাপ্রভূর কোনো সংগঠনশক্তি ছিল না—একথা যে বলে, সে শুধু অনভিজ্ঞ নয়। আরো কিছু।*

সনাতনের শিকা ও দীকা সমাপ্ত হইল।

তারপর প্রভূ সনাতনকে কিছু কাজের ভার দিয়া অমুরোধ করিলেন।—

> পূর্ব্বে প্রয়াগে স্থানি রসের বিচারে। ডোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি স্কারে ।

Vaishnava Faith And Movement In Bengal—Dr. S.
 K. De, pp. 77—78.

় তুমিছ করিছ ভক্তি শান্তের প্রচার। মপুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার। वृन्तावत्न कृषः त्रवा देवकव चाठात्र। ভক্তিশ্বতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার 🛭 যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিকাইল। তক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল। —(চৈ: চ:—মধ্য, ২৪শ প:)

ইহার পর সনাতন প্রভুর কাছে একটি আবদার করিলেন— দীক্ষিত শিষ্য, গুরুর নিকট যা করিতে পারেন। সনাতন বলিলেন: সার্ব্বভৌমের নিকট তুমি আত্মারাম শ্লোকের নাকি আঠার রকম ব্যাখা করিয়াছিলে। তাহা আমাকে বল। শুনিতে আমার মন থুব উৎকণ্ঠিত।

প্রভু বলিলেন: আমি বাতুল। আমার বাতুলতাকেই সার্বভৌম সভা বলিয়া মনে করে।-

'কিবা প্রলাপিলাম তার কিছু নাহি মনে।'

তথাপি তোমাকে বলিতে গিয়া যদি কিছু মনে হয়—তবে বলি, এই বলিয়া তিনি আত্মারাম শ্লোকের ৬১ রকমের বিভিন্ন ব্যাখা করিলেন ।---

> "একষট্ট অর্থ এবে ক্ষুরিল তোমা সঙ্গে। তোমার ভজিবশে উঠে অর্থের তরকে।"

এত বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা শুনিয়া সনাতন ত একেবারে বিশ্বিত ও স্তব্ধ। তারপর সনাতন প্রভূকে বলিলেন-

> "সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেজনন্দন। তোমার নিংখাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন ॥"

প্রভূ সনাতনকে স্তব করিতে নিষেধ করিলেন।

"প্রস্কু কছে কেন কর আমার তবন।"

সর্ব্যন্ত সকলকেই তিনি এইরূপ নিষেধ করিয়াছেন। তথাপি বৈষ্ণবৈর নিকট 'সাক্ষাং ঈশ্বর' ভিন্ন আর কিছু তিনি নহেন। তারপর সনাতন বলিলেন: তুমি যে আমাকে বৈষ্ণব সমাজের শ্বৃতিশাস্ত্র লিখিতে আদেশ করিলে, আমি ত 'নীচ জাতি', আমি শ্বৃতিশাস্ত্র লিখিলে কি তাহা চলিবে ?

প্রান্থ কছে বে বে করিতে তুমি করিবে মনন।

কৃষ্ণ তাঁহা তাঁহা তোমা করাবে ক্রুণ ॥

—(চৈ: চ:—মধ্য, ২৪শ প:)

সনাতন বলিলেন: বেশ, তবে 'স্ত্র' করিয়া দেও। প্রভূ বলিলেন: আচ্ছা, 'স্ত্ররূপ শুন দিগ্দরশন'। প্রভূ সনাতনকে গ্রন্থের বিষয়-স্টী বলিয়া দিলেন। এইরূপে হরিভক্তিবিলাসের বিষয়-স্টী স্থিরিকৃত হইল কাশীতীর্থে। ১৫১৫ খৃষ্টাবেদ।

কিন্তু ইতিহাস আমাদিগকে এই সম্পর্কে অস্থ্য কথাও বলে। বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট—যাঁহাকে প্রভূ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বালক অবস্থায় দেখিয়াছিলেন—তিনিই হরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। পরে সনাতন গোস্বামী ঐ গ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান আকার প্রদান করেন।

সনাতনের শিক্ষা সমাপ্ত হইল। আদেশমত কাজের ভার লইয়া সনাতন মথুরায় চলিয়া গেলেন। প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর ঞ্রীরপ নীলাচলে আসিয়া নাটকাদি লিখিলেন। ইহাতে দশমাস কাটিয়া গেল। পরে তিনি গৌড়ে চলিয়া গেলেন। ঞ্রীরূপ চলিয়া যাওয়ার দশদিন পর সনাতন মথুরা হইতে ঝাড়িখণ্ড-পথে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট একবংসর থাকিলেন। সনাতন বৈশাধ মাসে আসিলেন। রূপ যে একবংসর গৌড়ে, শ্রাতন সে একবংসর নীলাচলে। নীলাচল হৈতে ৰূপ গৌড়ে যবে গোলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা।
—(চৈ: চ:—অস্ত্যু, ৪র্থ প:)

মহাপ্রভুর সহিত গ্রীসনাতনের এই তৃতীয় সাক্ষাৎ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাই শেষ সাক্ষাৎ। ইহা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তথন গৌড়ে হুসেন শাহের রাজত্ব শেষ হইবার মাত্র হুই বংসর বাকি। এবং মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বংসরের দিব্যোন্মাদ আরম্ভ হুইবার চার বংসর মাত্র বাকি।

এই সাক্ষাতে গৌড়ের ভক্তগণের সহিত প্রভু শ্রীসনাতনকে পরিচয় করাইয়া দেন। গৌড়ে যিনি হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী, 'দবীর খাস্' নামে বিখ্যাত ছিলেন—দেই অমিত ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রী এক্ষণে মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্য। ছেঁড়াকাঁথা করঙ্গহাতে সনাতন গোস্বামী। শ্রীঅবৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভৃতি সনাতনের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিশ্চয়ই বিম্মিত পুলকিত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্ঝিলেন, শ্রীরূপ-সনাতনের আগমনে বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হইয়া একটি অভিনব বৈষ্ণব সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা মহাপ্রভুর পরিকল্পনা। শ্রীসনাতন, ঠাকুর হরিদাসের বাড়ীতেই একত্র বাস করিতেন। হরিদাস ও রূপ-সনাতন, এই তিনজনের কেহ কথনও জগলাথের মন্দিরে গিয়া জগলাথ দর্শন করিতেন না। সম্ভবতঃ শ্রীরূপ-সনাতনের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্বেও তাঁহাদের গাত্রে মুসলমানী ছোঁয়াচ লাগিয়াই ছিল।

ঝাড়িখণ্ডপথে আসিতে শ্রীসনাতনের গাত্রে কণ্ড্রসা হইয়াছে। সনাতন এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ম জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সংকল্প করিলেন। প্রাভূ ইহা জ্বানিতে পারিলেন।

জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"গনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইরে। কোট বেহু ক্পেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে । দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভন্সনে। স্বাভনের খাল্ল-কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে॥ বহাপ্রভূর নিবেধ দেহত্যাগাদি সব তমোধর্ম। ভমো রক্ষো ধর্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥"

ভারপর সনাতনকে বলিলেন যে, তোমার দেহ প্রাকৃত নয়। অপ্রাকৃত।—

> "অপ্রাক্তত দেহ তোমার প্রাক্তত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাক্তত বৃদ্ধি হয়॥"

দীক্ষাদানকালে শিশ্ব গুরুকে দেহ ও মন সমর্পণ করে। স্থতরাং সনাতনের দেহ আর সনাতনের নয়। ঐ দেহ মহাপ্রভুর। তাহাকে নাশ করিতে চাহিলে পরের জব্য চুরি করা হয়। প্রভু হরিদাসকে বলিলেনঃ সনাতন "পরের জব্য ইহ করিতে চাহেন বিনাশ"। তা'ছাড়া সনাতনের দেহে আমি অনেক কাজ করিব।—

> এতো সব কর্ম আমি যে দেহে করিব। তাঁহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥ —(চৈঃ চঃ—অস্ত্য, ৪র্থ পঃ)

দীক্ষাদানকালে গুরু, শিয়ের দেহে নিজের অপ্রাকৃত দেহ আরোপ করেন। ইহাকে বলে অধ্যাস। স্থতরাং সনাতনের আত্মহত্যা করা চলে না।

এদিকে জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতনকে বৃদ্ধি দিল যে: তুমি বৃন্দাবন চলিয়া যাও। ইহা শুনিয়া প্রভু অতিশয় ক্রেদ্ধ হইলেন।

বলিতে লাগিলেন-

কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্কী হৈল।
তোমা সবাকেই উপদেশ করিতে লাগিল।
ব্যবহারে পরমার্থে ভূমি ভার গুরু ভূল্য।
ভোমারে উপদেশ করে না জানে জাপন মূল্য।

আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আর্য্য। তোমারে উপদেশে বালক করে ঐছে কার্য্য।

জগদানক প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা সজ্মন আমি না পারি সহিতে।
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
তুঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন।
আমাকে ব্যাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাক্রি ব্যাক্রিছ ব্যবহার ভক্তি।
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অত্তর্ব তারে আমি করি যে ভইসন।
—(চৈ: চ:—অস্ত্য, ৪র্থ প:)

সনাতনের প্রতি প্রভুর যে মনোভাব, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তারপর—

> "দোলযাত্রা দেখি প্রাভূ তারে বিদায় দিলা। বৃন্দাবনে যে করিবা সব শিক্ষাইলা ॥"



